www.downloadpdfbook.com

মাসুদ রানা

বেঈমান

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানার মত সিনিয়র এজেন্টরা যাকে গুরু বলে মান্য করে, এ হলো বিসিআই-এর সেই অমূল্য রত্ন খালিদ হাসান। রানার প্রতি তার চ্যালেঞ্জ—হয় তুমি আমাকে মারো, না হয় আমি তোমাকে মারি। আশ্চর্য, লোকটা পাগল নাকি! একে তো খালি হাতে পালায়নি, তার উপর পিছনে ফেলে রেখে গেছে প্রিয় শিষ্য আর বন্ধুদের লাশ। তবে যে যাই বলুক, রানা বুঝতে পারছে তার কোথায় যেন গভীর একটা ব্যথা আছে। বসের নির্দেশ, তাই তাকে মারতে বেরিয়েছে ও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.downloadpdfbook.com

মাসুদ রানা ৩৫০

বেঈমান

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

www.downloadpdfbook.com

ISBN 984-16-7350-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-350
BEIMAN
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

বত্রিশ টাকা

www.downloadpdfbook.com

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

www.downloadpdfbook.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-৭৭ *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু *আবার সোহানা *আরেক গডফাদার *অন্ধপ্রেম *মিশন তেল আবিব *ক্রাইম বস্ *সুমেরুর ডাক *ইশকাপনের টেক্কা কালো নকশা *কালনাগিনী।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

www.downloadpdfbook.com

এক

কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে দেড় মাস পর মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে ফিরল মাসুদ রানা। বিশেষ কারণে মনটা খুব বিষণ্ন।

এয়ারপোর্ট থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়েছে, সরাসরি নিজের অ্যাপার্টমেন্টে উঠবে। ওটা গুলশানে।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স টপ সিক্রেট একটা সরকারী সংস্থা। মূল কাজ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া। সংস্থার পরিচালক মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান।

মাসুদ রানার কোড নম্বর: এমআরনাইন।

এবারের অ্যাসাইনমেন্টে খুব ধকল পোহাতে হয়েছে রানাকে। কোনও এক আরব রাজপরিবারের অত্যন্ত প্রভাবশালী এক সদস্য নিজে সারাদিন মদ খাচ্ছে, ইহুদি আর খ্রিস্টান তরুণীদের নিয়ে ফুর্তি করছে, ইউরোপ-আমেরিকার ক্যাসিনোয় গিয়ে দেদার জুয়া খেলছে–অথচ এই একই লোক তৃতীয় বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোয় ইসলামী জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করছে কোটি কোটি ডলার। কেন? ইসলামের প্রতি এত প্রেম কেন ওই অধার্মিক, চরিত্রহীন লোকটির?

এই পরস্পর বিরোধিতার কারণ খুঁজতে গিয়ে রানা জানতে পারল ওই আরব শেখ আসলে নাচছে ইসলামের ঘোর শত্রু একটি চক্রের হাতের পুতুল হিসাবে।

www.downloadpdfbook.com

মাফিয়াদের একটি গ্রুপ মোটা টাকা খেয়ে ওই শেখের মাধ্যমে সরাসরি ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এই গ্রুপটির মূল কাজ ইসলামকে দুনিয়ার কাছে অগ্রহণযোগ্য একটা ধর্ম হিসাবে প্রতিপন্ন করা।

আর টাকা খেয়ে তৃতীয় বিশ্বের এইসব দেশের জঙ্গি ভাবাপন্ন ধর্মান্ধরা উন্মাদ হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য, গণতন্ত্রকে কাঁচকলা দেখিয়ে দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে, ইসলামের নামে খুন-খারাবি শুরু করে দিয়েছে দেশের অভ্যন্তরে। জানে না, বিশৃঙ্খলা আর একটু বাড়লেই কী প্রচণ্ড ইঙ্গ-মার্কিন চপেটাঘাত পড়বে এইসব ভণ্ড হুজুরদের গালে। সেইসঙ্গে দেশগুলো চলে যাবে নয়া-সাম্রাজ্যবাদী চক্রের পায়ের তলে। বশংবদ সরকার বসিয়ে লুঠ করে নিয়ে যাবে গ্যাস, তেল ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পদ।

জড় ধরে টান দেওয়ায় মাফিয়াদের সঙ্গে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায় বিসিআই এজেন্টদের। অবশেষে গ্রুপটাকে বেশ কিছুটা নিষ্ক্রিয় করা গেছে। তবে মাশুল গুণতে হয়েছে বিরাট। বিসিআই-কয়েকজন এজেন্ট মারা গেছে অপারেশনে। সেজন্যই মনটা খুব খারাপ রানার।

ওর এই পেশায় মৃত্যু নতুন কিছু নয়। তবে সব সময়েই ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মৃত্যু অসুস্থ করে তোলে ওকে। দেশে ফিরে ওদের কথা আরও বেশি করে মনে পড়বে, জানত রানা। সেজন্যই ভেবেছে হেড অফিসে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েই অন্তত দুটো দিন ঘরের কোণে বন্দি করে রাখবে নিজেকে। ঘুমাবে আর বই পড়বে।

নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে থামল ট্যাক্সি। ভাড়া নিয়ে ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর গেটের দিকে এগোল রানা।

www.downloadpdfbook.com

'সালাম, সার,' একগাল হেসে কপালে হাত তুলল দারোয়ান, গেটটা আগেই খুলে দিয়েছে।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়ালাইকুম সালাম বলে ভিতরে ঢুকল রানা। সামনেই এলিভেটর।

টপ ফ্লোর, ছয়তলায় উঠে এলিভেটরের দরজা খুলে গেল। ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছোট্ট করিডরে বেরিয়ে এল রানা। শেষ মাথায় একটাই দরজা। বাকি সব ফ্লোরে দুটো করে অ্যাপার্টমেন্ট থাকলেও, ছয়তলায় এই একটাই।

পকেটে হাত ভরে চাবির গোছাটা বের করে আনল রানা। ওর চাবির চেইনের শেষ মাথায় খুদে একটা ইনফ্রারেড ফ্ল্যাশলাইট আছে, দেখতে মেডেলের মত। ওটায় চাপ দিল ও, আলো ফেলল দরজার ফ্রেমে। ছোট এক ফালি সুতো যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনই আছে।

মেডেল ছেড়ে দিয়ে প্রথম তালায় চাবি ঢোকাল রানা। এরকম তালা চারটে।

অপ্রত্যাশিত একটা কাণ্ড ঘটানোর জন্য এই চারটে তালার বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রতিটি তালাকে ক্রম অনুসারে খুলতে হবে, সময়ের নির্দিষ্ট ব্যবধান বজায় রেখে, তা না হলে ঘরে পা দেওয়া মাত্র মারাত্মক গ্যাসে ঢাকা পড়ে যাবে আগন্তুক।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রানা। ব্যাগগুলো একপাশে নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করছে, চট করে একবার দরজা সংলগ্ন থার্মোস্ট্যাট-এর উপর চোখ বুলাল।

ওটার ভিতরে খুদে আকৃতির তিনটে বালব আছে। বস্ যদি ওর খোঁজ করে থাকেন, নীল আলোটা জ্বলবে। বিসিআই স্টাফ কেউ যদি এখানকার কোন ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে তা হলে সবুজ আলো। আর যদি কারও অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, লাল বালব

www.downloadpdfbook.com

জ্বলজ্বল করবে।

শুধু দুটো আলো জ্বলছে। লাল আর নীল। লালটা জ্বলছে রানা ভিতরে ঢোকায়। আর নীল বালবের আলো জানিয়ে দিচ্ছে বস্ ওর খোঁজ করেছেন।

বদ্ধ পরিবেশটা কেমন গুমোট লাগছে, বাতাস দরকার। দুটো জানালা খুলে দিয়ে ফ্যান-এর সুইচ অন করল রানা। লাল-নীল দুটো আলোই নিভে গেল। গত দেড় মাসে আর কেউ এই ফ্ল্যাটে ঢোকেনি, ঢুকলে লাল আলোটা নিভত না।

এই অ্যাপার্টমেন্ট, আসলে পুরো ছ-তলা দালানটাই, বিসিআই-এর নিজস্ব একটি নির্মাণ—আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রি থেকে শুরু করে ফিটার, ডেকোরেটর, ডিজাইনার পর্যন্ত সবাই নিজেদের লোক।

একটা লম্বা কাবার্ডকে পাশ কাটিয়ে ছোট্ট কিচেনের দিকে এগোল রানা।

অ্যাপার্টমেন্টের একটা কামরাকে ছোট্ট জিম বানিয়ে নিয়েছে রানা। ওর বেডরুমের দেয়ালে যে প্যানেলটা আছে, কৌশলে ওটা সরাতে পারলে ভিতরে ঢোকা যায়। ওদিকে কমপিউটারসহ ছোট একটা ভিউইং রুম। তার পাশের দুটো কামরায় যথাক্রমে আর্মস-অ্যামুনিশন-এর ছোট্ট গুদাম আর শ্যুটিং রেঞ্জ। অ্যাপার্টমেন্টের আরেকদিকে ড্রেসিং রুম, ছদ্মবেশ নেওয়ার জন্য ওখানে আছে বড়সড় একটা ওয়ার্ড্রোব।

এক কাপ কফি বানিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল রানা। কাবার্ড-এর সামনে থামল, কবাট খুলে ভিতর থেকে বের করল একটা বোতল। কফির কাপে এক পেগ ব্র্যান্ডি ঢালল ও।

এরপর লম্বা একটা সোফায় হেলান দিয়ে নিঃশব্দে কফির কাপে চুমুক দিল, খেয়াল নেই যে কাবার্ড-এর কবাট বন্ধ করা

www.downloadpdfbook.com

হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরা পড়ল না, তবে একটু পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল ক্যাবার্ডটা। ওখানে কিছু একটা বদলেছে।

স্মৃতি হাতড়াচ্ছে রানা। উত্তরটা পেতে মোটেও দেরি হলো না। শিভাস রিগালের একটা বোতল রয়েছে কাবার্ডের শেলফে দেড় মাস আগে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরুবার সময় বোতলটায় তিন আউন্স কম হুইস্কি ছিল। এখন রয়েছে প্রায় পাঁচ আউন্স কম।

ওহ্, গড! তা কী করে হয়?

কাছে এসে বোতলটা সাবধানে পরীক্ষা করল রানা। এই সাবধানতার জন্যই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। বোতলটার গোড়ায় সরু নাইলনের কর্ড জড়ানো হয়েছে, টেপ দিয়ে আটকানো। অসতর্ক অবস্থায় বোতলটা ধরে টান দিলেই মাসুদ রানা সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ঘরময়।

শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসা শীতল শিহরন অনুভব করছে রানা আগন্তুক যে-ই হোক, অ্যাপার্টমেন্টের তালা খোলার সিকোয়েন্সটা জানে সে।

এক এক করে দ্রুত সবগুলো কামরা পরীক্ষা করছে রানা, মনে প্রশ্ন সামনে কি কারও লাশ পড়ে আছে? তবে শুধু লাশ খুঁজছে না ও, দেখতে চাইছে আরও কোন বোমা বা আর কোন ফাঁদ আছে কিনা।

সবগুলো কামরা দেখা শেষ করে ড্রেসিং রুমের আলো জ্বালল। কাপড়চোপড় ভর্তি র‍্যাক আর মেকআপ টেবিল ছাড়া কামরাটা খালি।

কামরার চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে রানা, কাজ শুরু করল ফটোগ্রাফিক মেমোরি। কিছুই সরানো হয়নি। একটা চেয়ার টেনে

www.downloadpdfbook.com

এনে সেটার উপর দাঁড়াল ও, ফলে নাগালের মধ্যে চলে এল সিলিং থেকে ঝুলন্ত স্প্রিঙ্কলার হেড-এর প্রথমটা। এমন হতে পারে কয়েকজনের অনধিকার প্রবেশ ঘটেছিল, তাদের মধ্যে এক কি দু'জন গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে, বাকিরা পালাবার সময় সঙ্গীদের লাশ ফেলে রেখে যায়নি।

স্প্রিঙ্কলারের উপরের সিলিং টাইল সরিয়ে কন্টেইনারটা চেক করল রানা। গ্যাস রিলিজ করা হয়নি।

অর্থাৎ যে বা যারাই ঢুকে থাকুক, তারা সিকোয়েন্স জানে, জানে সিস্টেমটাও। বিসিআই-এর সিকিউরিটি ভায়োলেট করা হয়েছে।

মাথার ভিতর টিক টিক করে বেজে চলেছে একটা ঘড়ি—অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার পর চার মিনিট পার হয়েছে।

হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর চোখ বুলাল রানা। কোন ট্রিপ কর্ড দেখা যাচ্ছে না। তবে কোন ধরনের প্রেশার-সেনসিটিভ প্লেট কার্পেট বা ফ্লোরকাভারিং-এর তলায় লুকিয়ে রাখা হতে পারে। বেইসবোর্ডগুলো পরীক্ষা করল ও। ফ্লোর কাভারিঙের তলায় হাত দিতে হলে বেইসবোর্ড খুলে ফেলতে হবে। উপরের স্তরটা সাবধানে চেক করল ও, বিশেষ করে যে অংশটা দেয়ালের ভিতর ঢুকেছে সেখানকার রঙে কোন ফাটল ধরেছে কিনা।

না, ধরেনি।

কিন্তু প্রফেশনাল খুনি কখনও মাত্র একটা ফাঁদ পাতে না। আরেকটা বোমা নিশ্চয়ই কোথাও আছে, আর তা না হলে... এরইমধ্যে শুরু হয়ে গেছে কাউন্টডাউন?

ডেটোনেটিং মেকানিজম হিসাবে হয়তো তাপ, শব্দ, ইলেকট্রনিক বা রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়েছে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, হলের শেষ মাথায় চলে এসে

www.downloadpdfbook.com

ফিউজ বক্সটা খুলল। বাক্সটার তলায় খুদে একটা কিউবিকল দেখা যাচ্ছে, তালা খুলতে দেখা গেল ভিতরে রয়েছে সাতটা সার্কিট ব্রেকার আর তিনটে ডায়াল।

প্রথম ডায়ালটা ঘোরাল রানা। প্রতিটি ফ্লোরের প্রতিটি কামরায় একটা করে হিট ল্যাম্প আছে, সেগুলো কাজ শুরু করল। গোটা কমপ্লেক্সে আদৌ কোন হিট-সেনসিটিভ ডিভাইস আছে কিনা জানতে দু'মিনিট লাগবে।

নেই। উত্তাপ বাদ।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার পর পার হলো সাত মিনিট।

এরপর দ্বিতীয় ডায়ালটা ঘোরাল রানা। একটু পর সবুজ আলো জ্বলতে দেখল ও, এর অর্থ হলো রেকর্ড করা সমস্ত আওয়াজ ফ্লোর জোড়া সাউন্ড সিস্টেমে ভরে দেয়া হয়েছে, আদৌ যদি কোন আওয়াজ হয়ে থাকে। এরপর তৃতীয় ডায়াল–প্রতিবার একটা করে নম্বর ঘোরাল ও। না, শব্দকেও ডেটোনেটিং মেকানিজম হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি।

এরপর সার্কিট ব্রেকারগুলো অন করল রানা। এবারও নেগেটিভ রেজাল্ট–ফ্ল্যাটের ভিতরে কোন ইলেকট্রনিক ট্রিপ ব্যবহার করা হয়নি।

এরপর রেডিও-ইন্টারফেয়ার‍্যান্স সিস্টেমটা চেক করল রানা। এইবার পজিটিভ রেজাল্ট।

অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরেই একটা সিগনাল তৈরি হয়েছে। তারমানে ওর সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হলো–কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। সম্ভবত অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলার মুহূর্ত থেকেই।

লিভিং রুমে ফিরে এল রানা।

প্রশ্ন হলো কীভাবে বোমাটাকে অকেজো করা যায়। পিছন থেকে ওটার নাগাল পাবার কোন উপায় নেই। কাঠের সূক্ষ্ম টুকরো

www.downloadpdfbook.com

আর ধুলো জানিয়ে দিচ্ছে বিস্ফোরক বসানো হয়েছে দেয়ালে। বোমাটা দেখতে না পাওয়ায় নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না ট্রিপটা কনট্যাক্ট, নাকি প্রেশার।

হঠাৎ ওর সামনে থেকে মৃদু একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে এল।

বোমাটা অ্যাকটিভেট হচ্ছে!

আর হয়তো সাত থেকে দশ সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। কিংবা হয়তো তিন সেকেন্ড!

জান হাতে করে ছুটল রানা।

ছবিটা এখন ওর কাছে পরিষ্কার। দরজার সঙ্গে খুদে রেডিও ফিট করেছে আততায়ী। কপাট ফাঁক হওয়ার সময় সিগনাল পাঠিয়েছে ওটা। সেই সিগনাল অনুসারে দশ মিনিট পর অ্যাকটিভেট হয়েছে বোমাটা।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা, তারপর ডাইভ দিল বিসিআই ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি নিরেট ইন্টেরিয়ার ওয়াল-এর বাঁক লক্ষ্য করে।

তিন সেকেন্ড পর বিস্ফোরণটা ঘটল। অ্যাপার্টমেন্ট সাইডের দেয়াল সবটুকু তুবড়ে গেল। যাওয়ারই কথা, কারণ কংক্রিটের ভিতরে ইস্পাতের মোটা পাত ছিল। তবে শুধু তোবড়ালই, ভেঙে পড়েনি। ওয়াল পেইন্টিং, শো পিস, পরদা, প্যানেল, ফলস সিলিং, ঝাড়বাতি, ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি ভেঙেচুরে কার্পেটে আবর্জনা তৈরি করেছে। তবে ক্ষতি যা হওয়ার ওই পর্যন্তই।

www.downloadpdfbook.com

দুই

বিসিআই হেডকোয়ার্টার। রাত আটটা।

ঢোকার মুখেই অবাক হতে হলো। নতুন একজন গার্ড স্যালুট ঠুকে পথ আগলে দাঁড়াল, আরও দু'জন কোমরের হোলস্টার থেকে বেরুনো পিস্তলের বাঁটে হাত রেখে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ওকে। 'আইডি, সার?' প্রথম গার্ড বলল।

রানার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

পাঁচটার সময় বেশিরভাগ লোকজনের ছুটি হয়ে যাওয়ার পর বিসিআই হেডকোয়ার্টারে নীরবতা নেমে আসে। প্রশাসনিক দু'একজন কর্মকর্তা হয়তো নিজেদের কামরায় জরুরি কাজ করেন। অ্যাসাইনমেন্ট সেরে বিদেশ থেকে ফেরা দু'একজন এজেন্ট হয়তো রিপোর্ট লেখার জন্য আসে, পরদিন সকালেই যাতে বসের হাতে পৌঁছায়—এই যেমন রানা এসেছে।

কিন্তু আজ ভিতরে ঢুকে দেখল অফিসের লোকজন দুই ফ্লোর জুড়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটোছুটি করছে; রাশি রাশি কাগজপত্র, ফাইল, ফোল্ডার, সিডি, ইত্যাদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওকে দেখে কেউ হাসল, কেউ মাথা ঝাঁকাল, তবে এত ব্যস্ত যে কথা বলার জন্য থামতে পারল না।

গেট থেকে গার্ডরা জানিয়েছে ওর কামরায় নতুন তালা

www.downloadpdfbook.com

লাগানো হয়েছে, চাবিগুলো সিকিউরিটি অ্যান্ড টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের চিফ শওকত জামিলের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে। শওকত জামিল সাততলায় বসেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার সময় বেশ কয়েকজন টগবগে তরুণ পাশ কাটাল ওকে।

রানা ভাবল, বস্ তো ওকে ডেকেছেনই, টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার আগে বসের কাছে রিপোর্ট করবে। সেই সঙ্গে ইলোরাকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে কী কারণে এত সব পরিবর্তন।

শুধু ছয়তলায় নয়, সাততলাতেও খানিক পর পর নতুন সব লোকজন দাঁড় করিয়ে চেক করল ওকে, পরিচয়-পত্র যাচাই করল। কী ঘটছে বুঝতে না পেরে রীতিমত বিমূঢ় রানা। দু'এক জায়গায় পুরানো সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে এসে ওর পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইশারা করল নতুনদের।

রাহাত খানের আউটার অফিসে ঢুকল রানা। দেখল দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা শেলফ থেকে কী যেন নামাচ্ছে বসের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরা। হঠাৎ করেই আজ মনে হলো, ইলোরার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে বেশ অনেকটা ভালো হয়েছে। 'এই যে বুড়ি ডাইনী, খাওয়া-দাওয়া একটু কম করলে হয় না?'

'হোয়াট?' প্রায় গর্জে উঠে ঘুরে দাঁড়াল ঘোড়ার মত মুখ নিয়ে অচেনা একটা মেয়ে। 'কী বললেন? কে আপনি?'

থতমত খেয়ে গেছে রানা, পালাবার পথ খুঁজতে গিয়ে বসের দরজার দিকে এগোচ্ছে।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' কর্কশ গলায় আবার হাঁক ছাড়ল রণরঙ্গিনী।

ইতিমধ্যে দরজায় নক করা হয়ে গেছে রানার। ভিতর থেকে গুরুগম্ভীর আহ্বান শোনা গেল, 'কাম ইন।'

www.downloadpdfbook.com

রানাকে বাধা দেওয়ার জন্য ডেস্ক ঘুরে এগিয়ে আসছে মেয়েটি, হাত নেড়ে তাকে ক্ষান্ত হতে বলে নিঃশব্দে বসের চেম্বারে ঢুকে পড়ল ও।

মেহগনি ডেস্কের উপর ফাইলের স্তূপ দেখা যাচ্ছে, সেটার আড়ালে মাথা নিচু করে এত রাতেও কাজ করছেন রাহাত খান–তাঁর শুধু দুই কাঁধ আর মাথার চাঁদিটা দেখতে পাচ্ছে রানা, কাঁচা-পাকা চুলে ঢাকা। 'সার,' শুরু করল রানা, 'অফিসে এতসব...' ব্যস, এই পর্যন্তই। পরমুহূর্তে ঘাড়ের পিছনে একটা বাড়ি পড়ল, হাতের কিনারা দিয়ে মেরেছে কেউ। ছিটকে মেঝেতে পড়ে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে রানা, যাই অপেক্ষা করুক সেটার সামনাসামনি হওয়ার জন্য তৈরি।

দৃষ্টি থেকে ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে পরম স্বস্তির সঙ্গে দেখল রানা, মুখে হাসি নিয়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাহিদ।

'তুই কী রে, রানা? চাইছিস আমার হার্ট অ্যাটাক করুক?'

ঘাড়টা হাত দিয়ে ডলছে রানা। 'আরও লম্বা সময় নিয়ে আরও কষ্টকর কিছুতে মরলে ভালো লাগত,' জবাব দিল ও।

একটা হাত বাড়িয়ে ঝুঁকল জাহিদ, নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানাকে। 'ধ্যাত! মেয়েটা কি নিজেকে শো পিস মনে করছে? তার তো উচিত ছিল তোকে বাধা দেয়া...'

দশাসই জাহিদের দিকে কটমট করে তাকাল রানা। তবে তাকে কিছু না বলে বসের দিকে ঘুরে গেল ও। 'সার, খুব খারাপ একটা রিপোর্ট নিয়ে...' কিন্তু আবার বাধা পেল ও। ডেস্কের পিছনে বসা স্থির, আড়ষ্ট মূর্তিটার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল। কাঁচা-পাকা ভুরুর ভিতর লুকানো চোখ, কপালের ভাঁজ, ডান হাতে ধরা গোড়া চিবানো চুরুট–সবই ঠিক আছে, অথচ এই

www.downloadpdfbook.com

ঘরে রাহাত খান উপস্থিত নন। রাহাত খান নন, মোম দিয়ে তৈরি ওটা তাঁর হুবহু প্রতিমূর্তি। ডেস্কটাকে ঘিরে চক্কর দেওয়ার সময় রানার চোখে পলক পড়ছে না।

'গা ছমছম করে, তাই না?' জাহিদ হাসছে না।

হঠাৎ ব্যাপারটার তাৎপর্য ধরতে পেরে একটা ঢোক গিলল রানা। 'ওহ্, গড! বসের ওপর হামলা হতে পারে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জাহিদ। 'আমার মাথাতেও আর কিছু আসছে না। আমি শুধু জানি কোড-সেভেন ঘোষণা করা হয়েছে। হপ্তা দুই ছুটির পর আজ এসেছি, ওরা আমাকে বসের চেম্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, এই বেঢপ মোমবাতিটাকে পাহারা দাও। সেনসরগুলো অন করে দিয়ে গেল, কেউ নক করলে বসের রেকর্ড করা গলা শোনা যাবে।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেল রানা। বিসিআই সিস্টেমে কোড-সেভেন হলো চরম সংকট। 'তুই জানিস, বস্ এখন কোথায়?' জানতে চাইল ও।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল জাহিদ। 'ঘণ্টাখানেক হলো বিল্ডিঙে ফিরে এসেছেন। বললেন, ট্রেইনি অবজারভেশনে যাচ্ছি। এখনও হয়তো ওখানেই পাবি।'

আউটার অফিসে বেরিয়ে এসে ইলোরার রিপ্লেসমেন্ট মেয়েটির উদ্দেশে ছোট্ট করে নড করল রানা, তারপর রওনা হলো ট্রেইনি অবজারভেশনের দিকে।

করিডর ধরে এগিয়ে ডানদিকে বাঁক নেওয়ার পর কামরাটা। কাঁচ দিয়ে ঘেরা ভিউইং সেকশন, নীচে দেখা যায় বিশাল ট্রেইনিংরুম। রানা ঢুকছে, আরেকবার ওকে স্বাগত জানাল ঘন একজোড়া কাঁচা-পাকা ভুরু। এবার মূর্তিটা জ্যান্ত, শ্বাস নিচ্ছেন, চুরুট ফুঁকছেন।

www.downloadpdfbook.com

ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। এখানেও রাহাত খান মাথা নিচু করে বসে আছেন। নীচের কামরায় একদল তরুণ ট্রেইনিং নিচ্ছে, গভীর দৃষ্টিতে তাই দেখছেন তিনি। খুক করে কেশে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল ও। 'সার, একটু দেরি হয়ে গেল...'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরালেন বিসিআই চিফ। বিড়বিড় করে বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড! থ্যাঙ্ক ইউ, গড! ওহ্, মাই সান–তুমি বেঁচে আছ!' তবে কথাগুলো শুনতে পায়নি রানা। শুনতে পেল শুধু তাঁর শেষ কথাটা। 'কী খবর?'

'খবর ভালো নয়, সার,' বলল ও। 'এয়ারপোর্ট থেকে প্রথমে আমার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি।'

রাহাত খানের চোখ-মুখ আরও কালো হয়ে গেল। ভারি গলায় বললেন, 'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

কী ঘটেছে জানাল রানা।

রাহাত খানের প্রতিক্রিয়া–সব শুনে তিনি নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'এ-ও ওই শয়তানটার কাজ! বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে ও।'

এখনও অন্ধকারে রানা, জানতে চাইল, 'কার কথা বলছেন, সার? কী হয়েছে?'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে রানাকে বসার ইঙ্গিত করলেন বিসিআই চিফ। কাঁচের ভিতর দিয়ে তরুণ ট্রেইনিদের দেখছেন তিনি। 'কী মনে হয় তোমার, রানা? ওদের মধ্যে কেউ আমাদের এজেন্ট হতে পারবে?' একটু থেমে প্রশ্নটাকে আরও বড় করলেন, 'সজল, কাইফ, সেলিম, ফিউরি, শান...অভি...এদের মত?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি হলো রানার। বস্ যাদের নাম

www.downloadpdfbook.com

বললেন তারা সবাই পরীক্ষিত বিসিআই এজেন্ট, সবাই ওর মতই এ-প্লাস। ভাবল, এর কি বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে? 'বরাবর যে পার্সেন্টেজ আমরা দেখে আসছি—একশোয় বোধহয় একজন?'

'হ্যাঁ। তবে এই গ্রুপটা বরাবরের মত নয়, আলাদা। ওদের সবাই উতরে যাবে। তা না হলে আমাদের কাজ চলবে না।'

বসকে নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরাতে দেখছে রানা।

'বিসিআই-এর ইতিহাসে ডিফেকশনের ঘটনা এই প্রথম,' খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে শান্তকণ্ঠে বললেন রাহাত খান। 'গত হপ্তায় আমাদের একজন বেঈমানী করেছে, চলে গেছে বিশ্বাসঘাতকটা।'

খবরটা হজম করার জন্য সময় নিচ্ছে রানা। বিসিআই-এর ভিতর বেঈমান, এটা কল্পনা করা যায় না। যে-কোন গোপন সংস্থার জন্য সবচেয়ে বড় ভয় হলো ডিফেকশন, কারণ সেই এজেন্ট চলে যাওয়ার সময় তার সংস্থার বিপুল ক্লাসিফায়েড তথ্য সঙ্গে করে নিয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ কোনও এজেন্ট দল ত্যাগ করলে সংস্থার গোটা অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। 'কে, সার?'

রাহাত খান মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এইচকেওয়ান।' এটা সংশ্লিষ্ট এজেন্টের কোড নম্বর।

'গুড গড, নো!' রানার মনে হলো কামরার ভিতরটা হঠাৎ জমে যেন বরফ হয়ে গেছে। এরকম জোরাল ধাক্কাই লাগত ওকে, যদি শুনতে হত রাহাত খান বেঈমানী করেছেন। এরপর দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কথা বলার ইচ্ছে বা সাহস, কোনটাই হলো না ওর।

বিসিআই চিফের বয়স যদি হঠাৎ করে দশ বছর বেড়ে গিয়ে থাকে, এই মুহূর্তে পরিচিত কেউ রানাকে দেখলেও ওই একই কথা বলবে।

সামরিক বাহিনীতে রানার চেয়ে এক কি দু'বছরের সিনিয়র

www.downloadpdfbook.com

এইচকেওয়ান, অর্থাৎ লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালিদ। তবে বিসিআই-এ যোগ দিয়েছে ওর চেয়ে পাঁচ বছর পরে, ফলে এজেন্ট হিসাবে জুনিয়র সে। তার আসল পরিচয়, বিসিআই-এর একজন দুর্দান্ত ট্রেইনার।

এই পেশার বেশ কিছু কলা-কৌশল তার কাছ থেকে শিখে নিয়েছে রানা, তেমনি রানাও ওকে অনেক কিছু শিখিয়েছে; ফলে দু'জনের বন্ধুত্ব অটুট থেকেছে, সম্পর্কটা গুরু-শিষ্যের হয়ে ওঠেনি।

তবে জুনিয়র অনেক এজেন্টেরই শিক্ষক বা গুরু খালিদ। তারা সবাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, খালিদের প্রতি তাদের ঋণ কোনদিন শোধ হওয়ার নয়। চিরকৃতজ্ঞ তারা। সন্দেহ নেই ট্রেইনার হিসেবে সত্যিই একটা ট্যালেন্ট খালিদ। এতদিন রানা গর্ব বোধ করত ওকে নিয়ে।

ফটোগ্রাফিক মেমোরি, এসপিওনাজ সম্পর্কে বিস্তর পঠন-পাঠন, সম্ভাব্য সকল বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য, চিন্তার গভীরতা, অসীম ধৈর্য আর নির্ভেজাল আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়ে বিসিআই চিফকে পর্যন্ত নিজের ভক্তদের একজন করে তোলে খালিদ।

একটা সময় ছিল, এজেন্টদের প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্টের রিপোর্ট চিফ ট্রেইনার খালিদকে পড়তে দিতেন রাহাত খান। পড়ার পর সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে ডাকত খালিদ, একে একে বলে যেত কোথায় কী ভুল করেছে সে, কোথায় আরও ভালো করার সুযোগ ছিল ইত্যাদি। রানার মত অভিজ্ঞ এজেন্টও তার অবজারভেশন উপলব্ধি করে অভিভূত না হয়ে পারত না।

সুদর্শন আর সুপুরুষ খালিদের চেহারায় ধরা না পড়লেও, তার ভিতর অদ্ভুত একটা অহঙ্কার আর জিদ আছে—যে অহঙ্কার এমনকী নিজের মাথায় একটা পাকা চুলও সহ্য করবে না; আর

www.downloadpdfbook.com

জিদ ছিল ফিল্ডে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার ব্যাপারে।

ছিল ট্রেনার, চিফকে বলে-কয়ে রাজি করাল ফিল্ডে যাবে। প্রথমে ব্যাপারটা নিয়ে খানিকটা কৌতুকের সৃষ্টি হয়, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা বলে ট্রেইনাররা কখনওই ফিল্ডে সুবিধে করতে পারে না। কিন্তু সবার ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করে ফিল্ডেও একের পর এক বিপুল সাফল্য দেখাল খালিদ। ভক্তরা তার কোড ঠিক করল–এইচকেওয়ান। তাদের কেউ কেউ তাকে রানার সমান বা এমনকী ওর চেয়েও বড় ভাবতে লাগল।

খালিদ মারা গেলে একান্ত আপনজনকে হারাবার শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ত রানা। কিন্তু বেঁচে আছে আর কথা বলছে, অথচ এখন সে একজন বেঈমান, এটা মেনে নেওয়া সত্যিই বড় কষ্টকর।

বসের দিকে তাকাল রানা। কাঁচের ভিতর দিয়ে নীচের নতুন রিক্রুটদের একদৃষ্টে দেখছেন তিনি। রানার ঘাড় ফেরানোটা নিশ্চয়ই অনুভব করলেন, মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে বললেন, 'ওদের শতকরা পঞ্চাশজনই হয়তো প্রথম কি দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্টে মারা যাবে। তবে যারা টিকবে, তারাই হবে বিসিআই-এর ভবিষ্যৎ।' হঠাৎ চেয়ার ছাড়লেন রাহাত খান। 'চলো, রানা। এই কামরাটা আমাকে অসুস্থ করে তুলছে।'

বসের পিছু নিয়ে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা, করিডর ধরে দু'বার বাঁক নিয়ে একটা স্যুইটে ঢুকল।

'বদ্ধ উন্মাদটার আসল উদ্দেশ্য কী না জানা পর্যন্ত আগের অফিসে বসতে দিচ্ছে না আমাকে সোহেলরা,' রাহাত খান বললেন।

ইলোরার অভাবটা আরেকবার অনুভব করল রানা। 'সার, ইলোরা...'

www.downloadpdfbook.com

বিসিআই চিফ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায় তাঁর সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল রানা। 'ইলোরা হাসপাতালে। শনিবার দুপুরে অফিসে এসে দেখি মেঝেতে পড়ে আছে।'

'কেন...কীভাবে, সার?' জানতে চাইল রানা।

'সে প্রসঙ্গে পরে আসেছি।'

'এখন ওর কী অবস্থা, সার?'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'দরজাটা বন্ধ করে বসো, বলছি সব।' মেহগনি কাঠের মাঝারি একটা ডেস্কের পিছনে চলে এসে রিভলভিং চেয়ারটায় বসলেন তিনি।

দরজা বন্ধ করল রানা, কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে এসে ডেস্কের সামনে ফেলা চেয়ারগুলোর একটায় বসল।

'প্রথম থেকে শুরু করি,' নতুন একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন বিসিআই চিফ। 'তুমি বোধহয় জানো না, আমি যেদিন রাতেও অফিস করি সেদিন ইলোরার বদলে ডিউটি দেয় লাইলি সাজিদ।'

জানে রানা, তবে চুপ করে থাকল। আরেকটা ধাক্কা খাওয়ার জন্য শক্ত করল নিজেকে।

'একা নয়, যাবার সময় লাইলি সাজিদকেও নিয়ে গেছে খালিদ,' বললেন রাহাত খান।

'ওহ্, গড!' বিড়বিড় করল রানা, তারপর জানতে চাইল, 'সার, নিশ্চয়ই খালি হাতে যায়নি ওরা? আমি জানতে চাইছি, আমরা আসলে কত বড় বিপদে আছি?'

'এক কথায়, এরচেয়ে বড় বিপদ কল্পনা করা যায় না। গোটা দেশ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে, রানা।'

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা রাখে, জানে কোন্ দেশের কী ক্ষমতা, কোথায় কার কী দুর্বলতা। বড় দেশ হিসাবে গণচিন একটু

www.downloadpdfbook.com

বোধহয় বেশিই খবর রাখে।

গণচিনের সমরবিদরা জানেন, একই ধরনের ভূখণ্ড হওয়ায় ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের মত কয়েকটা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একই ধরনের একটা ত্রুটি আছে, যে ত্রুটির কথা সংশ্লিষ্ট দেশটি হয় জানে না, কিংবা জানলেও সেটা শুধরে নেওয়ার মত কারিগরি দক্ষতা বা নো-হাউ তাদের নাগালের বাইরে।

বেশিদিন হয়নি মার্কিনিদের কয়েকটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গণচিনের বিরুদ্ধে গভীর একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। অনুরোধ করায় বিসিআই তখন সাহায্য করেছিল, আমেরিকানদের কালো নকশা উদ্ধার করে তুলে দিয়েছিল চিনা সিক্রেট সার্ভিসের হাতে।

সেই ঋণ শোধ করবার জন্য বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন করার একটা 'সিস্টেম প্ল্যান' দিয়েছে গণচিনের ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট। সব মিলিয়ে পাঁচটা কমপ্যাক্ট ডিস্কে করে।

এই সিস্টেম প্ল্যান নিয়ে গবেষণা করবেন বিসিআই-এর বিশেষজ্ঞরা, তারপর সত্যিই ভালো কিছু মনে হলে ওটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাবে, সেখানে অনুমোদন পেলে অবশেষে কাজে লাগানো হবে ওটাকে।

ওই সিস্টেম প্ল্যানের সিডিগুলো ছিল রাহাত খানের চেম্বারের ওয়াল সেফে। ওগুলো নিয়ে গেছে খালিদ।

যেহেতু অন্য আরও অনেক দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটি দূর করবে ওই সিস্টেম প্ল্যান, তাই ওটা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে ওই সব দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো। সম্ভবত খালিদই সবাইকে খবরটা জানাবে—তার কাছে আছে ওটা।

'সার, আপনার ওয়াল সেফে আর কী ছিল?'

www.downloadpdfbook.com

হাতের নিভে যাওয়া চুরুট অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখছেন রাহাত খান–খেয়াল নেই অনবরত চাপ দেওয়ায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে সেটা। রানার তাঁকে বল্লমবিদ্ধ, যন্ত্রণায় কাতর একটা সিংহ বলে মনে হলো। 'আর ছিল দুটো তালিকা, রানা।'

সেগুলো কী হতে পারে ধারণা আছে রানার। বিদেশী যে-সব এজেন্টরা গোপনে, ছদ্ম পরিচয়ে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশে, তৎপর তাদের এবং বিদেশে তৎপর বাংলাদেশী স্পাইদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা।

'ওদের সম্পর্কটা কী, সার?' জানতে চাইল। 'খালিদের সঙ্গে লাইলির?'

'এটা একটা রহস্য, রানা। কেউ বলতে পারছে না কবে ওরা ঘনিষ্ঠ হলো বা ষড়যন্ত্র পাকাল। আমি যত দূর জানি স্ত্রী তন্মনা ওভাবে মারা যাবার পর মেয়েদেরকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলত খালিদ। তবে সবকিছু নাড়াচাড়া করতে গিয়ে লাইলির ব্যাপারে একটা তিক্ত সত্য জানা গেছে।'

'জী, সার?' অপেক্ষা করছে রানা।

'বেশ কিছুদিন ধরে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে সংখ্যায় প্রচুর তথ্য চুরি করছিল লাইলি,' ভারি গলায় বললেন রাহাত খান। 'তাই ভাবছি, এটা জানতে পেরে খালিদ হয়তো তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

মাথা নিচু করে চিন্তা করছে রানা।

মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার কথা বিসিআই-এর কেউ কোনদিন ভুলতে পারবে না। দুই বছর আগের কথা। গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করে খালিদ যেভাবেই হোক আন্দাজ করতে পেরেছিল যে প্রতিপক্ষ তার পরিবারের উপর হামলা করে প্রতিশোধ নিতে পারে। সেই অবস্থাতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার

www.downloadpdfbook.com

তাকে বিদেশে চলে যেতে হয়, নতুন আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে।

তবে যাওয়ার আগে খালিদ তার প্রিয় কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে পাঠায়। এদেরকে বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়ে দক্ষ এজেন্ট বানিয়েছে সে। তার স্ত্রী তন্মনা আর একমাত্র সন্তান পাঁচ বছরের নিশ্চয়কে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেয় সে বিসিআই-এর এইসব তরুণ এজেন্টকে।

তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সিনিয়র এজেন্টদের অনুরোধ করে গিয়েছিল খালিদ–তারা যেন তার স্ত্রী আর ছেলেটার নিরাপত্তার দিকটা দেখে। এই সিনিয়র এজেন্টদের মধ্যে রানাও ছিল। খালিদ ওকে বলেছিল, 'তোমাদের ভরসায় রেখে যাচ্ছি, একটু দেখো ভাই!'

ওরা কেউ সেই দায়িত্ব আর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেনি। প্রতিপক্ষ খালিদের বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দেয়। তন্মনা আর নিশ্চয় সেই আগুনে পুড়ে মারা যায়।

খবর পেয়ে অ্যাসাইনমেন্ট ফেলে দেশে ফিরে আসে খালিদ। স্ত্রী আর একমাত্র সন্তানের মৃত্যুসংবাদ শুনে স্বভাবতই ভয়ানক মুষড়ে পড়েছিল সে। জুনিয়র এজেন্টদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম, কীভাবে তা পালন করলে?'

জবাবে তার শিষ্যরা জানিয়েছে, আগুনটা এমনভাবে লাগানো হয় যে ঠেকাবার সত্যি কোন উপায় ছিল না। আর আগুন লাগার পর বাড়ির ভিতর ঢোকা ছিল এককথায় অসম্ভব।

'অসম্ভবই যদি হবে,' প্রশ্ন করেছে খালিদ, 'তা হলে মাসুদ রানা আর অংশ বাড়ির ভেতর ঢুকল কীভাবে?' তারপর আপনমনে মাথা নেড়ে বলেছে, 'সেটা কোন ব্যাপার নয়, তোমরা আসলে দায়িত্বটা এড়িয়ে গেছ। কাজটা ভালো করোনি কিন্তু।'

www.downloadpdfbook.com

তবে এই ঘটনার জন্য সে তার কোন ছাত্র বা সিনিয়র এজেন্টকে কখনোই দোষ দেয়নি। এ-প্রসঙ্গে কেউ কথা বলতে চাইলে বিষণ্ন হেসে তাকে থামিয়ে দিয়েছে সে বরাবর।

শোক কাটিয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে প্রায় বছর খানেক লেগে যায় খালিদের।

'কাজটা ওরা কীভাবে করল, সার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যতদূর বোঝা যাচ্ছে, কয়েক মাস ধরে তথ্য সংগ্রহ করে একটা কমপিউটারে জমা করছিল–অফিসেই। তারপর, গত শনিবারে, ফাইনাল অ্যাকশনে নামে। শনিবারে গার্ডদের ততটা কড়াকড়ি থাকে না, নিজেদের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকে যা কিছু নেওয়ার সব নিয়ে শান্ত পায়ে হেঁটে চলে গেছে। রবিবারে আমরা দু'জন সিকিউরিটি গার্ডের লাশ দেখতে পাই। গলায় তার পেঁচিয়ে খুন করা হয়েছে।'

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা ধরাছোঁয়ার বাইরে–?'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'হ্যাঁ। প্রথম ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ধরে দেশ ছেড়ে চলে গেছে।'

'কেন, সার?' প্রশ্ন করল রানা। 'কী কারণে খালিদ এরকম অসম্ভব একটা কাজ করল?'

বাক্স খুলে নতুন একটা চুরুট বের করলেন রাহাত খান। 'এক এজেন্টের ভালো-মন্দ আরেক এজেন্টকে জানাবার নিয়ম নেই, তাই খালিদের বিশেষ একটা সমস্যার কথা কেউ তোমরা জানো না। শুরু থেকেই তার মধ্যে একটা কিলিং ইন্সটিঙ্কট দেখা গেছে। খুব সহজে মানুষকে মেরে ফেলে। প্রথম দিকে ব্যাপারটাকে রোগ বা সমস্যা বলে মনে হয়নি, বরং তার এই প্রবণতা আমাদের উপকারেই লেগেছে।

'তন্নুনা আর নিশ্চয় মারা যাবার পর এক বছর প্রায় কোন

www.downloadpdfbook.com

কাজই করেনি সে। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আমরাও তাকে আবার অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাতে শুরু করি। তখন থেকেই তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ধরা পড়ে। শুরু হয় আননেসেসরি কিলিং। কাউকে ধরে আনতে বললে তাকে মেরে রেখে আসে।

'বারণ করা হলো। কিন্তু শুনল না। জিজ্ঞেস করলে বলল, পরিস্থিতি তাকে এ-কাজ করতে বাধ্য করেছে, খুনটা না করলে সে নিজেই খুন হয়ে যেত।

'অফিস থেকে কড়াকড়ি করায় চালাকি শুরু করল খালিদ। অ্যাসাইনমেন্টের শেষে যে রিপোর্ট জমা দেয় তাতে অনেক খুনের কথা লেখে না। কিন্তু অন্য সূত্র থেকে আমাদের কাছে খবর আসে সংশ্লিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টে প্রতিপক্ষের প্রচুর মানুষ মারা গেছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে স্বীকার করে না।

'এরপর তাকে মানসিক রোগের ডাক্তারদের কাছে পাঠানো হলো। এক মাস ধরে পরীক্ষা করার পর তাঁরা রিপোর্ট দিলেন, মানুষ খুন করার সহজাত একটা প্রবৃত্তি খালিদের মধ্যে বহু বছর ধরেই আছে। তবে সেটা প্রবল বা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে স্ত্রী-সন্তান নিহত হবার পর থেকে।

'ডাক্তারদের রিপোর্ট থেকে আরও মারাত্মক একটা তথ্য বেরিয়ে আসে, সেটা হলো—স্পাই তার দু'চোখের বিষ, সে দেশী হোক বা বিদেশী। স্পাইদের প্রতি তার এই প্রচণ্ড ঘৃণা তৈরি হবার পিছনের কারণ হলো, তন্মনা আর নিশ্চয়কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও আমাদের জুনিয়ার এজেন্টরা—একদল স্পাই—তাদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

প্রাণ-চঞ্চলা তন্মনা আর অবোধ শিশু নিশ্চয়ের কোমল মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে বেদনায় যেন নীল হয়ে যাচ্ছে রানা।

www.downloadpdfbook.com

অতিকষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। হায়, খালিদের প্রতি কার না সহানুভূতি হবে।

'কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে আমি আবার ট্রেনারের পদে ফিরে আসতে বলি,' আবার শুরু করলেন বিসিআই চিফ। 'জবাবে সে আমাকে বলল, অমানুষ তো অনেক বানিয়েছি, আর কত? অগত্যা বাধ্য হয়ে তাকে আমি ডেস্কে বসিয়ে দিই। আমার মুখের ওপর কিছু বলেনি তখন, তবে বোঝা গিয়েছিল যে চরম অপমান বোধ করেছে সে।' বাক্স থেকে বের করা চুরুটটা এখনও ধরাননি তিনি 'এটা প্রায় মাস চারেক আগের কথা। রাগটা তার আমার ওপর। এর-তার কাছে আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে। আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি। কিন্তু কে জানত হঠাৎ এরকম বিভীষণ হয়ে উঠবে সে!' দীর্ঘশ্বাস চাপতে রাহাত খানকেও বেশ কষ্ট করতে হলো।

'ওদের উদ্দেশ্য জানা গেছে, সার? ফাইলগুলো নিয়ে কী করবে ওরা?'

'একটা মেসেজ পাওয়া গেছে,' বললেন রাহাত খান। 'তাতে বলা হয়েছে, খালিদ একটা নিলাম ডাকবে।'

'এখন ওরা কোথায়, সার?'

'ধারণা করা হচ্ছে বার কয়েক প্লেন আর পাসপোর্ট বদলে পর্তুগালে পৌঁছেছে ওরা।'

'পর্তুগালে?' রানা বিস্মিত। ভাবছে–কেন? ওখানে কী?

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'ওখানে যাবার একটা কারণ সম্ভবত এই যে ট্রেনিং শেষ করার পর বেশ কিছুদিন লিসবনে কাজ করেছে লাইলি–ওর কাভার ছিল খ্রিস্টান নান। আরেকটা কারণ, পর্তুগাল সরকার বিদেশী স্পাইদের ব্যাপারে যথেষ্ট উদার। লিসবনে বসে তথ্য বেচা-কেনা করা সহজ।'

www.downloadpdfbook.com

'ফাইলগুলো তা হলে বেচবে বলে চুরি করেছে খালিদ?' অনেক কিছুর মত এ-ও বিশ্বাস করতে পারছে না রানা।

'বেচবে তো বটেই। তা না হলে নিলামের আয়োজন করছে কেন।'

'সার, আপনার কী মনে হয় ওই নিলামে আমরাও অংশ নিতে পারব? বাংলাদেশী কোন প্রতিনিধিকে খালিদ উপস্থিত থাকতে দেবে?'

'খালিদের দৃষ্টিতে ক্রেতা হিসেবে আমরা আদর্শ,' বললেন বিসিআই চিফ। 'সে জানে চুরি যাওয়া জিনিস যে-কোন মূল্যে ফিরে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে আছি আমরা, কাজেই আমাদের লোককে তার অ্যাকসেপ্ট না করার কোন কারণ দেখি না। তবে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে সরাসরি হয়তো ডাকবে না। চেষ্টা করে দেখতে হবে ভেতরে কোনভাবে আমরা ঢুকতে পারি কিনা।'

'নিলামে আমাদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কে বা কারা হতে পারে, সার?' জানতে চাইল রানা। 'আমাদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন কার দরকার?'

'প্রতিবেশী বড় ভাই ভারতের দরকার। কেনার সামর্থ্য হবে কিনা জানি না, আশপাশের ছোট ছোট ভাইদেরও দরকার। আর দরকার পাকিস্তানের।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তা হলে তো লাখ লাখ ডলার দাম উঠবে...'

'খালিদের কাছে দামী জিনিস আরও দুটো আছে, রানা,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন বস্। 'যেমন ধরো এই তথ্যগুলো–ভারতে ছড়িয়ে থাকা ষাটজন সিআইএ আর বিশজন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের নাম-ঠিকানা। পাকিস্তানে লুকিয়ে থাকা ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স র-র আড়াইশো স্পাইয়ের পরিচয়। ভারতের

www.downloadpdfbook.com

ইসলামী মৌলবাদী নেতাদের মধ্যে যারা গোপনে আল কায়দার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কিংবা রাশিয়ায় যে-সব সিআইএ এজেন্ট রয়েছে তাদের পরিচয়।'

'নিলামে কি তালিকা দুটোও রাখছে সে?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা এখনও জানা যায়নি।'

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় রানা জানতে চাইল, 'সার, ইলোরার কথা...'

'ও, হ্যাঁ। শনিবারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং ছিল আমার। খালিদ সেটা জানত। ঠিক ওই সময় আমার চেম্বার লুঠ করতে আসে ওরা। আমি নেই, তাই ইলোরা ভেতরে ঢুকতে দিতে চায়নি। ফলে তাকে ধাক্কা দেয় লাইলি। পড়ে যাবার সময় স্টিল কেবিনেটের কোণে বাড়ি খায় মাথাটা, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে।'

'পাল্টা মার খালিদকেও খেতে হবে,' অনেক কষ্টে দাঁতে দাঁত চাপা থেকে নিজেকে বিরত রাখল রানা।

ওর প্রচণ্ড রাগ যেন বিসিআই চিফকে খানিকটা সন্তুষ্টি দান করল। মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'সার, সোহেল—?' হঠাৎ প্রিয়তম বন্ধুর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুকটা।

'সোহেল ভালো আছে, গোছগাছ তদারক করছে কোথাও,' বললেন বিসিআই চিফ, সামান্য অন্যমনস্ক। 'খালিদ কী কী নিয়ে গেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে কোড-সেভেন ঘোষণা করি আমি। কিন্তু টের পাইনি অন্যদিক থেকে আরেকটা বিপদ আসছে।'

'কী বিপদ, সার?'

'আমরা কয়েকজন তরুণ এজেন্টকে হারিয়েছি, রানা।'

www.downloadpdfbook.com

অবধারিত প্রশ্নটা উচ্চারণ করার সময় রানার কণ্ঠস্বর শান্ত থাকল। 'কজন রিপোর্ট করতে পারেনি, সার?'

'সজল, কাইফ, সেলিম, ফিউরি, শান, অভি। ছয়জন।'

নামগুলো দ্বিতীয়বার শোনার সময় রানার মনে হলো, এদের সঙ্গে কীসের যেন খুব ঘনিষ্ঠ, খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটা সম্পর্ক আছে। 'সার, মধ্যপ্রাচ্যে আরও দু'জন এজেন্টকে হারিয়েছি আমরা–নোমান আর আসাদ। খালিদ হয়তো...'

মাথা নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলেন বস্। 'ওই ঘটনার সঙ্গে খালিদের সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।'

অনেক কথাই হচ্ছে, কিন্তু আসল প্রসঙ্গটা দু'জনের কেউই তুলছে না। সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা। 'সার, আমাকে তা হলে আপনি এখন কী করতে বলেন?'

'তোমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে গণচিনের দেয়া সিস্টেম প্ল্যানটা উদ্ধার করা, যে-কোন মূল্যে। তবে তার আগে নিলামে ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। রটিয়ে দাও খালিদকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিতেও রাজি আছি। মোটকথা, রানা, যেভাবে পারো উদ্ধার করো ওগুলো। আর তারপর...' কথাটা রাহাত খান শেষ করলেন না।

'তারপর, সার?'

'দেন কিল হিম!' সরাসরি নির্দেশ দিলেন বিসিআই চিফ। বসের চোখের তারায় দ্রুত একটা শিখাকে যেন সরে যেতে দেখল রানা। 'আর হ্যাঁ, লাইলিকেও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা।

'খুব সাবধানে, রানা। জানি তোমাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই যে কার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছ তুমি। কোন সাহায্য পাবে না, কাজটা একা করতে হবে তোমাকে। প্রতিটি সেফ

www.downloadpdfbook.com

হাউস, প্রতিটি ট্র্যাভেল রুট, বিসিআই সম্ভাব্য যে কাভার তোমাকে দিতে পারে, সবই ওর জানা। সেজন্যেই আমার মনে হচ্ছে একা গেলেই বরং একটু বেশি সুবিধে পাবে তুমি।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

তিন

লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ছাড়ার-পর বিশ মিনিট পার হয়েছে। প্লেনের নীচে ধূসর হিম কার্পেটের মত বিস্তৃত হয়ে আছে আটলান্টিক। পোর্ট-এর দিকে দেখা যাচ্ছে উদীয়মান সূর্য, কোথাও এতটুকু মেঘ না থাকায় দৃষ্টিপথে কোন বাধা নেই।

'মাফ করবেন, ফাদার, আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক দেব?'

জবাব দেওয়ার জন্য ঘাড় ফেরাল রানা, যদিও ঠিক জানে না প্রশ্নটা ওকেই করা হয়েছে কিনা। একজন পর্তুগিজ স্টুয়ার্ডেস ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, পরনে ধর্মীয় পোশাক থাকায় চোখে-মুখে সমীহের ভাব।

খানিকটা শিভাস পেলে কৃতার্থ বোধ করত রানা, তবে প্রিস্ট হওয়ায় সেটা চাওয়া গেল না। 'কী মিষ্টি ব্যবহার তোমার। হ্যাঁ, প্লিজ। এক গ্লাস পোর্ট পেলে বড় ভালো হয়।'

নিতম্ব দুলিয়ে আইল ধরল স্টুয়ার্ডেস, তার নীরব সঙ্গী হলো প্রশংসায় চকচকে রানার দৃষ্টি।

ঢাকা থেকে লন্ডনে আসার পর রিজেন্ট পার্কের কাছে একটা

www.downloadpdfbook.com

ফ্ল্যাটে এক রাত ছিল রানা। ওখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল ছদ্মবেশের জাদুকর সৈয়দ দিৎসু হক। প্রকাশ্য পেশায় একজন ফ্যাশন ডিজাইনার দিৎসু, আর গোপনে রানা এজেন্সির একজন কারিগরি পরামর্শদাতা।

বিসিআই-এর অনেক কিছুই চুরি করে নিয়ে গেছে খালিদ, তবে রানা এজেন্সির খুব কম তথ্যই পেয়েছে সে। তার কারণ রানা এজেন্সির হেড অফিস অনেক আগেই ঢাকা থেকে লন্ডনে তুলে আনা হয়। রানার নিজের হাতে গড়া বলে এই এজেন্সির এমন অনেক ফাইল আছে যেগুলো স্বয়ং এমনকী রাহাত খানও দেখেননি।

লন্ডনের সেফ হাউসে বসে রানা এজেন্সির এক্সপার্টদের ডেকে পাঠাল ও। তারাই ছুটোছুটি করে ইথিওপিয়ান ফাদার রেভারেন্ড ক্লাইভ কাসলার-এর প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আর পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করে দিল।

পর্তুগালের পাশের দেশ স্পেন। ছদ্মবেশ নেওয়ার পর রানা এজেন্সির মাদ্রিদ শাখার দু'জন এজেন্টের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল রানা। সিদ্ধান্ত হলো, লিসবনে ওর জন্য হোটেল স্যুইট ভাড়া করে একটা টিম অপেক্ষা করবে।

লন্ডনে মাত্র এক রাত কাটিয়ে লিসবনের ফ্লাইট ধরেছে রানা, আশা করা যেতে পারে এই মুহূর্তে ধর্মভীরু ফাদারের পাশেই আছেন ঈশ্বর।

'এই নিন, ফাদার,' ফিরে এসে বলল স্টুয়ার্ডেস। 'আশা করি মিষ্টি ওয়াইনটুকু উপভোগ করবেন আপনি।'

ঝকঝকে হাসি উপহার দিয়ে গ্লাসটা নিল রানা। পর্তুগিজ মেয়েরা ওর চোখে কখনোই সুন্দরী বলে মনে হয়নি, তবে এই মেয়েটিকে বলতে হবে প্রথম ব্যতিক্রম। এমনকী মেয়েটির

www.downloadpdfbook.com

চোখের তারায় দুষ্টামির একটা ঝিলিকও যেন আছে।

খপ্ করে তার একটা হাত ধরে ফিসফিস করল রানা। 'শোনো, মাই ডিয়ার–জানি না এটা কোন সাহায্যে আসবে কিনা–,' ইঙ্গিতে অপর হাতের গ্লাসটা দেখাল। 'তবে এ-কথা ঠিক যে প্লেনে উঠলে আমার বুকে সাহস বলে কিছু থাকে না।'

ক্যাথলিক মেয়েটির চোখ-মুখ প্রথমে থমথমে হয়ে উঠল। তারপর হেসে ফেলে বলল, 'কেন, ফাদার, ঈশ্বরের ওপর আপনার আস্থা নেই?'

সবেগে মাথা ঝাঁকাল রানা। ভাঙা ভাঙা পর্তুগিজ ভাষায় বলল, 'সারাটা জীবন ঈশ্বরকে আমি আঁকড়ে ধরে আছি। তাঁর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে আমার। কিন্তু পাইলট লোকটা সম্পর্কে তো কিছুই জানি না আমি! তাকে বিশ্বাস করি কী করে?'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ফেলল মেয়েটি, চোখ মটকাল, তারপর নিতম্ব দুলিয়ে ফিরে গেল নিজের স্টেশনে। একটু পর আবার তাকে দেখা গেল রানার পাশে, ওর হাতে স্কচ হুইস্কির একটা বোতল গুঁজে দিচ্ছে। এবারও বিদায় নেওয়ার সময় চোখ মটকাল সে। 'ওয়াইনের চেয়ে ভালো, কী বলেন?' নিঃশব্দে হাসছে।

'গড ব্লেস ইউ,' ফিসফিস করল রানা, ফিরিয়ে দিল হাসিটা।

বোতল থেকে সরাসরি খানিকটা নির্জলা হুইস্কি খেয়ে পরিস্থিতিটা স্মরণ করল রানা।

বিসিআই-এর অন্যতম এজেন্ট আর ওর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিল খালিদ। ইনসাইডার এখন আউটসাইডার হয়ে গেছে, বন্ধু হয়ে গেছে শত্রু। রানা বেঁচে গেছে দক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি আর ভাগ্যের জোরে।

এই সময় রানার চিন্তায় বাধা পড়ল।

www.downloadpdfbook.com

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য
সবসময় ভিজিট করুন
www.DOWNLOADPDFBOOK.com
STOP
বিনা অনুমতিতে
সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক
শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

'মাফ করবেন, ফাদার। কিন্তু হঠাৎ করে আমি উপলব্ধি করছি, অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে হবে আমাকে।'

জবাবে কিছু একটা বলার জন্য ঘাড় ফেরাল রানা। তার পর স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল। সামান্য কর্কশ এই কণ্ঠস্বর রানা খুব ভালো করেই চেনে, চেনে সৌন্দর্যের আধার এই পানপাতা আকৃতির অবয়বটিও। দুর্বলকণ্ঠে সাড়া দিল ও। 'কে আপনি? আমাকে বলছেন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'জী, আপনাকেই বলছি, ফাদার,' উঁচু গলায় বলল প্রিন্সেস দামিনী, পরমুহূর্তে ফিসফিস করল, 'ন্যাকামি করো না, রানা! আমি জানি তুমি কে।'

'কিন্তু ...চিনলে কীভাবে?'

ভঙ্গিটা প্রাণখোলা, তবে আরোহীদের বিরক্ত করা হবে ভেবে হাসিতে জোরালো আওয়াজ তুলল না মেয়েটি। তারপর পটলচেরা চোখ বাঁকা করে জানতে চাইল, 'এত পরিবর্তন– বদমাশ থেকে একেবারে সাধু-সন্ত? ভেবেছ জোব্বা পরলেই নিজেকে লুকাতে পারবে?' ধবধবে ফরসা গায়ে পিচ্ছিল শিফন শাড়ি, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে আঁচল টেনে উন্নত স্তন ঢাকল প্রিন্সেস দামিনী, তারপর রানার পাশের সিটে বসে পড়ল।

নেপালী রাজপরিবারের বিপথগামিনী সদস্যা অপূর্ব সুন্দরী এই মেয়েটি। রানার চেয়ে বছর দুয়েক বড় হবে। তার আসল নাম কেউ জানে না, অবৈধ অস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রিন্সেস দামিনী নামেই চেনে তাকে সবাই।

শুধু রূপ-যৌবনের জাদু নয়, সাহস আর ধারাল বুদ্ধির সঙ্গে চরম নির্দয়তার সংমিশ্রণ ঘটায় এশিয়া আর ইউরোপের কুখ্যাত খলনায়িকা হিসাবে ইতিমধ্যে পরিচিতি পেয়েছে সে।

রানার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল প্রিন্সেস

www.downloadpdfbook.com

দামিনী। 'কী হলো তোমার, রানা? চুপচাপ কেন? সাধু সেজে পর্তুগালে যাচ্ছ কী মনে করে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ব্যবসা...বুঝতেই পারছ।'

অস্ত্র ছাড়াও অন্য একটি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে প্রিন্সেস দামিনীর। সেটা হলো, তথ্য কেনা-বেচা। অস্ত্র যদি তার ব্যবসা হয়, এসপিওনাজ তার হবি; তবে পুরোদস্তুর ফ্রি-লান্সার।

সরু ভুরু বাঁকা করল প্রিন্সেস দামিনী। 'ব্যবসা, বটে!' হাত দিয়ে কপালের চুল সরাল সে, প্রতিটি আঙুলে ঝিলমিল করে উঠল হীরে বসানো আংটি। 'তা হলে তো...না, থাক!'

রানা ভাবল, তারমানে? প্রিন্সেসেরও এটা বিজনেস ট্রিপ? সেক্ষেত্রে খালিদের নিলামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? জানার একটাই উপায় আছে। 'একটা কথা, প্রিন্সেস। জানতে পারি তুমি পর্তুগালে কেন যাচ্ছ?'

'সবাইকে ডেকে বলব নাকি, ফাদার আসলে একটা লাভার বয়?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল প্রিন্সেস দামিনী। 'আমাকে পটাতে চেষ্টা করছ?'

'ঠাট্টা নয়, কেন যাচ্ছ?'

চোখে সন্দেহ নিয়ে এক মুহূর্ত রানাকে দেখল প্রিন্সেস, তারপর হেসে উঠে বলল, 'ব্যবসা...বুঝতেই পারছ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, দামিনীর প্রকৃতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে প্রবল ভাবটা আছে সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং প্রশংসা করে। নিজে থেকে এই মেয়ে কিছুই প্রকাশ করবে না। নতুন একটা পথ ধরল ও। কোন একটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইলে, ভাব দেখাও ওটা সত্যি। 'আবার এমন তো নয় যে আমরা একই ব্যবসার কাজে যাচ্ছি?'

বাঁকা চোখে রানার দিকে তাকাল প্রিন্সেস। 'কী জানি, মশাই,

www.downloadpdfbook.com

ঠিক বলতে পারব না। তা তোমার ব্যবসাটা কী বলো তো?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। আর বোধহয় বেশি দেরি নেই, নীচে পর্তুগালের উপকূল রেখা ফুটে উঠবে। প্রিন্সেসের দিকে ফিরল ও। 'ব্যবসার ধরন বদলে মাঝেমধ্যে ইচ্ছে করে তোমাদের মত কোটি কোটি ডলার কামাই।' অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, আরও অনেকের মত আন্ডারওয়ার্ল্ডের মস্তবড় একজন গ্যাংস্টার বলে মনে করে ওকে প্রিন্সেস দামিনী। 'আন্ডারওয়ার্ল্ডে গুজব শুনলাম, এদিকে কোথাও নাকি ডিফেন্স সিস্টেমের একটা প্ল্যান বিক্রি হবে। সেজন্যেই আসা আর কী।'

প্রিন্সেসের চোখে কী যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। সেটাকে রানা ওর বক্তব্য মেনে নেওয়ার লক্ষণ ধরে নিয়ে হাসল। তারপর অভয় দিয়ে আবার বলল, 'তবে ভেবো না আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে যাচ্ছি। কারও বাড়া ভাতে ছাই দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। পরিষ্কার?'

নীরবে সাড়া দিচ্ছে প্রিন্সেস, তবে গাম্ভীর্য আর সাবধানতার আবরণে ঢাকা। এক মুহূর্ত ওকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে ওর হাতটা একবার চাপড়ে দিল সে। তারপর কমলার কোয়ার মত ঠোঁট টান টান করে হাসল। 'তোমার এই অনভিজ্ঞ ভাবটা কৃত্রিম, রানা। তুমি খুব ভালো করেই জানো যে সবাই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী।'

কাজ হয়েছে! প্রিন্সেস নিশ্চিত করল। নিলামে অংশ নিতেই যাচ্ছে সে। এখন তা হলে জানা দরকার–কোথায়।

'তো, লাভার বয়,' গলার ভিতর লুকানো হাসি নিয়ে মৃদুকণ্ঠে আবার বলল প্রিন্সেস, 'আমাকে এবার গণপতি ঠাকুরের কাছে ফিরতে হয়। এইড হিসেবে খুবই দক্ষ সে, কিন্তু প্লেনে উঠলে বড় বেশি মদ খেতে চায়। এই, যোগাযোগ রেখো। আজকাল খুব কমই দেখি তোমাকে।' সিট ছেড়ে ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের দিকে পা

www.downloadpdfbook.com

বাড়াল সে।

খপ্ করে একটা হাত ধরে থামাল তাকে রানা। 'শোনো, প্রিন্সেস। বলছিলাম কী, মানে, এসব ব্যবসাতে আমি প্রায় নতুনই বলতে পারো। ভাবছিলাম তুমি হয়তো আমাকে ভালো কিছু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারো। কে জানে…আমরা হয়তো পরস্পরের সঙ্গে হাতও মেলাতে পারি?'

দৃষ্টি নামিয়ে নিজের কবজিটা দেখল প্রিন্সেস, রানা যেখানটা ধরে আছে। আবার যখন রানার মুখে তাকাল, মনে হলো কী এক উত্তেজনায় আলোকিত হয়ে রয়েছে তার চোখ দুটো। 'ওহ্, ধন্যবাদ, ফাদার। সেটা দারুণ হবে। আমরা বোধহয় লিসবনে মিলিত হতে পারি।'

'স্বর্গের বাসিন্দারা খুশি হবেন তা হলে,' নিঃশব্দে হাসল রানা।

'তুমি আমাকে হিলটনে পাবে। আজ? না-না, আজ পারব না, কাল এসো। এই, সন্ধে সাতটার দিকে? হালকা ডিনার, ওকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপাতত বিদায়, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।'

নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে হাসল প্রিন্সেস, তারপর ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল, 'ঈশ্বর বরং তোমার সঙ্গে থাকলেই ভালো হয়, রানা।' তারপর দ্রুত হাত নেড়ে চলে গেল সে।

চেয়ারে হেলান দিল রানা। একটু পর মাথার উপর আলোটা জ্বলে উঠতে সিট-বেল্ট বাঁধল। ওদের নীচে এখন পর্তুগালের রাজধানী লিসবন। রোদ লাগায় ছাদগুলোর লাল টালি ঝিলমিল করছে।

বাইবেলটা বুকে চেপে ধরে কাস্টমস শেডের ভিতর লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। বুকটা ধুকধুক করছে। এক্স-রে শিল্ডিং

www.downloadpdfbook.com

আছে, ফলে না খুলে পরীক্ষা করলে বাইবেলের ভিতর লুকানো অস্ত্র ধরা পড়বে না। অন্তত লন্ডন এয়ারপোর্টে পড়েনি।

কিন্তু এটা ইংল্যান্ড নয়, পর্তুগাল। এখানে কাস্টমসের একজন অফিসার যদি কৌতূহলী হয়ে বাইবেলটা দেখতে চায়, তারপর খুলতে চেষ্টা করে–ব্যস, সব গুমর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁস হয়ে যাবে।

রানার সামনে এখন আর মাত্র পাঁচজন লোক। বাইবেলটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় খোলা যায়, খুলে পড়ছে ও। পবিত্র কাজে সবার শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। পিন-পতন নীরবতা নেমে এল শেডের ভিতর। কিন্তু তারপর হঠাৎ সেই নীরবতা ভেঙে গেল। কাউন্টারের ওদিক থেকে একটা কর্কশ নারীকণ্ঠ ভেসে আসছে।

বাইবেল থেকে মুখ তুলে তাকাল রানা, গার্ডদের একজনের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতে দেখল প্রিন্সেস দামিনীকে। তার পাশে চশমা পরা, টেনেটুনে পাঁচ ফুট, নিরেটদর্শন একজন লোককে দেখা যাচ্ছে–নিশ্চয়ই গণপতি ঠাকুর। প্রিন্সেস বলল বটে এইড, তবে সবাই জানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর গুর্খা রেজিমেন্ট থেকে অবসর নেওয়া এই সৈনিকটি আসলে তার দেহরক্ষী।

একা প্রিন্সেস নয়, গণপতিও কাস্টমসের লোকটার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। কেউ যখন তাদেরকে থামাতে পারল না, নিজের কামরা ছেড়ে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে হলো কাস্টমস সুপারিনটেনডেন্টকে।

কাস্টমস সুপার একপলক দেখেই রাজকীয় সৌন্দর্য চিনতে পারলেন। সস্নেহে ধমক দিয়ে গার্ডকে ওখান থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করে কার্ট ভর্তি লাগেজ নিয়ে সামনে এগোল গণপতি ঠাকুর।

মিশন সফল, ঘুষ হিসাবে কাস্টমস কর্মকর্তাকে দু'এক মিনিট

www.downloadpdfbook.com

সঙ্গ দিচ্ছে প্রিন্সেস দামিনী।

এই মুহূর্তে প্রিন্সেস দামিনীর প্রথমশ্রেণীর মর্যাদা লক্ষ করে সামান্য হলেও খারাপ লাগছে রানার। সাধারণত এই মর্যাদা ওকেই দেওয়া হয়। তবে একই সঙ্গে প্রশংসাও করল মেয়েটির। ও যখন বাইবেলকে নিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে আছে, প্রিন্সেস তখন পর্তুগাল কাস্টমসের নাকের ডগা দিয়ে প্রায় অনায়াসে আটটা ব্যাগ পার করে নিচ্ছে–আল্লাই জানেন সর্বনাশের কী বীজ লুকানো আছে ওগুলোয়।

কোত্থেকে কে জানে, আরও দু'জন কাস্টমস ইন্সপেক্টর হাজির হলো। বোঝা গেল, নেপালী রাজকন্যার সঙ্গে করমর্দন করাই তাদের উদ্দেশ্য।

এই সময় আবার হইচই। এবার রানার ডান দিকে। ঘাড় ফেরাতে খুশি হলো ও–ওর সামনে এখন মাত্র তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে। লাইনের মাথায় রয়েছে স্থানীয় এক লোক। হইচইটা সে-ই করছে। কী ব্যাপার?

স্কচ একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে লোকটার। কাস্টমস গার্ডকে লক্ষ্য করে অভিযোগের তুবড়ি ছোটাচ্ছে–এয়ারলাইন তার লাগেজ হারিয়ে ফেলেছে। ভাষাটা পর্তুগিজ, তবে মুখে কথা বেধে যাচ্ছে। গার্ড তাকে পথ দেখিয়ে ব্যাগেজ ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যেতে চাইলেও, সেখানে যাওয়ার যুক্তিটা কী বুঝতে পারছে না সে।

লাইন এগোচ্ছে না। কাজ থেমে আছে। হঠাৎ কারও দৃষ্টি অনুভব করল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, দেখল ওর দিকে কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে প্রিন্সেস দামিনী।

হঠাৎ শিরশির করে উঠল রানার শরীর। প্রিন্সেসের মত, তার এই অদ্ভুত দৃষ্টিও বড় রহস্যময়–তাতে যথেষ্ট আগুন আছে, যৌনাবেদনের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এ-ধরনের উত্তাপ সাধারণত

www.downloadpdfbook.com

সফল কোন চুক্তি করা সম্ভব হলে দেখা যায়, বা কোন শত্রুকে ঘায়েল করতে পারলে।

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কাস্টমস বসের সঙ্গে আবার কথা বলছে প্রিন্সেস। শিরশিরে ভাবটা আবার একবার অনুভব করল রানা। ওর দিকে হাত তুলে কর্মকর্তাকে কী যেন বলছে সে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা। প্রিন্সেস দামিনীর মধ্যে স্যাডিস্টিক একটা প্রবণতাও আছে, আছে প্রতিদ্বিন্দ্বীর সর্বনাশ দেখতে চাওয়ার গোপন অভিলাষ। লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেকে হঠাৎ খুব অসহায় লাগছে রানার। প্রিন্সেসকে সহযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছিল ও, উত্তরে সে ভাব দেখিয়েছে তার আগ্রহ আছে।

তবে এটাই প্রিন্সেস দামিনীর বৈশিষ্ট্য। মহীয়সী নারী হতে পারে সে, তোমার বিশ্বস্ততা আর আনুগত্য অর্জনের সমস্ত গুণ দেখা যাবে তার মধ্যে; কিন্তু তারপরই চোখের পলকে হয়ে উঠতে পারে রাক্ষুসী, মেইন কোর্স হিসাবে তোমাকে পরিবেশন করবে তোমারই মাথার মগজ।

বেশি কিছু করতে হবে না প্রিন্সেসকে, রানার দিকে শুধু একটা আঙুল তুলে বলতে হবে–লোকটা ভুয়া। অস্ত্রসহ ধরা পড়ে যাবে রানা। তারপর, রানা যখন পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রাণ বাঁচানোর লড়াই লড়বে, প্রিন্সেস তখন লিসবনের মজা লুঠবে–নিলামে অংশ নিয়ে কিনে নেবে বাংলাদেশের মিলিটারি প্ল্যান আর এসপিওনাজ ইনফরমেশন।

যে গার্ডকে এতক্ষণ ধমক দিয়েছে প্রিন্সেস, এই মুহূর্তে রানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, হাত তুলে টোকা দিচ্ছে ওর কাঁধে।

ধীরে ধীরে বাইবেলটা বন্ধ করল রানা, একটা আঙুল ঢোকাল বইয়ের যেখানটায় ওয়ালথার পিস্তল লুকানো আছে। নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করার জন্য প্রিন্সেসকে সময় দেবে ও, তবে সেই

www.downloadpdfbook.com

সঙ্গে তৈরিও থাকবে, প্রয়োজনে যাতে পালিয়ে যাওয়ার পথ করে নিতে পারে।

গার্ড ওকে পথ দেখিয়ে বসের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কাস্টমস সুপার ওর প্রতিটি পদক্ষেপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখলেন, চোখ দুটো ঠাণ্ডা আর ভাবলেশহীন। রানা পর্তুগিজ ভাষা জানে, এটা শুনেও তাঁর দৃষ্টি নরম হলো না। গম্ভীর সুরে পাসপোর্ট দেখতে চাইলেন, হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলেন সেটা, সীল মারলেন, তারপর ফেরত দিয়ে অমায়িক হাসলেন। ইতিমধ্যে কাস্টমস শেড ছেড়ে বেরিয়ে গেছে প্রিন্সেস দামিনী, তার পিঠের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'রাজকুমারী বিশেষ ভাবে বললেন, আমার ভালোর জন্যেই আপনাকে যেন হয়রানি করা না হয়। ওপর মহলে আপনার নাকি বন্ধু আছে।'

ইঙ্গিতে বাইবেলটা দেখাল রানা, উপর দিকে চাইল একবার। উত্তর দিল হাসি মুখে, 'তা তো আছেই।'

কাস্টমস সুপারের মুখ ঝুলে পড়ল। 'ক্ষমা করবেন! আমি এটা বোঝাতে চাইনি যে...'

রানা তাকে ফাদারসুলভ 'গড ব্লেস ইউ' বলে থামিয়ে দিল, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসছে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে প্রিন্সেস। তার চরিত্রের ইতিবাচক দিক আরও খানিকটা উন্মোচিত হওয়ায় এখন রানা আশা করছে হয়তো সত্যি সত্যি কালই অনুষ্ঠিত হবে নিলামটা। আরও একটা কারণে প্রিন্সেসকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ দিল রানা–স্থানীয় মাতাল লোকটার চেঁচামেচি থেকে বাঁচিয়েছে ওকে।

কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে আসবে রানা, সঙ্কটটা মিটে গেছে কিনা দেখার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকাল। ছোট্ট একটা ভিড় জমেছিল, সেটা ভেঙে গেছে। মাতালটাকে

www.downloadpdfbook.com

কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

স্রেফ কৌতূহলবশত ব্যাগেজ সেকশনের দিকে তাকাল ও, দেখতে চায় গোলমালটা ওদিকে সরে গেছে কিনা।

মাতালটাকে পেল রানা।

তবে ওখানে নয়, যেভাবে পাওয়া উচিত সেভাবেও নয়।

লোকটা আরও ডান দিকে সরে এসেছে। মেন'স টয়লেটগুলোর একটার আড়ালে ইতস্তত করতে দেখা গেল তাকে। চোখাচোখি হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফিরে এল মেইন হলে। চারদিকে এমন ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে, যেন দিশেহারা; ঠোঁট নেড়ে বিড় বিড় করল, তারপর হাঁটা ধরল রানার দিকে।

ঘুরল রানা, নিজের পথে রওনা হয়ে গেল।

যতটুকু দেখার ছিল, দেখা হয়ে গেছে ওর।

চোখাচোখি হওয়া মাত্র দুটো ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে রানা–যতই বিভ্রান্ত মনে হোক বা টলমল করুক, চোখ দুটো স্ফটিকের মত স্বচ্ছ; আর ওই চোখ জোড়া শুধু নেশামুক্ত নয়, পরিচিতও বটে। লোকটাকে চেনে রানা। সম্প্রতি নয়, নয় খুব ভালো করেও, তবে অবশ্যই চেনে।

সে-ও চেনে ওকে।

বোঝা গেল, খালিদ গং এক পয়েন্ট এগিয়ে আছে।

সেট-আপটা স্পষ্ট ধরা পড়ল রানার মাথায়। ওর পিছনের ওই লোকটা আসলে স্পটার। হয়তো খুনিও, তবে ওখানে উপস্থিত থাকার মূল উদ্দেশ্য ওকে সনাক্ত বা চিহ্নিত করা। এর অর্থ, এখানে ওদের আরও লোক আছে। সবাই তারা খুনিই হবে।

সামনে দাঁড়িয়ে বুকে আঙুল তাক করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। কাস্টমস লাইনে রানা পঞ্চম বা তৃতীয় ব্যক্তি না হওয়া

www.downloadpdfbook.com

পর্যন্ত লোকটাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে, তারপর শুরু করেছে মাতলামি। হয়তো এই মাতলামিটাই ছিল সংকেত। রানাকে চিনে নিয়েছে খুনি।

চিহ্নিত করা কঠিন কিছু নয়, তবে রানাকে ফেলে দেওয়া অত সহজ হবে না।

আততায়ী পছন্দ করে নিঃশব্দে, কারও চোখে ধরা না পড়ে কাজ সারতে। খোলা জায়গায় রানাকে মারতে গেলে যুদ্ধ বেধে যাবে। পিস্তলের গুলি ব্যবহার করতে চাইলে কাজটা অনেক লোককে দেখিয়ে করতে হবে।

সবচেয়ে ভালো সময় রানা যখন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবে, মনটা ব্যস্ত থাকবে ঝামেলা সেরে শেড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য; লোকজনের দৃষ্টি কাড়ে, এরকম একটা ডাইভারশন তৈরি করতে হবে, রানার ডান আর বাঁ পাশে একজন করে লোক চলে আসবে, তারপর হঠাৎ দেখা যাবে পিঠে গাঁথা একজোড়া ছুরি নিয়ে কার্পেটে মুখ ঘষছে ও। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাওয়া হয়ে যাবে আততায়ী।

প্ল্যানটা সত্যি ভালো ছিল, তবে প্রিন্সেস দামিনীর কারণে ভেস্তে গেছে সেটা। কাস্টমস চিফ গার্ড পাঠিয়ে ডেকে নেওয়ায় মৃত্যুর হাঁ করা দরজাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে রানা।

খুনিরা এখন তা হলে কোথায়?

রানার হিসাবে সংখ্যায় তারা তিনজন। মিস্টার স্পটার, মিস্টার লেফট আর মিস্টার রাইট। প্রথম কাজ সংখ্যাটা কমিয়ে আনা।

হলে ঢুকে চারদিকটা সার্চ করল রানা, তারপর প্রথম যে মেন'স রুমটা দেখল সেটাতেই ঢুকে পড়ল। খুনিরা বোকা হলেও হতে পারে, তবে সন্দেহ নেই তাদেরকে সাবধান করে দেওয়া

www.downloadpdfbook.com

হয়েছে। তারা রানার দক্ষতা সম্পর্কে জানে। মাতালটা পরেও মাতলামির ভূমিকা চালিয়ে গেছে বটে, সে জানে রানার চোখে ধরা পড়ে গেছে সে। কাজেই এখন সে রানার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে না, থাকবে দূরে কোথাও–হয়তো খেয়াল রাখবে এদিকে যাতে অবাঞ্ছিত লোকজন আসতে না পারে।

বাথরুমে ঢোকার পর ক্ষিপ্র হয়ে উঠল রানা। ভিতরে একপাশে ল্যাট্রিন দেখা যাচ্ছে তিনটে, অন্যপাশে তিনটে ইউরাইনাল। হন-হন করে এগিয়ে এসে প্রথম ল্যাট্রিনে ঢুকে পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। যত দ্রুত সম্ভব ট্রাউজার আর জুতো খুলে ফেলল। টয়লেট সিট উঁচু করল, ট্রাউজারের বেল্টলাইন আটকাল ওটার নীচে। এরপর হাঁটু গেড়ে জুতো জোড়া এমন পজিশনে সাজিয়ে রাখল, বাইরে থেকে নিচু হয়ে উঁকি দিলে যাতে মনে হয় বসে আছে ও। ট্রাউজারের পায়া জুতোর চারপাশে জড়ো করল, বাকি অতিরিক্ত অংশ সিট আর কমোডের মাঝখানে আটকে রাখল। সবশেষে বাইবেল থেকে পিস্তল আর ছুরিটা বের করে নিয়ে বইটা সযত্নে নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

জুতোর মালিকের খোঁজে খুনিরা যখন ভিতরে ঢুকবে, এই অবস্থায় প্রিস্টকে বড় কোন হুমকি বলে মনে করবে না–কল্পনার চোখে দেখতে পারে উবু হয়ে বসে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে ফাদার।

ঠিক বানরের মত পার্টিশনের দেয়ালটা টপকে বাইরে ফিরে এল রানা। তারপর লাইনের তৃতীয় ও শেষ ল্যাভেটরিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল, পজিশন নিল ঠিক ওর পরিচ্ছদের মত। আরেক জোড়া জুতো হলে ভালো হত, কিন্তু তা পাওয়ার কোন উপায় নেই। ওর আশা, উঁকি দিতে আসা খুনিরা পর্তুগালের মত গরিব দেশে একজোড়া খালি পা দেখে খব একটা অবাক হবে না।

www.downloadpdfbook.com

পিস্তলটা কোটের পকেটে ভরল রানা, একান্ত বাধ্য না হলে গুলি করার ঝুঁকি নেবে না। ছুরিটা হাতে রাখল, ওর চারপাশের পালিশ করা টাইলসের মতই চকচক করছে ফলাটা। কামরার ভিতর লোক ঢোকার আওয়াজ শুনে মুঠোটা আঁটসাঁট হলো।

পায়ের আওয়াজ বলে দিল, দু'জন লোক। রানার অনুমান নির্ভুল। দাঁড়িয়েছে ওরা; চাপা স্বরে ফিসফিস করছে। কাপড়ের খসখস আওয়াজ–সন্দেহ নেই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে স্টলের ভিতর চোখ বুলাচ্ছে একজন। আবার খসখস–সিধে হলো লোকটা। আবার ফিসফাস আলাপ। ফাদার তথা স্প্যাইকে পাওয়া গেছে, তবে শেষ বুদে আরেক জোড়া পা দেখা যাচ্ছে।

কী ভাবছে ওরা, শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে, আন্দাজ করতে পারছে রানা। তিন নম্বর স্টলের নগ্ন পায়ের মালিককে গ্রাহ্য করার দরকার নেই। খুনটা যদি নিঃশব্দে সারা যায়, অবাঞ্ছিত তৃতীয় পক্ষ কিছু টেরই পাবে না। আর যদি শব্দ হয়ও, বিস্ময়ের ধাক্কা আর আতঙ্কের উপর ভরসা রাখা যেতে পারে–অজানা বিপদে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে তিন নম্বর স্টলের লোকটা পাথুরে মূর্তির মত ওখানেই বসে থাকবে, অন্তত যতক্ষণ না কাজ সেরে চলে যায় খুনিরা।

আবার ফিসফাস। কী বলা হচ্ছে শুনতে না পেলেও আলোচ্য বিষয় বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না রানার। ওরা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে হামলাটা কীভাবে করা হবে। দরজার দিকে দু'জনের ছুটে আসাটা বোকামি। প্রথম ধাক্কায় ওটা যদি না ভাঙে, রানাকে সাবধান করে দেওয়া হবে। আরও খারাপ দিক–দু'জন এক সঙ্গে থাকবে, ফলে রানাকেও মাথা ঘামাতে হবে মাত্র একটা দিক নিয়ে। সবচেয়ে ভালো কৌশল, দু'জন দু'দিক থেকে আসবে। একজন যদি ব্যর্থ হয়, আরেকজন হবে না।

www.downloadpdfbook.com

এবার দৃঢ় পদশব্দ। একজন লোক প্রথম ল্যাট্রিনের বামদিকে হেঁটে গেল। ভুল করলে, ভায়া! ওখানে উঁচু কিছু নেই যে তার ওপর দাঁড়াবে!

বাকি থাকল শুধু মাঝখানের স্টলটা, কারণ পার্টিশন টপকে শিকারের নাগাল পেতে হলে প্রথমে কমোডে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে উঁচু করতে হবে।

যেমন ভেবেছে রানা, পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারল মাঝখানের বুদ দখল হয়ে গেছে।

লোকটাকে দেখার জন্য নীচের দিকে ঝুঁকল রানা। দুই ল্যাট্রিনের মাঝের পার্টিশনটা মেঝে থেকে ইঞ্চি তিনেক উপরে থেমে যাওয়ায় পাশের স্টলের বেশ কিছুটা অংশ দেখতে পাওয়া গেল। কমোডের সামনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পজিশন নিয়েছে লোকটা, একটা পা তুলে দিয়েছে কমোডের ঢাকনির উপর। লোকটা এখন অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তার সঙ্গী স্টলের দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করে।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কমোডে পা তুলল রানা, ধীরে ধীরে নিজেকে উঁচু করছে, টার্গেটের কাছাকাছি পার্টিশনে সেঁটে আছে ওর শরীর। পা সিধে হচ্ছে, শরীর ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, মাথাটাকে পার্টিশনের উপরে উঠতে দিচ্ছে না।

স্টলের বাইরে থেকে প্রথম লোকটার কাঙ্ক্ষিত অ্যাকশন শুরু হলো—ছুটে এসে স্টলের দরজায় কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল সে। ঝাঁকি খেল কবাট, মনে হলো ভেঙে পড়বে, কিন্তু ভাঙল না। এই সংকেতের অপেক্ষাতেই ছিল রানার পাশের লোকটা। অ্যাকশনের শব্দ কানে ঢোকা মাত্র লাফ দিয়ে সিটে উঠে দাঁড়াল, তারপর পার্টিশন টপকাবার জন্য দেয়ালের উপরকার ফাঁকা জায়গা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

www.downloadpdfbook.com

সে নড়ে উঠতে, রানাও নড়ে উঠল—বামহাতে চুল খামচে ধরে নিজের দিকে টান দিল। ঝাঁকি খেয়ে মুখটা ছাতের দিকে ফিরল। পরমুহূর্তে খাড়া নাকের উপর পর পর দুটো হাঁটুরে কিল পড়ল। নাক ফেটে হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল। তারপর ছুরির বাঁট দিয়ে পাশ থেকে মারল কানের পাশে। তবে এটার আর দরকার ছিল না, কিল খেয়েই বেহুঁশ হয়ে গেছে লোকটা, এখন ওকে ধরে রাখাই মুশকিল। বোঝাটাকে ঢলে পড়তে দিল রানা।

এই সময় বাইরের লোকটা মড়াৎ করে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল। কাঠ আর ফরমিকা সশব্দে বিস্ফোরিত হলো, ভিতরে ঢুকেই হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে—মানুষ নেই, তার বদলে শুধু ট্রাউজার আর জুতো। ওর সঙ্গী গেল কোথায়? ঠিক কী ঘটেছে বুঝে ওঠার আগেই তার পিছনে পৌঁছে গেল রানা।

কিডনি বরাবর জোরসে একটা ঘুসি মারল রানা। ভেবেছিল এতেই কাজ হবে, কিন্তু তারপরেও লোকটা ছুরি বের করতে যাচ্ছে দেখে হাতটা ধরে খুব জোরে উল্টো-মোচড় দিল, একই সঙ্গে মাথাটা ঠুকে দিল পিছনের দেওয়ালের সঙ্গে। এইবার ছুরি ছেড়ে দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল লোকটা।

বাকি থাকল দূরে সরে থাকা স্পটার।

লোকটা ওর মুখ চেনে। ফ্যাসিলিটি থেকে বেরুতে দেখলে এই মুখকে স্বাগত জানাবে না।

ছদ্মবেশ নষ্ট হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন নয় রানা। চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভেস্তে গেছে ফাদার ক্লাইভ কাসলার। তবে চলনসই কিছু কাপড়চোপড় না পেলে তো চলে না। এই ব্যাটা তো বেঁটেখাটো।

মাঝের বুদে এসে নিজের প্রথম শিকারটাকে পরীক্ষা করল রানা। এর আকার-আকৃতিই ওর সঙ্গে মেলে। জ্ঞান ফিরে আসতে এখনও অনেক দেরি আছে। ভাঙা নাক থেকে বেশ খানিকটা রক্ত

www.downloadpdfbook.com

ঝরেছে, তবে বেশিরভাগ শুঁষে নিয়েছে তার টার্টলনেক সোয়েটার। লোকটার পিঠে একটা হ্যাভারস্যাক দেখে খুশি হলো রানা। কাজে লাগবে ওটা।

যত দ্রুত সম্ভব লোকটার পিঠের ব্যাগ আর জ্যাকেটটা খুলে নিল ও। নিজের প্যান্ট আর জুতো পরে নিয়ে জ্যাকেটটা গায়ে চাপাল। তারপর প্রিস্টের জোব্বা ও বাইবেলটা ভরে ফেলল হ্যাভারস্যাকে। এবার পিঠে তুলে নিল ওটা।

ও এখন প্রস্তুত।

ফ্যাসিলিটির মূল দরজার সামনে হেঁটে এসে অত্যন্ত সাবধানে সরু ফাটলে চোখ রাখল রানা। সঙ্গে সঙ্গে স্পটারকে দেখতে পেল, অ্যালকোভে পায়চারি করছে। দরজা বন্ধ করে পিস্তলটা পকেটে ভরল ও, দু'সারি দাঁতের ফাঁকে আটকাল ছুরিটা, তারপর পিছু হটে ফ্যাসিলিটি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল, পিঠের ধাক্কায় খুলে যাচ্ছে দরজা।

এগিয়ে এল স্পটার। রানার শুধু পিছনটা দেখতে পাচ্ছে সে, তবে পরিচ্ছদ পরিচিত; তা ছাড়া সঙ্গীর সঙ্গে শারীরিক গঠনের মিল খুঁজে পাচ্ছে। দরজা পার হয়ে তিন কদম পিছু হটেছে রানা, কাঁধে লোকটার হাতের ছোঁয়া অনুভব করল।

ঝট করে ঘুরল রানা, খপ করে লোকটার হাত ধরল, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে মোচড় দিল কবজিতে। এক সঙ্গে তিনটে আঙুল ভেঙে গেল লোকটার। বিস্ময়ে আর ব্যথায় তার চোখ দুটো যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। চিৎকার করতে পারল না, কারণ এরইমধ্যে তার মুখে একটা হাত চেপে ধরেছে রানা, অপর হাতের ছুরির ফলা একজোড়া পাঁজরের মাঝখানে ঠেকে থাকল।

ঠেলে তাকে অ্যালকোভের শেষ প্রান্তে, দেয়ালের গায়ে নিয়ে এল রানা। ছাই রঙা মুখের দিকে তাকাল। 'নিশ্চয় জানো, তুমি

www.downloadpdfbook.com

একটা মরা মানুষ?' পর্তুগিজ ভাষায় হিসহিস করল।

দু'বার ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

ছুরির ফলায় আরেকটু চাপ বাড়াল রানা। 'তবে তুমি যদি সার্ভিস দাও, তা হলে তোমার সাজা কমে যাবে। বুঝতে পারছ কী বলছি?'

চোখের ভিতর ভয়ের পাশে আশার একটু আলো জ্বলল। আবার মাথা ঝাঁকাল স্পটার।

'গুড। তা হলে দেখা যাচ্ছে আলোচনার সুযোগ আছে, কী বলো?' লোকটার চোখ দুটো ভালো করে দেখছে রানা। খুনিদের যেমন হয়, এই লোকের চোখ নেশাগ্রস্ত নয়। এ লোক শুধুই স্পটার। প্রফেশনাল নয়, কাজেই একে ভাঙা যাবে, যা খুশি তাই করানো যাবে। 'আমরা এখান থেকে হেঁটে বেরিয়ে যাব, ঠিক আছে? শান্ত ভাবে, ধীর পায়ে। বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি নেব, কেমন?'

স্পষ্ট করে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'রওনা হবার পর যদি আমার মনে হয় বোকার মত কিছু করতে যাচ্ছ, সঙ্গে সঙ্গে খুন করতে বাধ্য হব আমি, মনে থাকে যেন।' ছুরির ডগা আরও একটু ডেবে গেল লোকটার পাঁজরের ফাঁকে। 'মুভ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা, তারপর তাকে ঠেলে দিল মেইন টার্মিনালের দিকে। ফাদার কাসলারের প্লাস্টিক ব্যাগটা মেঝে থেকে তুলে তার পিছু নিল ও'।

ব্যস্ত টার্মিনালে ঢুকে মাত্র দশ-বারো পা এগিয়েছে ওরা, রানার হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল সে। হঠাৎ লাফ দিল ডান দিকে। বিশাল দালান ধরে ছুটছে আর চিৎকার করে বলছে, 'খুন! খুন!'

রানা বুঝল ঠিক সময়টাই বাছাই করেছে স্পটার। একে তো

www.downloadpdfbook.com

চারপাশে লোকজনের ভিড়, তার উপর কাছাকাছি দাঁড়ানো দু'জন লোককে সিকিউরিটির অফিসার বলে মনে হলো, ছুরি বা পিস্তল বের করতে উৎসাহ পাবে না রানা।

তবে নিজের নিরাপত্তার দিকটা নিজেকেই দেখতে হবে রানার। স্পটারের দেখাদেখি ও-ও ছুটল। কাছাকাছি সিকিউরিটি অফিসারের সামনে পৌঁছে হাঁপাল একটু, চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটে আছে। চিৎকার করে বলছে টয়লেটে এই মাত্র একজোড়া লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে ও।

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে লাইনের প্রথম ট্যাক্সিতে উঠে বসল রানা। ড্রাইভারকে নিজের হোটেলের নাম বলে রিয়ার উইন্ডোয় চোখ রাখল।

কেউ পিছু নেয়নি।

চার

এভেনিডা দা লিবারদাদ ধরে খানিক দূর ছুটে বাঁক নিল ট্যাক্সি, তারপর পারকিউ মায়ার-কে পাশ কাটাল—পাথুরে খিলান আর স্তম্ভ দিয়ে সাজানো বিশাল একটা চৌহদ্দির ভিতর একঝাঁক রঙচঙে সিনেমা আর থিয়েটার হল জায়গা করে নিয়েছে। আরও মাইল দুয়েক সামনে ফাইভ স্টার রিজ হোটেল।

হোটেলটা বাছাই করেছে রানা এজেন্সির মাদ্রিদ শাখার প্রধান কাওসার দোস্তাম আর অপারেটর রুবাইয়াত সামিনা, তবে

www.downloadpdfbook.com

রানারও এতে সায় ছিল। খালিদ জানে, রানা স্টাইল পছন্দ করে, সব সময় সেরা সার্ভিসটা পেতে চায়। তবে এবার সে ভাবতে পারে, তাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ফাইভ স্টার কোন হোটেলে না-ও উঠতে পারে রানা। কাজেই থ্রি বা ফোর স্টার হোটেলগুলোয় নজর রাখার ব্যবস্থা করবে সে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে রানা, ওকে নিজের হাতে ব্যাগ বইতে দেখে চোখ দুটো বড় করল গেটম্যান। তাকে গ্রাহ্য না করে ধাপ টপকে সুইং-ডোর পার হলো ও, মেইন ডেস্কের সামনে থেমে ইংরেজিতে বলল, 'এক্সকিউজ মি। বন্ধুদের খুঁজছি আমি দোস্তামরা কি ইতিমধ্যে হোটেলে উঠেছে?'

ডেস্ক ক্লার্ক দ্রুত রানার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর কাপড়চোপড়ের উপর চোখ বুলাল, তারপর ইতস্তত একটা ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পিছনের খুদে খোপগুলো চট করে একবার দেখে নিল। হাত বাড়িয়ে ৯০৫ নম্বর খোপ থেকে একটা বাক্স টেনে নিল সে। বাক্সটা খুলছে, হাত চলে গেল ফোনের রিসিভারে 'আপনার নাম বলুন, প্লিজ।'

'রবিন।'

ডেস্ক ক্লার্ক ডায়াল করে জানতে চাইল, 'নয়শো পাঁচ, মিস্টার কাওসার দোস্তাম?...সার, সিনর রবিন...জী, পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

বাক্স থেকে একটা চিরকুট বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। সোজা পাঁচতলায় উঠে যাওয়ার অনুরোধ করল সে, তারপর সবিনয়ে জানতে চাইল, 'ইয়ে, সিনর, ব্যাগটা?'

'আমিই পারব,' বড় একটা হাসি দিয়ে বলল রানা। মাথা দুলিয়ে শিস বাজাতে বাজাতে পা বাড়াল এলিভেটরের দিকে।

বিকেলের প্রথম সারপ্রাইজটা এল ৯০৫-এ লেখা স্যুইটের

www.downloadpdfbook.com

দরজা খুলে যেতে। মাঝারি আকৃতির অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে দাড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। রঙ করা, মেরুন চুল। লেন্স লাগানো সবুজ চোখে এতটুকু ভয় বা ইতস্তত ভাব নেই। এ নিশ্চয়ই রুবাইয়াত সামিনা দোস্তাম, রানা এজেন্সির মাদ্রিদ শাখার প্রধান কাওসার বারি দোস্তামের বোন।

ওদেরকে রিক্রুট করে স্পেশাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন রাহাত খান নিজে, কাজেই রানা চেনে না। ফোনে বারকয়েক আলাপ হলেও, সামনাসামনি এই প্রথম দেখা হচ্ছে। দোস্তামরা আফগানিস্তানের নাগরিক। মৌলবাদের ঘোর বিরোধী ওরা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে–রানা এজেন্সিতে ঢোকার জন্য এ-সব সহায়ক হিসাবে ভূমিকা রেখেছে।

মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। সামিনা বুকের উপর হাত দুটো বেঁধে দরজার ফ্রেমে হেলান দিল। 'মাসুদ ভাই, রাইট? ফটো দেখে চিনতে পারছি, তবু ঢুকতে দিতে সায় পাচ্ছি না মনের আপনার আসার কথা প্রিস্ট সেজে।'

'ফটো দেখে চিনতে পারছি' সামিনার এই চারটে শব্দ কোড। শুনে নিজের কোড বলল রানা, 'তুমি যে ফটো দেখেছ তার সঙ্গে কি আমার চেহারা মেলে না?'

পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সামিনা। ভিতরে ঢুকল রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সামিনা। 'কাওসার!' মিষ্টিকণ্ঠে হাঁক ছাড়ল সে।

কামরার দ্বিতীয় দরজায় উদয় হলো রানার জন্য আজ বিকেলের দ্বিতীয় সারপ্রাইজ। যেন নির্ঘাত গোলিয়াথ এসে দাঁড়াল সামনে। সামিনার চেয়ে পুরোপুরি এক ফুট বেশি লম্বা সে। তার প্রতিটি ইঞ্চি নিরেট পেশি বলে চিনতে পারছে রানা।

www.downloadpdfbook.com

কাওসারের চুলও রঙ করা, লাল। চোখ ইস্পাতের মত, ঝকঝকে। তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সামিনা।

রানাকে এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে অভয় দিয়ে মেয়েটির কাঁধে হালকা চাপড় মারল, বলল, 'হ্যাঁ, ইনিই তিনি, সুইট। ফটো দেখেছি। সাবধান কিন্তু। সার বা বস্ বললে রেগে যেতে পারেন!'

তরুণ দৈত্যকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তুমি কাওসার?' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কাওসার বারি দোস্তাম, রানা এজেন্সির মাদ্রিদ শাখার প্রধান,' হাত মেলাবার সময় বলল আফগান তরুণ, ইঙ্গিতে তরুণীকে দেখাল। 'আমার বোন, রুবাইয়াত সামিনা দোস্তাম, অপারেটর। চেহারায় মিল না থাকলে কী হবে, আমরা যমজ, মাসুদ ভাই।'

পরিচয় আর কুশল বিনিময়ের পর রানা জানতে চাইল, 'আমার কামরাটা কি তোমাদের এই স্যুইটের ভেতরেই?'

পকেট থেকে চাবির একটা গোছা বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল কাওসার। 'স্যুইট একটাই, তবে কামরা চারটে। স্যুইটে ঢোকা যায় দুই করিডরের দুটো দরজা দিয়ে—বোর্ডারদের সুবিধের জন্যে কবাট দুটোয় "এ" আর "বি" লেখা আছে। আপনি এ দিয়ে আসা-যাওয়া করবেন। তবে থাকবেন বি দিয়ে ঢোকার পর দ্বিতীয় কামরাটায়।'

সে থামতেই শুরু করল সামিনা, 'আসলে বিপদের ধরন সম্পর্কে সোহেল ভাই আমাদেরকে একটা ধারণা দিয়েছেন। তাই এমন ব্যবস্থা করেছি, কেউ যদি আপনার খোঁজে এ দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথম দুটো কামরায় উঁকি দেয়, আপনাকে পাবে না।'

চাবির আরও একটা রিঙ পেয়ে পকেটে ভরল রানা।

'এ আর বি-র প্রথম কামরাদুটোয় ভালো মত তার লাগিয়েছি আমরা,' বলল কাওসার। 'কেউ নক করলে বা ঢুকলে, বৈধভাবে

www.downloadpdfbook.com

হোক বা অবৈধভাবে, এখানে রেজিস্টার করবে,' হাত তুলে একটা মিনিয়েচার টিভি আর পোর্টেবল ফোন দেখাল সে, একটা ট্রলির উপর রাখা হয়েছে। এমনকী ফোন কল এলেও। 'প্রায় সবটুকুই শর্টওয়েভ। টিভি অন করলেই দেখতে পাব কে ঢুকল। কেউ ঢুকলে তাকে আমরা দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলতে পারব।'

'আমাদের কাছে মেসেজ এসেছে ,' কাওসার থামতেই শুরু করল সামিনা, 'আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছে ঢাকা। কামরায় দুটো সুটকেস দেখা যাচ্ছে, বড়টা খুলে ছোট একটা স্ক্র্যাম্বলার ইউনিট বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'দেখুন এটা ঠিকমত কাজ করে কিনা।'

'রাইট,' বলে দুই যমজ ভাইবোনকে রেখে রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চলে গেল নিজের কামরায়।

পাশের কামরায় পা ফেলেই আরেকবার দোস্তামদের দক্ষতার পরিচয় পেল ও। ভিতরে সাজানো রয়েছে খাট ছাড়াও কাপড়চোপড় আর টয়লেট সরঞ্জাম, দেখে যাতে মনে হয় এখানে মানুষ থাকে। পাশের ঘরটা আসলে রানার শোবার ঘর। পর্দা তুলে ঢুকল রানা সে-ঘরে।

খালিদ জানে বিদেশে থাকার সময় ইন্টারপোলের উপগ্রহের মাধ্যমে বিসিআই হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে প্রায়ই যোগাযোগ করে রানা। তাই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে এই মুহূর্তে মালয়েশিয়ার স্যাটেলাইট লিঙ্ক ব্যবহার করছে রানা।

বসের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে স্বস্তি বোধ করল ও। এয়ারপোর্টে কী ঘটেছে সে-সম্পর্কে প্রথমে একটা ধারণা দিল, তারপর জানতে চাইল, 'লোকটার নতুন কোন খবর পাওয়া গেল, সার?'

'নিলামটা পরশু হচ্ছে,' নিশ্চিত করলেন রাহাত খান। 'এত তাড়াহুড়োর কারণ, ও টের পেয়ে গেছে বিরাট একটা শক্তি তার

www.downloadpdfbook.com

পেছনে লেগেছে।'

'বিরাট শক্তি, সার?' জানতে চাইল রানা। 'কারা?'

'চিনারা। নিলামে প্রথমে ওদের ডিফেন্স সিস্টেম প্ল্যানটা বিক্রি করা হবে, রানা। শুধু ফ্রি লান্সারদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে। তুমি কিছু ঠিক করলে, কীভাবে ভেতরে ঢুকবে?'

প্রিন্সেস দামিনীর সঙ্গে প্লেনে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা বসকে জানাল রানা। তার সহযোগিতার মনোভাব আর নিজের প্ল্যান সম্পর্কে একটা ধারণা দিল।

'হুঁ।' অপর প্রান্তে রাহাত খান গম্ভীর হলেন। 'প্রিন্সেস দামিনীও তা হলে গিয়ে জুটেছে ওখানে?'

'আমার কী করা উচিত, সার?'

'হাত বাড়িয়ে থাকলে অবশ্যই ধরবে সেটা,' নির্দেশ দিলেন বস্। 'সম্ভব হলে তার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসো।'

রাহাত খানের মত ব্যাপারটাকে এত সহজ ভাবতে পারছে না রানা। 'সার, প্রিন্সেস দামিনী কিন্তু অত্যন্ত ধুরন্ধর, সুযোগসন্ধানী। চুক্তি করলেই কি, তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়?'

'হোক সুযোগসন্ধানী, বিপদের সময় নিজেদের প্রয়োজনে তাকে দিয়েই কাজ সারতে হবে,' জানালেন বিসিআই চিফ।

'জী, সার,' রাজি হলো রানা। তারপর, এই মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিক হলেও, নিজের বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে জানতে চাইল ও, 'সার, ব্যাপারটা এখনও আমি মেনে নিতে পারছি না।'

'কোন ব্যাপারটা?'

'খালিদের মত সরল-সাধারণ একজন মানুষ...'

'খালিদ কখনোই সরল-সাধারণ মানুষ ছিল না,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন বস্। 'রাশি রাশি পরস্পরবিরোধিতার সমষ্টি সে। রাগটা তার আমার ওপর...'

www.downloadpdfbook.com

'আর জুনিয়র স্পাইদের ওপর,' বলল রানা, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠায় খেয়াল নেই কথার মাঝখানে বসকে বাধা দিয়ে বসেছে। উজ্জ্বল এক ঝলক আলোর মত একটা 'সত্য' ধরা দিয়েছে ওর মাথায়। সজল, কাইফ, সেলিম, ফিউরি, শান আর অভি, এই ছয়জন খুন হয়ে গেছে খালিদের হাতে। এই নামগুলোর বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে, হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারছে ও কী সেটা।

সবাই জানত যে বিসিআই-এর সাতজন তরুণ এজেন্ট খালিদের অন্ধ ভক্ত ছিল। তাই এদেরকেই সে স্ত্রী তন্মনা আর একমাত্র সন্তান নিশ্চয়কে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল।

খালিদ বিদেশে চলে যাওয়ার পর নিষ্ঠার সঙ্গেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করছিল সাত বিসিআই এজেন্ট।

খালিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা জাহিদের নেতৃত্বে পালা করে টহল দিয়ে আসত বাড়িটার চারপাশে। মাঝে-মধ্যে রানাও যেত।

আগুনটা এমন অভিনব কৌশলে লাগানো হয়, ঠেকাবার বা নিয়ন্ত্রণ করার কোন উপায় সত্যি ছিল না। ছিল যে না, রানা নিজে তার সাক্ষী। ঘটনার সময় বাড়িটার খুব কাছেই ছিল ও।

খুনিরা একটা কার্গো হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছিল। বাড়িটা একতলা, সেটার ছাদ থেকে দুশো ফুট উপরে শূন্যে ঝুলে ছিল পাইলট। দরজা খুলে একের পর এক পেট্রল ভর্তি ড্রাম ফেলে ক্রুরা।

প্রতিটি ড্রামের মুখ ছিল খোলা। পাঁচটা ড্রাম ফেলার পর, সেগুলোকে অনুসরণ করে নেমে এল একটা জ্বলন্ত মশাল। চোখের পলকে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল, দাউদাউ করে জ্বলে উঠল গোটা বাড়ি। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা লোকজন ছিটকে দূরে সরে আসতে বাধ্য হয়।

www.downloadpdfbook.com

তবে কী ঘটছে বুঝতে পেরে এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করেনি রানা। বাড়িটার পিছন দিকে, খানিকটা দূরে ছিল ও। ওর কাছাকাছি ছিল খালিদের এক ভক্ত, অংশ। কপ্টারের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে উপরে তাকিয়ে পাইলটকে দেখতে পেল ওরা–জানালা খুলে নীচের দিকে ঝুঁকে দেখছে ড্রামগুলো ঠিক জায়গায় পড়ছে কিনা।

ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পাইলট, এই সময় পিস্তল বের করে তার মাথাটাকে টার্গেট করল রানা। তখনই দেখল ক্রুরা একটা মশাল জ্বেলে নীচে ফেলছে।

পরপর কয়েকটা গুলি করল রানা আর অংশ। কার গুলি বলা মুশকিল, অন্তত একটা পাইলটের গলায় লাগল। কপ্টার দিক বদলাচ্ছিল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটা নারকেল গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল সেটা, তারপর আছড়ে পড়ল রাস্তা আর রাস্তার পাশের ছোট্ট একটা পার্কে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল। পাইলট বা ক্রুরা কেউই বাঁচেনি।

বাড়ির আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, দু'জনেই ওরা বুঝতে পারল যে সেটা নেভানোর সময় বা সুযোগ পাওয়া যাবে না। ভিতরে ঢোকার সুযোগ তখনও আছে, তবে একবার ঢুকলে বেরুতে পারবে কিনা সে নিশ্চয়তা দেবে না কেউ

নিজেদের মধ্যে কোন পরামর্শ করেনি ওরা, শুধু ঘাড় ফিরিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়েছিল একবার, তারপর রানার সঙ্গে তাল রেখে উচ্চারণ করল অংশ, '...টু...থ্রি!' ছুটল দু'জন, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল গেটের ভিতর।

দু'মিনিট পর ওরা যখন ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, গেটটায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছিল। আগুন জ্বলছিল রানা আর অংশের শরীরেও। রানার বুকে ছিল নিশ্চয় আর অংশের

www.downloadpdfbook.com

কাঁধে ছিল তন্ময়, তারাও জ্বলছিল মশালের মত।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেন, মা আ ছেলে মারা গেছে।

রানা আর অংশ এক হপ্তা পর ছাড়া পায়।

'হ্যাঁ, জানি,' রানা আর কিছু বলছে না দেখে অপরপ্রান্ত থেকে রাহাত খান নীরবতা ভাঙলেন। 'কারণ এই স্পাইরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি বলেই তো স্ত্রী আর ছেলেটাকে হারিয়েছে সে। কেউ তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে তাকে মেরে ফেলতে হবে, এটা শুধু একজন বদ্ধ উন্মাদের সিদ্ধান্ত হতে পারে।'

'জী, সার,' বলল রানা, 'বদ্ধ উন্মাদই সে। তবে অংশকে খুন না করা বা আমাকে মেরে ফেলতে চাওয়ার পেছনে কী কারণ তা ঠিক পরিষ্কার নয়।'

'তুমি বোধহয় জানতে চাইছ, আগুনের ভেতর ঢুকে তার বউ-ছেলেকে সাহায্য করতে যাওয়ায় অংশকে মাফ করে দিয়েছে খালিদ, তা হলে তোমাকে কেন খুন করতে চাইছে, এই তো?'

'জী, সার।'

'এর জবাব হয়তো দিতে পারব আমি,' রানাকে একটু অবাক করে দিয়ে বললেন বস্। 'তার মানসিক অসুস্থতা নিয়ে বহুবার আলাপ করেছি আমরা। তোমার প্রসঙ্গে খালিদ একদিন আমাকে বলেছিল, মনটা শান্ত থাকলে তোমাকেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে হয়, তোমার প্রতি দুর্বলতা বোধ করে, কারণ তার ছেলেকে বুকে করে আগুন থেকে বের করে এনেছ তুমি। কিন্তু যখনই অসুস্থ হয়ে পড়ে, কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ চায় সে, যার কথা মনে আসে তাকেই খুন করতে ইচ্ছে করে তার। এ-ও বলেছিল, বিসিআই-এ তোমাকে সেরা বলে মনে করে সে, আর তাই

www.downloadpdfbook.com

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করে তোমাকেই।'

'ওহ্, গড!' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

'গুড লাক, এমআরনাইন,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন রাহাত খান।

রিসিভার নামিয়ে রেখে এক মুহূর্ত বসে থাকল রানা। অন্য যে-কোন অ্যাসাইনমেন্টের চেয়ে আলাদা এটা। বেশিরভাগ মিশনে দেখা যায় এজেন্টের সামনে পরিষ্কার একটা ছবি আছে, একজন শত্রু বা প্রতিপক্ষ আছে। দুই পক্ষই খেলাটা জানে। খেলার নিয়ম মানে তারা, ছক ধরে এগোয়। কিন্তু রানার এই অ্যাসাইনমেন্টে সব কিছু উল্টোপাল্টা।

বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা, চোখ বুজল, তারপর ঢিল দিল পেশিতে।

আধ ঘণ্টা পর ষোলোআনা সতেজ আর সতর্ক ভাব ফিরে এল দেহ-মনে। চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে গরম এক কাপ কফি খেল। দশ মিনিট পর ফিরে এল কাওসারের কামরায়।

একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে কাওসার, হাতে ধূমায়িত কাপ। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে সামিনা, দূর আকাশের গায়ে সেন্ট জর্জেস্ ক্যাসল-এর প্রাকার দেখছে।

একটা চেয়ার টেনে বসে ওদেরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা।

সব কথা মন দিয়ে শুনল ওরা। বিস্মিত হলেও, দু'জনের কারও চেহারাতেই তার প্রকাশ ঘটল না।

'নিলামের ব্যাপারে আমাদের কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করল কাওসার। 'নাম্বার ওয়ান সম্পর্কে যা বললেন, সে দাওয়াত না করলে কার সাধ্য নিলামের ধারে কাছে ঘেঁষে! খিড়কি দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে লাভ নেই কোন।'

www.downloadpdfbook.com

'না,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'খালিদ অত্যন্ত সতর্ক থাকবে। তার সিকিউরিটি হবে এয়ারটাইট।'

'আমাদের সাহায্য আপনার দরকার বলেও মনে হচ্ছে না,' বলল সামিনা। 'আমার ধারণা, প্রিন্সেস আপনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না–ঠিকই আপনার এন্ট্রির ব্যবস্থা করবে সে।'

'আমাদের তা হলে বিবেচনার বিষয়, নিলামের পরবর্তী অবস্থাটা,' বলল কাওসার। 'ফাইল বেচেই গভীর গর্তে লুকাবে সে। তবে আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, মাসুদ ভাই, আপনি তাকে ছয় ফুটের বেশি গভীরে যেতে দিতে চান না।'

'ঠিক ধরেছ,' ক্ষীণ হাসির সঙ্গে বলল রানা।

'এ-ব্যাপারে আমরা আপনার কোন সাহায্যে আসব, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল সামিনা। 'আমাদের সঙ্গে প্রচুর ফায়ারপাওয়ার আছে–টাইম বোমা, গ্রেনেড, জেলিগনাইট আর পিস্তল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'এই ব্যাপারটা আমি একাই সামলাতে চাই। তবে তল্লাশি চালাবার ফিল্ডটা তোমরা আমার জন্যে ছোট করে দিতে পারো।'

'ঢাকার নির্দেশে এরইমধ্যে লিসবনের পুলিশ আর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা,' বলল সামিনা।'সাহায্য চাইলে নিরাশ হতে হবে না।'

'সেক্ষেত্রে বলে দেখো ম্যানুয়েল দ্য ফালা নামে এক লোক সম্পর্কে ওরা কোনও তথ্য দিতে পারে কিনা,' বলল রানা। 'লোকটাকে দেখে স্থানীয় বলে মনে হয়, তবে আসলে সে স্প্যানিয়ার্ড। নিজের এই নামটা হয়তো ব্যবহার করছে না, তারপরও খুব সহজেই খোঁজ পাওয়া যাবে তার। সে প্রো নয়। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা ট্রেইল রেখে গেছে।'

www.downloadpdfbook.com

'এই মিশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল সামিনা।

'এ হলো সেই মাতালটা–স্পটার। এই মুহূর্তে তিনটে ভাঙা আঙুলের যত্ন নিতে হচ্ছে তাকে। এটাই সূত্র–ওই আঙুলগুলো মেরামত করার জন্যে কারও না কারও কাছে যেতে হয়েছে তাকে। সুনাম আছে এমন কোনও ক্লিনিকে অবশ্য যাবে বলে মনে হয় না।'

কাওসারকে মুহূর্তের জন্য হতভম্ব দেখাল। 'মাসুদ ভাই, আপনার পরিচিত এক লোককে স্পটার হিসেবে পাঠিয়েছিল ওরা?'

'কয়েক বছর আগে এই লোককে দিয়ে একটা কাজ করিয়েছিলাম,' বলল রানা। 'মাদ্রিদে একটা অ্যাসাইনমেন্টে ছিলাম আমি। হঠাৎ পর্তুগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে জাল ভিসা দরকার হয় আমার। ওই ফালাই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।'

'এতদিন পর আপনি তাকে চিনতে পারলেন?' জানতে চাইল সামিনা, চোখে অবাক দৃষ্টি।

'পারলাম, তবে বেশ খানিক সময় লেগেছে। ওজন বেড়েছে ত্রিশ পাউন্ড, এখন চশমা পরে, গোঁফ রাখে, মাথার অর্ধেক চুল পড়ে গেছে। ট্যাক্সি করে হোটেলে আসার সময় এয়ারপোর্টে দেখা চেহারাটা যেমন খুশি তেমনভাবে সাজাচ্ছিলাম মনে মনে, তাতেই কাজ হলো। চেহারাটা মনে পড়তে, মনে পড়ে গেল নামটাও।'

'ধরুন পেলাম তাকে। কী করতে হবে?' জানতে চাইল কাওসার।

'শুধু পিছু নেবে,' নির্দেশ দিল রানা।

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

জানালার সামনে থেকে সরে এল সামিনা। 'ঠিক আছে, তার

www.downloadpdfbook.com

আগে বিশ্রাম আর পরিষ্কার কাপড়চোপড় দরকার আপনার,' বলল সে, রানাকে পাশ কাটিয়ে রানার কামরায় চলে যাচ্ছে। 'বাথটাবে গরম পানি ছেড়ে রাখছি। শর্ট নোটিশে কেনা, দেখুন কাপড়গুলো ফিট করে কিনা...'

পাঁচ

একটা সিগারেট ধরিয়ে ওয়্যারহাউস-এর কোণে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা।

ওর সামনে ডক। মাঝরাতের বাতাসে সামান্য হিম ভাব। কুলকুল করে বয়ে চলেছে টাগাস নদী, লিসবনের জীবনীশক্তি। ওপারে শহরের আলো ঝলমলে দক্ষিণ অংশ। ডান দিকে তাকাতে পানির উপর ঝুলে থাকতে দেখা গেল এপ্রিল টোয়েনটি ফাইভ ব্রিজ।

নদীর ওপারে ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রকাণ্ড স্ট্যাচু ক্রিস্টো রেই, অর্থাৎ, যিশু রাজা। মনুমেন্টটা একশো দশ মিটার উঁচু, ব্রিজের শেষ মাথায় ঠিক যেন কংক্রিটের তৈরি একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন।

খালিদ আর তার কাণ্ডকারখানাও রানার মনে নিরেট একটা বিস্ময়বোধক চিহ্ন হয়ে উঠেছে। নিজের মিশনের কথা মনে পড়ে যেতে নদীর দিকে পিছন ফিরল রানা, ওয়্যারহাউসের দেয়াল ঘেঁষে দৃঢ় পায়ে এগোল।

ম্যানয়েল দ্য ফালার খোঁজ পাওয়া গেছে। এখন জানতে হবে

www.downloadpdfbook.com

কে তাকে ভাড়া করেছিল।

মনে মনে আরেকবার খালিদকে তারিফ করল রানা, বেছে বেছে অদক্ষ লোককে কাজে লাগাবার জন্য।

দোস্তামরা এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করেছিল। ফালাকে যে ড্রাইভার লিসবনে নিয়ে এসেছে তাকে খুঁজে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। ব্যথায় কাতর কোন লোককে সহজে কেউ ভোলে না, বিশেষ করে গন্তব্য যদি কোনও হাসপাতাল না হয়।

তারপর জানা গেল ট্যাক্সি থেকে কোথায় নেমেছে ফালা। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুই ভাই-বোন ব্যস্ত মৌমাছি হয়ে উঠল। পুলিশ বিভাগ আর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করে লিসবন আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করল ওরা, তারপর নিজেরাই ফিল্ড ওঅর্ক শুরু করল। এলাকাটা কোথায় আগেই জানা গেছে, ফলে ডাক্তারের খোঁজ পেতে সমস্যা হলো না—আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবাই তাকে চেনে।

ঠিকানা জানাবার রীতি নেই, কিন্তু ডাক্তারের সার্ভিস পাওয়ার জন্য বাধ্য হয়ে রেফারেন্স হিসাবে দু'একজনের নাম বলতে হয়েছে ফালাকে। এগুলো তার অতীত জীবন থেকে তুলে আনা নাম, এখনকার মনিবের নয়।

অপরাধ জগতে নিচু শ্রেণীর মধ্যে কল্পনাশক্তির খুব অভাব। নাম নেটওঅর্ক চিনিয়ে দেয়। রেফারেন্সটা খুব ভালোভাবে চেনে ডাক্তার। আহত লোকজনের চিকিৎসা করতে প্রায়ই তাকে শহরের বিভিন্ন হোটেলে যেতে হয়। এরকম কয়েকটা হোটেলের নাম জানা গেল তার কাছ থেকে।

হোটেলগুলোর উপর নজর রাখার ব্যবস্থা হলো। ফল পাওয়া গেল দ্রুতই। ম্যানুয়েল ফালাকে চিনতে পারল কাওসার, ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতটা পতাকার মত চোখে পড়ছে ধীর পায়ে একটা ফোন

www.downloadpdfbook.com

বুদের দিকে এগোচ্ছে সে।

বুদে ঢুকে এমন কোথাও ফোন করল ফালা, যেখান থেকে কেউ সাড়া দিল না।

ফালার কামরা চিহ্নিত করা হয়েছে। দালানটার চারধারে বসানো হয়েছে পাহারা। দালানের লাগোয়া ফোন বুদটায় দেওয়া হয়েছে তারের সংযোগ।

আরও দু'বার ফোন করার পর সাড়া পেল ফালা। তখন সন্ধ্যা ছ'টা। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক হলো রাত বারোটায়।

সাইট পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল ডক শ্রমিকদের বেঢপ আকৃতির নোংরা বার ওটা, নাম লিসবোয়া রিয়ো। নির্জন, প্রায় ফাঁকা একটা জায়গা; রাস্তার উল্টোদিকে একটা চারতলা দালান আছে।

ওই বারে যারা আসা-যাওয়া করে তাদের উপযোগী কাপড়চোপড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন বাকি আছে শুধু কাওসারের সংকেত দেওয়া। যে সংকেত দেখে রানা বুঝতে পারবে যে ওদের চিড়িয়া আসছে।

চিড়িয়া, ডানা ভাঙা হলে কী হবে, লেট লতিফ নয়—ঘড়ির কাঁটা ধরে হাজির হলো। রাস্তার শেষ মাথায় দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বলল। কাওসার ডাকছে রানাকে।

নিঃশব্দ পায়ে দ্রুত তার দিকে এগোল রানা। তার পায়ের কাছে চ্যাপ্টা হয়ে নিভে গেল ওর সিগারেট।

'এই মাত্র ভেতরে ঢুকেছে লোকটা,' বলল কাওসার, ইঙ্গিতে পিছনের সরু গলিটা দেখাল রানাকে। 'মনে হচ্ছে ওরই প্রথমে পৌঁছানোর কথা ছিল।'

'গুড,' বলল রানা, স্থানীয় জেলের জ্যাকেট টেনে-টুনে আরও একটু নীচে নামাল, কোমরের পিস্তলটা যাতে ভালোভাবে ঢাকা

www.downloadpdfbook.com

পড়ে। 'কী মনে হয়, উতরে যাব?'

'গায়ের রঙ যথেষ্ট গাঢ় করা হয়েছে, এরকম কালো লোক পর্তুগালে প্রচুর দেখা যায়,' বলল কাওসার। 'ওখানে আপনার মত আরও দু'একজনকে বসে থাকতে দেখে এসেছি। তবে চুলগুলো খুব সোজা লাগছে। আপনি বরং এটা দিয়ে ঢেকে ফেলুন।' নিজের মাথা থেকে সুতি ক্যাপটা নামিয়ে রানার মাথায় পরিয়ে দিল সে।

রানা ওটা অ্যাডজাস্ট করছে, আয়োজনটা দ্রুত ব্যাখ্যা করল কাওসার।

'ঢোকার আর বেরুবার পথে তিনজন লোককে পাহারায় রেখেছি আমরা।'

'কারা তারা?'

'স্থানীয়, সাবেক সৈনিক, প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানিতে চাকরি করে।'

'বলে যাও।'

'বারের ভেতরে ভিড় করা এখন আর সম্ভব নয়, উচিতও হবে না,' বলে যাচ্ছে কাওসার। 'দুই ব্লক দূরে একটা গাড়ি আছে, আপনি চাইলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে। এটায় শুধু একবার চাপ দেবেন, লোকজন আর গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে আপনার দিকে ছুটে আসবে।'

রানার হাতে সিগারেটের একটা প্যাকেট আর লাইটারের মত দেখতে একটা ইলেকট্রনিক সেন্ডার ধরিয়ে দিল কাওসার।

'এগুলো আপনি টেবিলের একপাশে ফেলে রাখবেন। লাইটার জ্বাললেই রওনা হয়ে যাব আমরা। এখানে, বাইরে কিছু নজরে পড়লে আপনাকে জানাব কীভাবে? সংকেত পাঠিয়ে। সংকেতটা আপনি এটার মাধ্যমে রিসিভ করবেন। বিদ্যুতের ছোট্ট একটা শক

www.downloadpdfbook.com

খাবেন।'

রানার আঙুলে ছোট্ট একটা আঙটি পরিয়ে দিল কাওসার।

'ধন্যবাদ, কাওসার,' বলল রানা।

'ইউ আর ওয়েলকাম, মাসুদ ভাই।'

'ভিতরে খদ্দের ক'জন?' জানতে চাইল রানা।

'দশ-পনেরজন, তাদের মধ্যে দু'জন নিগ্রো। বেশিরভাগই স্থানীয় ষণ্ডা, তবে আপনাকে তারা বিরক্ত করবে বলে মনে হয় না। যদি করে, আমি যতদূর বুঝি, দুই পক্ষের শক্তি প্রায় সমান সমানই হবে।'

নিজের প্রশংসা শুনে মৃদু হাসল রানা। 'সেটা পরীক্ষা না করে বলা যায় না।'

এক মুহূর্ত পর কাওসার বলল, 'এবার বোধহয় আপনার ঢোকা উচিত। তৃতীয় পক্ষ একটু পরই চলে আসবে। গুড লাক, মাসুদ ভাই।'

তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বার-এর আলো লক্ষ্য করে এগোল রানা।

কামরাটা ধোঁয়ায় ঢাকা। বাতাসে সারডিন মাছের গন্ধ। রানার ডান দিকে অসংখ্য দাগে ভর্তি কাঠের একটা বারে বসে রয়েছে বারো কী তেরোজন লোক, আরও দু'জন বাঁ দিকের টেবিল থেকে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে–শেষের দু'জন নিগ্রো।

রানার চোখ তাদেরকে গ্রাহ্য করছে না, তাকিয়ে আছে ছোট কামরাটার পিছন দিকে।

ম্যানুয়েল ফালা বসে আছে শেষ বুদটায়, রানার দিকে পিছন ফিরে, ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে আছে টেবিলে। কামরার ম্লান আলো পড়েছে তার মুখের এক পাশে–জুলফি থেকে

www.downloadpdfbook.com

ঘাম গড়াতে দেখল রানা। এয়ারপোর্টে এমন ভয়ই পেয়েছে সে, ধাক্কাটা সম্ভবত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

তবে নির্যাতনের দেখেছে কী!

নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। ফালাকে ছাড়িয়ে গেল ও, তারপর ঘুরে তার সামনের একটা চেয়ারে বসল। ছদ্মবেশের ভিতর আসল চেহারাটা চিনতে মাত্র এক সেকেন্ড লাগল তার। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেল মুখটা। লাফ দিয়ে সিধে হতে যাচ্ছে, আহত হাতটা খপ করে ধরে ফেলতেই বন্ধ হয়ে গেল নড়াচড়া।

'না! একদম নড়বে না!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা।

ফালার সমস্ত পেশি যেন নরম কাদা হয়ে গেল। তারপরও সাবধানের মার নেই ভেবে বগলের নীচের ছুরিটা হাতের তালুতে সরিয়ে আনল রানা। হাতটা রয়েছে টেবিলের তলায়।

রানার দিকে ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর বাকশক্তি ফিরে পেল ফালা। নিস্তেজ কণ্ঠস্বর, তবে হুমকির সুর স্পষ্ট। 'আমি চেঁচাব। যিশুর কিরে। কেউ আমাকে থামাতে পারবে না।'

শরীরের ভাষা বলে দিল আত্মসমর্পণ করছে রানা, তবে মনে মনে আক্রমণের ছক তৈরি করছে। ফালার হাতটা ছেড়ে দেওয়ার সময় চট করে একবার চোখ বুলিয়ে কামরাটা দেখে নিল ও। পিছনের দুই আগন্তুকের দিকে সতর্ক ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে খদ্দেররা। এই মুহূর্তে তারা কেউ কোন হুমকি নয়, তাকাচ্ছে স্রেফ কৌতূহলবশত। পরিস্থিতিটা বরং রানার অনুকূলে।

'না, চেঁচিয়ো না,' সাবধান করে দিয়ে বলল রানা।

কিন্তু গোঁয়ার্তুমি শুরু করল ফালা। 'একশো বার চেঁচাব। আরেক বার ছুঁয়ে দেখুন চেঁচাই কি না।'

বাঁ হাতটা উঁচু করল রানা। 'আমি ছোঁব না, তুমি চেঁচাবে না. ঠিক আছে?'

www.downloadpdfbook.com

দুর্বল ভঙ্গিতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ফালা, তবে চোখ দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

এক সেকেন্ডও পেরোয়নি অ্যাকশন শুরু হলো তার। লাফ দেওয়ার জন্য বুক ভরে বাতাস নিচ্ছে–ব্যস, এর বেশি তাকে কিছু করতে দিল না রানা।

ওর ছুরি ধরা হাতটা টেবিলের নীচে থেকে উঠে এসেছে, ফলাটা ঘ্যাচ করে গেঁথে গেছে আহত হাতে, হাত ভেদ করে টেবিলটপে সেঁধিয়ে গেছে ছুঁচালো ডগা।

এরপর যে চিৎকারটা হলো, তার উৎস তীব্র ব্যথা, ভয় নয়।

বারে বসা লোকগুলোকে আবার দেখল রানা। প্রায় সবাই তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এদিকে। তাদের মধ্যে দুজনের চেহারা দেখে মনে হলো চিনা। দুজনই টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বাকি লোকগুলোর দিকে পালা করে দৃষ্টি হানল ও, চোখ থেকে যেন আগুন আর মৃত্যুর গন্ধ বেরুচ্ছে। ক্রমশ, একে একে, চোখ নামিয়ে নিল তারা–ফালাকে তুলে দিল তার ভাগ্যের হাতে।

স্প্যানিয়ার্ডের দিকে ফিরল রানা। নিজের চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে সে, ব্যথায় চোখের কোণে পানি বেরিয়ে এসেছে। 'মিথ্যুককে ঘৃণা করি,' স্প্যানিশ ভাষায় বলল ও। 'আমি তোমাকে ছুঁলাম না, তারপরও চিৎকার করলে তুমি। মিথ্যে দিয়েই যদি শুরু করো, তা হলে যে-সব কথা আমাকে বলতে যাচ্ছ সেগুলো সত্যি কিনা বুঝব কীভাবে আমি?'

তালু থেকে উঠে আসা ছুরির ফলার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, মুখ যেন ঘামের একটা পরদা। 'কী চান আপনি আমার কাছে?' ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে।

'যার সঙ্গে দেখা করছ তুমি, কে সে?'

www.downloadpdfbook.com

ঘন ঘন এদিক-ওদিক মাথা দোলাল ফালা। 'আমি জানি না।'

চোখের পলক ফেলারও আগে ছুরিটা উঠে এল, তারপর দ্বিতীয়বার গেঁথে গেল, এবার তালুতে ঢুকল ঠিক বুড়ো আঙুলটার পিছনে। আবার চেঁচিয়ে উঠল ফালা, সেইসঙ্গে রক্তের নতুন একটা ধারা বেরিয়ে এল তালু থেকে। চিৎকার থামিয়ে মেঝেতে বমি করল সে।

উদ্‌গিরণ বন্ধ হওয়ার সময় দিয়ে আবার শুরু করল রানা। 'কেউ একজন আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। তুমি একজন মেধাবি আর্টিস্ট, ফালা। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবে মিথ্যে কথা বললে না-খেয়ে মরতে হবে তোমাকে। এখন পর্যন্ত নরম ব্যবহার করেছি আমি, কিন্তু এরপর এক এক করে শক্ত টিস্যুগুলো কাটব। বাতিল হাত দিয়ে কীভাবে তুমি কাগজ-পত্র জাল করবে?'

মাথা ঝাঁকাল বিধ্বস্ত একজন লোক। কোন রকমে শোনা গেল তার নিস্তেজ কণ্ঠস্বর। 'কী জানতে চান আপনি?'

'কে তোমাকে ভাড়া করেছে?'

মুখটা উঁচু করল ফালা, সেখানে ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে কৌতূহল কিংবা প্রত্যাশা। 'যিশুর কিরে! আমি জানি না!'

ছুরির হাতলে আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল রানা।

'জায়গাটা অন্ধকার ছিল!' তাড়াতাড়ি বলল ফালা। 'মাদ্রিদের একটা কামরা। শুধু আমার মুখে আলো ফেলা হয়। আমি শুধু লোকটার কথা শুনতে পেয়েছি, দেখতে পাইনি তাকে। সে আমাকে একটা এনভেলাপ দেয়, ভিতরে কয়েকটা ড্রইং ছিল—নানা ছদ্মবেশে আপনার ছবি। ওগুলো দেখতে বলা হয় আমাকে, তারপর এয়ারপোর্টে নজর রাখতে পাঠায়।'

'তোমার সঙ্গে আরও দু'জন ছিল। তাদের সম্পর্কে বলো।'

www.downloadpdfbook.com

'আমার লোক ওরা...আমিই ওদেরকে ভাড়া করি। এই কাজের জন্যে টাকা দেয়া হয়েছে আমাকে। টাকা আর একটা টেলিফোন নম্বর—পরে যাতে আমি রিপোর্ট করতে পারি। ব্যস, আমি আর কিছু জানি না!'

এরকম অসহ্য নির্যাতনে ভোগার সময় লোকটা মিথ্যে বলবে বলে মনে হয় না। তার কথাগুলো রানার সন্দেহকেই দৃঢ় করছে। গোটা ব্যাপারটায় খালিদের বুদ্ধির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছে ও। 'ওই নম্বরে ডায়াল করতে কে সাড়া দিল? তোমরা এখানে কী কাজে দেখা করছ?'

'কে সাড়া দিল জানি না। একটা কণ্ঠস্বর। আগে কখনও শুনিনি। এখানে আমাকে আসতে বলা হয়েছে, তাই এসেছি। কেন? জানি না। হয়তো আরেকবার চেষ্টা করা হবে।'

'কিন্তু তুমি এলে কী মনে করে?' সন্তুষ্ট হতে পারছে না রানা। 'পালিয়ে যাওনি কেন, ফালা? তোমার কাজ তো তুমি করেইছ। চেষ্টাটা সফল হয়নি, কিন্তু সেজন্যে তুমি দায়ী নও। তা হলে এখানে এসেছ কেন?'

অসম্ভব বলে মনে হলেও, লোকটার চোখের গভীরে কুৎসিত একটা ভয় ফুটে উঠতে দেখল রানা। কথা বলার সময় শিউরে উঠল সে। 'গলার আওয়াজটা, সিনর। কারও সাধ্য হবে না ওই আওয়াজ অগ্রাহ্য করে। নরক থেকে যম যেন নিজে নির্দেশ দিয়েছে আমাকে।'

রেকর্ড করা টেলিফোন কলটা স্মরণ করল রানা। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মত কিছু পায়নি ও। 'কার কথা বলছ তুমি? যে লোকটা ফোন ধরে?'

মাথা নাড়ল ফালা। 'কামরার লোকটা, সিনর। আলোর পিছনের লোকটা। এমন কণ্ঠস্বর, আপনার ইচ্ছে শক্তি কেড়ে

www.downloadpdfbook.com

নেয়।' রানার দিকে ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'প্রার্থনা করি ওই লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হোক। সে আপনাকে খুন করবে, আর আমি আপনার কবরে মুতব।'

ওকে উত্তেজিত করার চেষ্টাটা গায়ে মাখল না রানা। ফালার হাত থেকে ছুরিটা তুলে নিয়ে নিজের ডানদিকের টেবিলটপে গাঁথল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে টেবিলের একপাশে রাখল। 'তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, ফালা,' শান্তকণ্ঠে বলল ও। 'রহস্যময় সেই কণ্ঠস্বরের মালিকই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে এখানে?'

'হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। একটু পরেই জানতে পারব আমরা,' জবাব দিল ফালা।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি নিয়ে রানা বলল, 'সে যদি না-ও আসে, যে আসবে তাকে ধরলে এক পা এগোনো যাবে। তাকে আমি পাবই, ফালা।'

'সিনর,' বলল ফালা। 'তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

'বেশ, সময় কাটানোর জন্যে বিয়ার খেতে পারি আমরা।' বারের দিকে ফিরল রানা, হাত তুলে অর্ডার দিতে যাচ্ছে, এই সময় সন্দেহের প্রথম ধাক্কাটা লাগল। মনে হলো তলপেটের ভিতরটা কে যেন খামচে ধরেছে।

বার-এর পিছনে কেউ নেই। আসলে ভিতরে ঢোকার পর থেকে ওখানে কাউকে দেখেনি রানা।

এ-ধরনের ছোটখাট ব্যাপারই মানুষকে খুন করে।

www.downloadpdfbook.com

ছয়

বার ছেড়ে এদিক-সেদিক যেতেই পারে বারটেন্ডার–বাথরুমে, কিংবা স্টোররুমে। কিন্তু তার অস্তিত্ব থাকবে না, বা গায়েব হয়ে যাবে, এমন তো হতে পারে না।

অবশিষ্ট বারো-তেরোজন খদ্দেরের উপর দ্রুত একবার চোখ বুলাল রানা। এদের মধ্যে অন্তত পাঁচজন চুমুক দিচ্ছে, পান করছে না; এর মানে হলো তারা জানে পরিবেশন করার মত কেউ নেই।

হাড় ভাঙা খাটনির পর জেলেরা বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেয় না, ঢক-ঢক করে গেলে।

কামরার ভিতরে হঠাৎ করে ফাঁদ আর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেল রানা।

ঠিক এই সময় কাওসারের দেওয়া আঙটি জ্যান্ত হয়ে উঠল। আঙুলে বিদ্যুতের ছ্যাঁকা খেল রানা। ফালার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছে কেউ।

চোখ তুলে দরজার দিকে তাকাল বটে রানা, তবে দৃষ্টির পরিধির ভিতর যা কিছু আছে সব খেয়াল করতে চাইছে, সেই সঙ্গে দেখার জন্য অপেক্ষা করছে আগন্তুক হিসাবে কে ঢোকে।

জ্যাকেটের ভিতর ঢুকে পিস্তল ধরল ডান হাত।

ফালার দিকে তাকাল রানা। ওকেই দেখছে লোকটা, চেহারায় বেঈমানীর ছাপ নেই, বরং কৌতূহল আছে। রানা প্রস্তুতি নিচ্ছে

www.downloadpdfbook.com

কেয়ামতের। জালিয়াত লোকটার জন্য সামান্য করুণা হলো ওর। বিশ-পঁচিশ বছর ধরে এই বিপজ্জনক পেশায় রয়েছে লোকটা, অথচ এখনও শেখেনি যে, সময় মত সরে যেতে না পারলে চড়া মূল্য দিতে হয়।

কামরার চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল রানা। ওর ডানদিকে একটা পরদা ঝুলছে—রঙটা এক সময় নীল ছিল, এখন প্রায় সাদা দেখাচ্ছে। মাঝখানে চেরা সেটা, ফাঁক দিয়ে কাঠের একটা পার্টিশন দেখা যাচ্ছে। সেটার পিছনে সরু প্যাসেজ, চলে গেছে বাথরুমের দিকে।

পিস্তলটা কোলের উপর রাখল রানা। তারপর চোখ তুলে আবার দরজার দিকে তাকাল। দোরগোড়ায় এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

রানার দুটো হাতই এখন টেবিলের উপর। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করল। ঠোঁটের মাঝখানে আটকাল ওটা, শরীরের ভার পিছনের পায়া দুটোর উপর চাপিয়ে চেয়ারটাকে কাত করল।

সিগারেট না ধরিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। তারপর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল, দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে লাইটারের দিকে হাত বাড়াল ও।

চোখের কিনারা দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল রানা।

বার-এর শেষ মাথার লোকটা আর টেবিলে বসা নিগ্রো দু'জন ওর দিকে মুখ করে আছে, তাদের সবার হাত দেখা যাচ্ছে—খালি।

বার-এ বসা বাকি লোকগুলো সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে, তাদের পিঠ নিখুঁত আড়াল। এদের মধ্যে পাঁচজনকে সাধারণ খদ্দের বলে মনে করছে রানা, বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে

www.downloadpdfbook.com

নিচ্ছে ওকে।

দোরগোড়ায় পোজ দেওয়ার ভঙ্গিতে দেখা গেল কাউকে। এক সেকেন্ড ওখানে থেমে ভিতরে পা রাখল সে।

কামরার ভিতর যেন বাতাস পর্যন্ত থমকে গেছে।

পালস রেট বেড়ে গেল রানার। লাইটারটা ঠোঁটে ধরা সিগারেট পর্যন্ত তুলল। দুই হাতের সাহায্যে একটা পেয়ালা তৈরি করেছে, মুখটা যাতে পুরোপুরি আড়ালে থাকে।

লোকটাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। তার ভাব-ভঙ্গিই বলে দিল, ওকে ভালো করে দেখতে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে সে। তারমানে এ-ও সম্ভবত আরেকজন স্পটার।

কিন্তু সিগারেটের চারদিকে হাত দুটোকে পেয়ালা বানিয়ে রেখেছে রানা, মুখটা দেখতে দিচ্ছে না তাকে।

তবে একটু পরেই বুঝতে পারল রানা, এভাবে দেরি করিয়ে লাভ নেই। যা ঘটার ঘটতে দেওয়া উচিত। ঝামেলা শেষ হোক।

আঙুলের চাপ দিয়ে লাইটার জ্বালল ও, জ্বালার সময় বাঁ হাতটা টেবিলের নীচে নামিয়ে আনল। দুটো জিনিস আশা করছে ও। সংকেত পাঠানো হয়ে গেছে, এখন দেখার বিষয় বন্ধুদের নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছায় কাওসার। আর চাইছে দোরগোড়ার কাছ থেকে স্পটার লোকটা পরিষ্কার দেখতে পাক ওকে।

লাইটারের শিখা স্থির হলো, তারপর ছড়াতে শুরু করল আলোটা।

রানাকে দেখামাত্র চিনতে পারল সে, আর চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারায় নীরব উল্লাস ফুটে উঠল।

এটাই চেয়েছিল রানা। হঠাৎ উল্লাস বোধ করায় ওর পরবর্তী নড়াচড়া খেয়াল করল না সে।

লাইটারটা নেভায়নি রানা। ওর ডানদিকের পরদার নীচের

www.downloadpdfbook.com

দিকটা ধরিয়ে দিয়েছে ও। তারপর লাইটার ফেলে হাতে তুলে নিয়েছে পিস্তলটা।

রানাকে চিনতে পারার পর অ্যাকশন শুরু করল লোকটা। ওর অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে সে, ঠিক তখনই রানার হাতে গর্জে উঠল ওয়ালথারটা।

পরমুহূর্তে চিৎকার-চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। বারে বসা খদ্দেরের মধ্য থেকে চার-পাঁচজন গ্লাস ফেলে পড়িমরি করে দরজার দিকে ছুটল।

চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছে রানা, ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ে একটা গড়ান দিল। তার আগে চাক্ষুষ করেছে বীভৎস দৃশ্যটা—গুলি লেগে উড়ে গেছে লোকটার মুখের বাঁ পাশ।

স্পটার নয়, নিজের সম্পর্কে আততায়ীদের নিজেই নিশ্চিত করেছে রানা। ওর হাতে পিস্তলটা গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বারে বসা দু'জন লোকের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিজেদের টুলে ঘুরে গেল তারা, হাতে ব্যারেল-কাটা একজোড়া শটগান। বুদের দিকে তাক করেই ট্রিগার টেনে দিয়েছে, দেখার প্রয়োজন মনে করেনি টার্গেট ওখানে আছে কি না।

বদ্ধ জায়গার ভিতর জোড়া ব্যারেলের বিস্ফোরণ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার যোগাড় করল। দুই গড়ান দিয়ে শরীরটাকে থামিয়ে গুলি করার সময় অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল রানা, আহত পশুর মত কাঁদছে বা গোঙাচ্ছে ম্যানুয়েল ফালা।

সময় নিয়ে তাক করা একজোড়া বুলেট মালিকসহ শটগান দুটোকে ফেলে দিল মেঝেতে। এদেরকে মারল দুই চিনা, ফালার হাতে রানা ছুরি গাঁথার পরপরই বার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল যারা। তারা আসলে চলে যায়নি, দরজার ঠিক বাইরে থেকে পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল।

www.downloadpdfbook.com

চট করে বার-এর শেষ মাথার দিকে একবার তাকাল রানা। কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তৃতীয় লোকটা এরই মধ্যে কাভার পেয়ে গেছে। বাকি থাকল শুধু টেবিলে বসা দুই নিগ্রো।

দু'জনই ঝট করে পিস্তল বের করেছে। সঙ্গীদের মত বোকা নয়, আগে দেখে নিল টার্গেট কোথায় আছে, তারপর চাপ দিল ট্রিগারে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল, তাদের দিকে নিজের পিস্তল ঘোরাবার সময়ই পায়নি রানা। তবে ওর ভাগ্যই বলতে হবে যে গুলি খাওয়ার পর এতক্ষণে মেঝেতে ঢলে পড়ার সময় হলো ম্যানুয়েল ফালার।

দু'টো বুলেট রানার মুখের পাশে কাঠের মেঝের ছাল তুলল, বাকি তিনটে ঢুকে গেল জালিয়াত লোকটার নিষ্প্রাণ শরীরে।

আগুনটা ইতিমধ্যে বেশ লকলকিয়ে উঠেছে। লাফ দিয়ে কাঠের পার্টিশনটার আড়ালে চলে এল রানা। প্যাসেজের মুখে আড়াল নিয়ে অপেক্ষা করছে। দেখা যাক এরপর কী ঘটে।

খানিক বিরতি দিয়ে এক এক করে আরও তিনটে গুলি হলো। জ্বলন্ত পার্টিশনের উপর দিয়ে ছুটে এসে বুলেটগুলো শুধু দেয়ালের প্লাস্টার খসাতে পারল।

তারপর নীরবতা।

নিষ্ঠার সঙ্গেই নিজের কাজ করে চলেছে আগুন। ওটা না থাকলে তিন আততায়ী ওর খোঁজে পার্টিশন টপকে ঢুকে পড়ত ভিতরে। রানাকে এখন দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই, তবে জানে আড়াল নিয়ে অপেক্ষা করছে ও–ওদের কাউকে পার্টিশন টপকাতে দেখলেই গুলি করে ফেলে দেবে।

তবে হতাশ হবার কিছু নেই তাদের। এই আগুনই রানার জন্য মরণফাঁদ হয়ে উঠবে। শুধু যদি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে

www.downloadpdfbook.com

তারা। আগে হোক বা পরে, আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য পার্টিশনের ওদিক থেকে বেরুতেই হবে রানাকে।

রানা শুধু আশা করছে, লোকগুলো নিশ্চয়ই ধরতে পারেনি যে লাইটার জ্বেলে সঙ্গীদের চলে আসার সংকেতও দিয়েছে ও।

অপেক্ষা রানাও করছে। ইতিমধ্যে পরদার আগুন ওর বুদের টেবিলক্লথেও লেগেছে। দুই নিগ্রো নিজেদের টেবিল ছেড়ে সরে গেছে বারের কাছে।

অপেক্ষার পালা শেষ হলো রানার। বারের বাইরে থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল, দুই নিগ্রোর ঠিক পিছনেই ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ। তাদের পিঠে এক ঝাঁক বুলেট বৃষ্টি হলো।

ঠিক এই সময় পঞ্চম লোকটা, যাকে রানা বারের শেষ মাথায় বসে থাকতে দেখেছিল, আড়াল থেকে বেরিয়ে সদ্য আগুন ধরা পার্টিশনের ফাঁকটার সামনে এসে দাঁড়াল, উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে ঠিক কোথায় লুকিয়েছে রানা, ওকে ফাঁকি দিয়ে নিজেও লুকাতে পারবে কিনা।

রানার হাতে গর্জে উঠতে যাচ্ছে পিস্তলটা, তার আগেই লোকটার কপালের মাঝখানে একটা লাল ফুটো তৈরি হলো। দরজার বাইরে থেকে আবার টার্গেট প্র্যাকটিস করল চিনারা।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর শুনতে পেল, 'মাসুদ ভাই, আর ইউ দেয়ার?'

'হ্যাঁ,' কাওসারের গলার আওয়াজ চিনতে পেরে জবাব দিল রানা। 'সরে দাঁড়াও, বেরিয়ে আসছি আমি। গাড়িটা বারের সামনে আনতে বলো, আর মুখটা নিচু করে রাখো!'

লাথি মেরে জ্বলন্ত কাঠের পার্টিশন ফেলে দিল রানা। তারপর লাফ দিয়ে সেটা টপকে বেরিয়ে এল বার-এ। কাওসারকে দেখতে

www.downloadpdfbook.com

পেয়ে নিজের মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে তার মাথায় বসিয়ে দিল। 'এটা পরো–জলদি! নীচে টেনে এনে চোখ ঢাকো, তারপর যত তাড়াতাড়ি পারো উঠে পড়ো গাড়িতে।'

বার-এর সামনের রাস্তায় টায়ার ঘষা খাওয়ার গা রিরি করা আওয়াজ হলো। সম্ভবত অকুস্থল ত্যাগ করছে উপকারী বন্ধু চিনারা।

কাওসারকে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। ছুটে এসে ব্রেক করার আওয়াজ হলো আরেকটা গাড়ির।

ওরা বেরুতেই ওদের সামনে ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা কার। দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। গাড়ি তখনও চলতে শুরু করেনি, ওদের উপর ছাদ থেকে গুলি শুরু হলো। কাওসারের ভাড়া করা দু'জন সাবেক সৈনিক ভারী বস্তার মত পড়ে গেল রাস্তার উপর।

'মুভ!' ড্রাইভারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল রানা।

স্টার্ট দেওয়াই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। পরবর্তী কয়েক সেকেন্ড ব্যাকসিটে গড়াগড়ি খেলো কাওসার আর রানা।

তবে অ্যামবুশ সাইট থেকে বেরিয়ে আসার পর রানার নির্দেশে স্পিড কমিয়ে আনল ড্রাইভার। নিজেদের সিটে স্থিরভাবে বসার সুযোগ হলো ওদের।

'কী ব্যাপার বলুন তো, মাসুদ ভাই?' হাঁপাচ্ছে কাওসার দোস্তাম।

'আবার কী, ওটা একটা ফাঁদ ছিল,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

চোখ মিটমিট করল কাওসার। 'ফাঁদ? তা কী করে সম্ভব? আমরা ফালার পিছু নিয়ে...'

'সেটাই চাওয়া হয়েছে,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'অবশেষে বুঝতে পেরেছে খালিদ, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়ার জন্যে

www.downloadpdfbook.com

কাকে পাঠানো হয়েছে। সে ধরে নেয় ম্যানুয়েল ফালাকে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলব আমি। এটার ওপর নির্ভর করছিল সে।'

মাথা থেকে ক্যাপ নামিয়ে সেটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছল কাওসার। 'কী সাংঘাতিক!' বিড়বিড় করল সে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাসি দেখা গেল ঠোঁটে। 'আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখছি কোনও চালাকিতে কারও চেয়ে কম যায় না!'

'না, কম যায় না।'

এবার মৃদু শব্দে হাসল কাওসার। 'যাই হোক, এবার সে ব্যর্থ হয়েছে। আপনাকে ছুঁতে পারেনি।'

জবাব দেওয়ার আগে কাওসারকে ভালো করে দেখল রানা। 'হ্যাঁ, আমাকে ছুঁতে পারেনি সে। তবে বাজি ধরে বলতে পারি, অন্য একটা জিনিস পেয়ে গেছে সে।'

'অন্য একটা জিনিস? কী?'

কাওসারের দিকে ফিরল রানা। আফগান তরুণ ওর উদ্বেগ অনুভব করতে পারছে, মুখের হাসি নিভে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। 'বার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় গুলি হলো, মনে আছে তোমার?'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠল কাওসারের। 'ফুটপাতে আমার দু'জন লোক পড়ে আছে, মাসুদ ভাই, আর আপনি জিজ্ঞেস করছেন...'

'জানি, কাওসার। সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে আমাদের এই পেশায় দুটো জিনিস দিয়ে তোমাকে শ্যুট করা যায়, আর দুটোই খুব মারাত্মক। একটা বুলেট...আরেকটা ফিল্ম।'

উপলব্ধির ছাপটা ধীরে ধীরে ছড়াল কাওসারের মুখে। 'মাই গড!'

'রাইট,' সায় দেওয়ার সুরে বলল রানা তারপর জানালা দিয়ে

www.downloadpdfbook.com

আরেকবার বাইরের অন্ধকারে তাকাল। 'আমাকে তো পেয়েইছে। ভয় হচ্ছে, তোমাকেও পেয়ে গেছে খালিদ।'

•

সাত

হিলটন ইন্টারন্যাশনাল ব্যয়বহুল অভিজাত হোটেল। লাইফ ম্যাগাজিনের একটা প্রতিবেদনে গুণকীর্তনের পর দুনিয়া জোড়া সুখ্যাতি তো পেয়েছেই, সেই সঙ্গে নামটা হয়ে উঠেছে বিলাসিতার সমার্থক। প্রিন্সেস দামিনীকে এর চেয়ে ম্লান কোন পরিবেশে ঠিক যেন মানায় না।

তবে এখানে বেড়াতে আসেনি রানা।

শ্বেত পাথরে মোড়া লবি পার হয়ে অলঙ্কৃত এলিভেটরে ঢুকল ও। হাতঘড়ির উপর চোখ রেখে পৌঁছে গেল টপ ফ্লোরের নির্দিষ্ট একটা স্যুইটের দরজায়। প্রিন্সেস সময়ের মূল্য দেয়, ঠিক ওরই মত। বিসিআই থেকে পাওয়া হাতঘড়িতে এখন বাজেও ঠিক সাতটা। নক করল রানা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চশমা পরা, টেনেটুনে পাঁচ ফুট, গণপতি ঠাকুর। ডোরাকাটা কাপড়ের সুট পরেছে মাঝবয়স্ক লোকটা, মাথার চুল টাক ঢাকার জন্য ব্যাকব্রাশ করা।

'মাসুদ রানা,' পরিচয় দিল রানা। 'প্রিন্সেসের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

www.downloadpdfbook.com

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল গণপতি। তাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা।

দরজা বন্ধ করে কার্পেট মোড়া একটা প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে গণপতি। তার পিছু নিয়ে বেশ বড় একটা সিটিং রুমে ঢুকল ও। ওকে বসার ইঙ্গিত করে জুতোর গোড়ালি দুটো ক্লিক করল প্রিন্সেস দামিনীর এইড, তথা দেহরক্ষী; তারপর আরেকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

চারপাশে চোখ বুলাল রানা।

মেঝেতে সাদা রঙের পুরু কার্পেট, সেটা থেকে খাড়া হয়েছে অ্যান্টিক ফার্নিচারের একটা কালেকশন–ইউরোপের কোন মিউজিয়াম থেকে তুলে আনা হয়ে থাকলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য। টেরেসে বেরুবার দরজায় সাটিনের পরদা। সব কিছুতেই বিত্ত আর বিলাসিতার আবহ।

সোফা ছেড়ে টেরেসের দিকে এগোল রানা। পরদা সরিয়ে প্রকৃতিকে দেখছে। প্রিন্সেসের এই টেরেস থেকে সপ্তম এডওয়ার্ড পার্কটা দেখা যায়। কাল মাঝরাতের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে ও।

কাওসারের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে ভেবে নিজেকে রানা তিরস্কার করলেও, দোস্তামরা ব্যাপারটার মধ্যে ওর কোনও ত্রুটি দেখতে পায়নি। তা ছাড়া, ওদের যুক্তি হলো, কাওসার তো এমনিতেই বড় বেশি দৃশ্যমান–শুধু আকারই ওর পরিচয় ফাঁস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কাজেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, আপাতত হোটেল ছেড়ে বেরুবে না সে, চোখ রাখবে টিভির পর্দায়, অপেক্ষায় থাকবে কেউ আসে কিনা দেখার জন্য।

'প্রথম সবক, ডিয়ার রানা, কখনও মন খারাপ করবে না।'

www.downloadpdfbook.com

ঘুরল রানা। সিটিংরুমের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে প্রিন্সেস দামিনী। বেলুনের মত ফুলে থাকা তার ব্লাউজ কয়েক স্তর শিফন দিয়ে তৈরি, স্কার্টটা কোঁকড়ানো লাল সিল্ক। দারুণ দেখাচ্ছে প্রিন্সেসকে। খুশি হয়ে ওঠা মনের ছাপ নিশ্চয় চেহারাতে পড়ল। হেসে উঠে প্রিন্সেস বলল, 'এই তো, উন্নতি হচ্ছে। এখনও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড নয়, তবে একটা মেয়েকে খুশি করার জন্যে যথেষ্ট। কী দেব তোমাকে? বোধহয় স্কচ?'

'দু'আঙুল।'

ভেসে যাওয়ার ভঙ্গিতে ড্রিঙ্ক কেবিনেটের দিকে এগোল প্রিন্সেস, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। সত্যিই চমৎকার প্রিন্সেসের ফিগারটা।

ফিরে এসে ওর সামনে থামল প্রিন্সেস, ডান হাত লম্বা করল পুরোটা। 'আশা করি কাস্টমসে বিশেষ ঝামেলা পোহাতে হয়নি তোমাকে?' হাসল সে।

তার হাত থেকে গ্লাসটা নিল রানা। 'তোমাকে ধন্যবাদ দিতে হয়,' বলে ছোট্ট করে বাউ করল। 'ঝামেলা একটু হয়েছে, তবে কাস্টমসের সঙ্গে নয়।'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি কে যেন কুখ্যাত দু'জন খুনিকে মারাত্মকভাবে আহত করে লিসবন পুলিশের মস্ত উপকার করেছে।' হাসিটা ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছে, ফলে প্রিন্সেসের মুখের বাঁ দিকের টোলটা গভীর হচ্ছে ক্রমশ। 'তুমি কি জানো, গত বছর ঘোষণা করা হয়েছে ওদেরকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার দেয়া হবে?'

মাথা নাড়ল রানা। কোন মন্তব্য করতে রাজি নয়।

'অনেক টাকা, রানা! বিশ্বাস করো আর নাই করো, ওই দুই পাষণ্ড নাকি সত্তরজন মানুষ মেরেছে। যাই হোক, পুলিশ বিভাগ

www.downloadpdfbook.com

থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, খুনিদের ধরিয়ে দেওয়া ভদ্রলোক যেন হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরস্কারের টাকাটা চেয়ে নিয়ে যান।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কে জানে, ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছিল। সেক্ষেত্রে পুরস্কারের দাবিদার পাওয়া যাবে না।'

রানার চোখে-মুখে এক সেকেন্ড কী যেন খুঁজল প্রিন্সেস, তারপর মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি যখন বলছ, হতেও পারে। তা এ-প্রসঙ্গ থাক। এই, এসো, আমরা বসি।'

একটা ডাবল সোফার দিকে এগোল প্রিন্সেস। হাঁটু ভাঁজ করে, পা দুটো শরীরের নীচে রেখে বসল সে; হাত চাপড়ে সোফার বাকি অংশটুকু দেখাল রানাকে।

এগিয়ে এসে ওই একই সোফার আরেকপ্রান্তে বসল রানা, এত কাছ থেকে তাকানোয় প্রিন্সেসের মুখ থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

ব্যাপারটা লক্ষ করে মৃদু শব্দে হেসে উঠল প্রিন্সেস। বলল, 'কী দেখছ, হে?'

'তুমি খুবই সুন্দর,' সংক্ষেপে, সত্যি কথাটা বলল রানা।

'এ আর নতুন কথা কী, এ তো আমি জানিই,' ধীরে ধীরে ম্লান হলো প্রিন্সেসের হাসি। 'একটা মেয়ের রূপ-সৌন্দর্য আর যৌবনের কী দাম, বলো, সে-সব যদি কারও ভোগে না লাগে?'

এ-ধরনের শব্দ চয়নে সামান্য হলেও হকচকিয়ে গেল রানা। চোখ সরিয়ে নিয়ে হাতের গ্লাসে একটা চুমুক দিল।

'অপরাধ জগতের একজন হয়ে ওঠায় আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এটাতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি—খোলামেলা ভাবে, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারি। বেশ বুঝতে পারছি তুমি বিব্রত বোধ করছ।

www.downloadpdfbook.com

দুঃখিত, এ প্রসঙ্গও থাক।'

'না, মানে, আমি কিছু মনে করছি না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমার বরং কৌতূহলই হচ্ছে।'

'বেশ, তা হলে শোনো। আমার ব্যক্তিগত জীবনটা কঠিন একটা সংকটে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে, লাভার বয়,' মৃদুকণ্ঠে বলল প্রিন্সেস। 'এ-ব্যাপারে কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না, তাই কাউকে বলি না। তবে তোমার কথা আলাদা, রানা। তোমাকে বলা যায়।'

'আমি সত্যি ভাগ্যবান,' অকুণ্ঠচিত্তে নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করল রানা।

'সবাই জানে আমি কুলত্যাগিনী, স্বৈরিণী, রাজপরিবারের মর্যাদা ধুলোয় লুটিয়েছি,' বলে নিজের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল প্রিন্সেস। 'এমন কোনদিন নেই যেদিন কাঠমাণ্ডুর পত্র-পত্রিকায় আমার প্রেম-ভালোবাসা আর যৌনজীবন নিয়ে বানোয়াট বিকৃত সব কাহিনী ছাপা হচ্ছে না।

'কেউ লেখে, গোপনসূত্রে খবর পাওয়া গেছে গত মাসে একজন পপ স্টারের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে আমার বিয়ে হয়েছে–এই নিয়ে আটবার বিয়ে দিল ওরা আমার। কেউ লেখে, প্রতিরাতে কম পক্ষে দু'জন সুপুরুষ ছাড়া আমার চলে না। এমনও লেখা হয়েছে, আমি নাকি প্রতিরাতে আমার কাম চরিতার্থ করতে অ্যাডভেঞ্চারে বের হই। অ্যাডভেঞ্চার মানে সুদর্শন তরুণ শিকার করতে বেরোই, রেপ করার জন্যে। এ-সব যারা লেখে তারাও তো সাংবাদিক, তাই না? আমার জানতে ইচ্ছে করে, কেমন সাংবাদিক তারা।

'এখন যদি তাদেরকে বলা হয়, আমি প্রিন্সেস দামিনী এখনও অক্ষত যোনি, বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করা যেতে পারে, কী জবাব

www.downloadpdfbook.com

দেবে তারা?'

একটা ঢোক গিলল রানা। 'কী যেন একটা সংকটের কথা বলছিলে তখন?'

নড়েচড়ে বসল প্রিন্সেস, পাশের টিপয় থেকে ফোন তুলে ডিনার অর্ডার দিল রুম সার্ভিসে, তারপর নিজের গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিল। 'আমার জীবনে সব আছে, রানা,' বলল সে। 'অন্তত বিশটা ব্যাঙ্কে নামে-বেনামে বহু কোটি ডলার জমিয়েছি। আমার দ্বীপ আছে, ফ্রেঞ্চ শ্যাতো আছে, ইংলিশ ম্যানশান্ আছে, দুই হাজার একরের আমেরিকান র‍্যাঞ্চ আছে। তিনটে এয়ারলাইন্সের এক-চতুর্থাংশ শেয়ারের মালিক আমি। বলো, কী নেই?'

'একজন পুরুষ,' বলল রানা। 'প্রশ্ন হলো, কেন নেই? সত্যিই অবাক লাগছে আমার। তোমার মত অনিন্দ্য সুন্দরী...'

'জবাবটা শুনলে আমার সম্পর্কে তোমার ধারণাই হয়তো বদলে যাবে,' থেমে থেমে বলল দামিনী। 'তুমি হয়তো আমাকে অহঙ্কারী আর দাম্ভিক ভাববে। তবু বলি। আমার জীবনে যত পুরুষ এসেছে, তাদের কাউকেই আমার নিজের উপযুক্ত বলে মনে হয়নি।'

'জানতে ইচ্ছে করছে, কেমন পুরুষ তারা।'

নিজের গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিল নেপালী রাজকন্যা। 'সবাই তারা সমাজের ওপর মহলের মানুষ। যেমন ধরো–কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, কিংবা ফিল্মস্টার, নামকরা শিল্পপতি, গেরিলা লিডার, মাফিয়া ডন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ রাজপুত্র নেই।'

'রাজপুত্র থাকতেই হবে কেন?'

প্রিন্সেস জবাব দিল, 'বা রে, আমি রাজকন্যা না? ভুলে যেয়ো না আমি কে, কোত্থেকে এসেছি।'

'কী আশ্চর্য!' রানার প্রায় ধৈর্য হারাবার উপক্রম। 'তুমি

www.downloadpdfbook.com

রাজপরিবারের মেয়ে বলে শুধু রাজপরিবারের ছেলেকেই নিজের উপযুক্ত মনে করবে, এ কেমন কথা!'

'কেন, এর মধ্যে অন্যায়টা কী দেখছ তুমি? আমি আমার সম-মর্যাদার পাত্র খুঁজব না?'

'রাজা আর আছে ক'টা দুনিয়ায়, সে হিসেব করেছ?' জানতে চাইল রানা। 'ছোটখাট সামন্ত রাজাদের বংশধররা বেশিরভাগ পরিচয় গোপন করে বস্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। আরবের রাজা-বাদশাদের কথাও বাদ, কারণ তারা বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় না কাউকে, বড় জোর রক্ষিতা হিসাবে রাখে হেরেমে। আর তোমার এত মাইনাস পয়েন্ট যে...'

'আমার বুঝি অনেক মাইনাস পয়েন্ট, রানা? তা কী কী, শুনি?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রিন্সেস।

'রাজ পরিবারের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্কই নেই,' বলল রানা। 'নেপালের রাজা বা তাঁর প্রতিনিধিরা কেউ তোমাকে তাদের একজন বলে কখনওই স্বীকার করেননি।'

'কেউ স্বীকার করুন বা না করুন, আমি যে রাজকন্যা সেটা তো আর মিথ্যে নয়। আর কী মাইনাস পয়েন্ট?'

'তুমি অনেক দুর্নাম কামিয়েছ।'

'বেশিরভাগই দায়িত্ব জ্ঞানহীন হলুদ সাংবাদিকতার নমুনা, সত্যি নয়,' নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাল প্রিন্সেস। 'আর কী মাইনাস পয়েন্ট?

'তোমার সম্পর্কে আমি জানিই বা কতটুকু,' বলল রানা। 'তবে মাইনাস পয়েন্ট থাক বা না থাক, এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, যে-ধরনের পাত্র তুমি খুঁজছ তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব।'

'দেখা যাচ্ছে,' চোখে-মুখে খানিকটা অভিমানের ভাব নিয়ে

www.downloadpdfbook.com

বলল প্রিন্সেস, 'আমার গল্প শোনার চেয়ে নিজের মতামত দেয়াতেই বেশি উৎসাহ তোমার।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'তুমি বলো, আমি শুনছি।'

'প্রথম কথা, তোমার ধারণা ভুল। কিংবা হয়তো অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। সব দিক থেকে আমার উপযুক্ত, এরকম একটা ছেলে আমি সত্যিই পেয়েছি।'

রানার চোখে সন্দেহ। 'সে কি কোনও রাজপরিবার থেকে এসেছে?'

'অবশ্যই,' বলল প্রিন্সেস, হঠাৎ স্থির হয়ে আসা চোখ দুটোয় সুখী-সুখী একটা ভাব চলে এল। 'ভারতের উদয়পুরে গেছ কখনও? ওর চোদ্দপুরুষরা ওখানকার রাজা ছিলেন। মায়ের নাম রানী কল্যাণী, বাবার নাম রায়বাহাদুর বীরেন্দ্র...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'রাজত্ব তো কবেই গেছে, ওরা করে কী?' প্রশ্নের সুরে সামান্য যদি বিদ্রূপের সুর থাকে, সেটা ইচ্ছেকৃত নয়।

'তোমার সদয় অবগতির জন্যে জানাচ্ছি,' একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল প্রিন্সেস, 'নিজেদের এত বড় পরিচয় প্রচার করে বেড়ায় না ও। বরং ঠিক তার উল্টো-মানুষকে জানতেই দেয় না সে রাজপরিবারের ছেলে। এ-সব তথ্য আমি অন্য সূত্র থেকে জেনেছি।'

'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না।'

'আমরা এক পেশাতেই আছি, রানা। ওর বাবা বলিউডের ফিল্ম প্রডিউসার, রেসের ঘোড়া আছে; মা ফ্যাশন ডিজাইনার। একটাই বোন, অক্সফোর্ডে বোধহয় ল পড়ে।'

'তুমি যখন বলছ, অবিশ্বাস করছি না।' গ্লাসটা খালি করে নিচু তেপয়ে নামিয়ে রাখল রানা। 'তা উপযক্ত পাত্র পেয়েই যখন গেছ,

www.downloadpdfbook.com

বিয়ে করছ না কেন?'

'সমস্যা হলো, তাকে আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে পারি না,' ম্লান সুরে বলল প্রিন্সেস।

'কেন বলতে পারো না?' রানা অবাক।

'যদি প্রত্যাখ্যান করে, এই ভয়ে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা একই পেশায় আছ—নাম কী তার? আমি চিনব?'

হেসে উঠল প্রিন্সেস। 'কী? সত্যি আমি ওর নাম বলিনি তোমাকে? ওর নাম অব্যয়।'

'অব্যয়? এরকম আনকমন নাম শুনলে তো মনে থাকার কথা।' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আর্মস আর অ্যামিউনিশন কেনা-বেচা করে? ফ্রি-লান্সার···এসপিওনাজ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখে? তা হলে চিনি না কেন?'

'তা আমি কী করে বলব! তবে চেনো না যখন, চিনে আর কাজ নেই,' হাত ঝাপটা দিয়ে প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গি করল প্রিন্সেস। ইঙ্গিতে খালি গ্লাসটা দেখাল। 'আরেকটু?'

'দু'চার ফোঁটা চলতে পারে।'

তেপয় থেকে রানার গ্লাসটা নিয়ে বার-এর দিকে চলে গেল প্রিন্সেস। 'এবার ব্যবসা নিয়ে আলাপ করি এসো। মুখ খোলো, রানা। এমন একটা প্রস্তাব দাও আমাকে, সেটা যেন আমি প্রত্যাখ্যান করতে না পারি।'

মুহূর্তের নোটিশে সিরিয়াস হয়ে উঠল রানা, সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে এল। 'আমার কাছে খবর আছে কালই একটা নিলাম হতে যাচ্ছে।'

গ্লাসে স্কচ ঢালছে প্রিন্সেস, জবাব দিল, 'অনুষ্ঠানটা হবে বিকেল পাঁচটায় সেইন্ট জর্জেস ক্যাসলে।'

www.downloadpdfbook.com

এত সহজে তথ্যটা প্রকাশ করল প্রিন্সেস, মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন বোধ করল রানা। 'খবর পেয়েছ, ঠিক কী ওখানে বিক্রি করা হবে?'

'শুনতে পাচ্ছি তোমরা নাকি কিছু কাগজ-পত্র আর সিডির উপযুক্ত যত্ন নাওনি,' বলল প্রিন্সেস। 'তোমরা মানে, তোমাদের দেশের লোকজন আর কী।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। যাই হোক, আমি চাই ওই ভুলটা যারা করেছে তারা যেন শুধরে নেয়ার একটা সুযোগ পায়—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'আমি যেন দেশপ্রেমের গন্ধ পাচ্ছি?' প্রিন্সেস বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল। 'তা হলে কি ধরে নেব, এর মধ্যে দুর্ধর্ষ মাসুদ রানার ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কিছু নেই?'

'বিপদের সময় আমরা সবাই এক,' বলল রানা।

'এখানে আমরা বলতে,' প্রিন্সেস জানতে চাইল, 'ঠিক কী বোঝাচ্ছ?' বারের দিকে পিছন ফিরল সে।

'আমরা মানে বাঙালীরা,' বলল রানা। 'এই ব্যাপারটায়, ধরতে গেলে, আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি।'

'তার মানে বিসিআই তোমাকে ভাড়া করেছে? বেশ,' মুচকি হেসে পরিস্থিতিটা মেনে নিল প্রিন্সেস। তারপর সোফার দিকে ফেরার সময় জিজ্ঞেস করল, 'এবার বলো, তোমাদের সরকার এমন কী অফার করবে আমাকে যা অন্য সরকার দিতে পারবে না?' গ্লাসটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'আমরা তোমাকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব, সুযোগ দেব তোমার ইচ্ছেমত দাম চাওয়ার।'

'ব্ল্যাঙ্ক চেক? সত্যি?' চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল দামিনীর।

'সত্যি। ব্ল্যাঙ্ক চেক।'

www.downloadpdfbook.com

প্রিন্সেসের দৃষ্টি রানার চোখের ভিতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে, উদ্দেশ্য প্রতিশ্রুতির গভীরতা মাপা, বক্তব্যের ভিতর যুক্তি খুঁজে পাওয়া। 'যা বলছ তা সত্যি হলে, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি তো হতেই পারে।'

'তবে তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, প্রিন্সেস।' নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'অবিশ্বাস্য মোটা টাকা আয় করবে, কাজেই আমরা আশা করছি তুমি একটু জাদু দেখাবে।'

'পরিষ্কার করে বলো, কী করতে হবে আমাকে।'

'আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিলামে নিয়ে যাবে।'

প্রিন্সেসের প্রতিক্রিয়া হলো তাৎক্ষণিক। 'অসম্ভব! নিয়মকানুন পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার আর কোন নড়চড় হবে বলে মনে হয় না। আমাদের প্রত্যেককে একা অংশগ্রহণ করতে হবে।'

'এটাই আমাদের প্রাইস ট্যাগ।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমাকে ভেতরে ঢোকাও, তার বিনিময়ে নিয়ে যাও ব্ল্যাঙ্ক চেক।'

'কিন্তু ভেবে দেখো, তোমাকে ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যদি ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যাই, আমি কিছুই পাব না। সঙ্গে তুমি না থাকলে আমি অন্তত দর কষতে পারব।'

'আমি সঙ্গে থাকলে নিজের কোন পুঁজি বিনিয়োগ না করেই মোটা টাকা আয় করছ।'

সোফা ছেড়ে টেরেসের দিকে হেঁটে গেল প্রিন্সেস। হাতের গ্লাস থেকে চোখ তুলে পার্কের দিকে তাকাল, বিবেচনা করে দেখছে রানার কঠিন প্রস্তাবটা।

সিদ্ধান্তটা নিজের অনুকূলে আনার জন্য পিছন থেকে তাকে বলল রানা, 'আমি তোমার সম্ভাবনাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে বলছি না, প্রিন্সেস। আমি শুধু চেষ্টা করে দেখতে বলছি। যদি দেখি তোমার জন্যে দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে. পিছিয়ে আসব আমি।'

www.downloadpdfbook.com

হ্যাঁ বা না কিছুই বলছে না প্রিন্সেস। চিন্তা করছে সে।

টেরেসের দিকে পিছন ফিরল প্রিন্সেস। 'আমি তোমাকে কখনও কোন কিছু থেকে পিছিয়ে আসতে দেখিনি।'

'তোমার এই অবজারভেশন মিথ্যে নয়, প্রিন্সেস,' স্বীকার করল রানা। 'তবে এবার আর কোন উপায় নেই। যে লোক এই নিলাম ডাকছে, এসপিওনাজ জগতে তার কোন জুড়ি নেই। ক্রল করে ঢুকে পড়ার মত কোন ফাটল পাওয়া যাবে না। হয় আমাকে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হবে, তা না হলে ঢোকার আশা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে।'

'এত ভালো সে? তোমার অনেক নাম শুনেছি, সেই তোমার চেয়েও?' প্রিন্সেস যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আমার চেয়ে ভালো কিনা জানি না, তবে জানি যে আমার চেয়ে খারাপ নয় সে,' বলল রানা।

গম্ভীর হলো প্রিন্সেস। 'তা হলে তো বলতে হয় এরকম একজন লোককে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাওয়াটা তোমার জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক।'

'শুধু দুর্ভাগ্যজনক বলছ কেন! ভয়ানক বিপজ্জনকও।'

হেঁটে কাছে চলে এল প্রিন্সেস। রানার সামনে সোফায় বসে খুঁটিয়ে দেখল ওকে, তারপর পেলব একটা বাহু লম্বা করে ওর কাঁধে হাত রাখল। নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ, রানা?'

সত্যি কথাটাই বলল রানা। 'তাকে ভয় না পাওয়াটাই তো বোকামি, প্রিন্সেস।'

'বলতে চাইছ, সতর্ক থাকার জন্যেই এই ভয় পাওয়াটা দরকার?'

'হ্যাঁ।'

www.downloadpdfbook.com

'আচ্ছা, এই লোক এরকম একটা কাজ করল কেন? টাকার লোভে? নাকি সত্যিই সে বেঈমান?'

'হয়তো দুটোর কোনটাই নয়,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'সে হয়তো অসুস্থ। মানসিক রোগী।'

'মানে, যা কিছু সে করছে-স্রেফ পাগলামি?' প্রিন্সেসকে কৌতূহলী মনে হলো।

'অসম্ভব নয়।' কাঁধ থেকে প্রিন্সেসের হাতটা সরিয়ে দিয়ে সোফা ছাড়ল রানা। কার্পেটের উপর পায়চারি শুরু করেছে। 'তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার, প্রিন্সেস। কেন কী ঘটছে জানার জন্যে তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই...'

মাথা নাড়ল প্রিন্সেস। 'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষ তার অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাপ করতে রাজি হয় না...'

'ওর সঙ্গে আমার অন্য রকম সম্পর্ক,' বলল রানা। 'মুখোমুখি হবার সুযোগ পেলে ঠিকই আমি তাকে কথা বলাতে পারব।' অন্য রকম সম্পর্ক? মনে মনে নিজের সঙ্গে তর্ক করছে ও। ছাই সম্পর্ক! সম্পর্কের কথা মনে রাখলে খুন করার জন্য ফ্ল্যাটে বোমা ফিট কেউ করে? একজন মানসিক রোগী এত নিখুঁতভাবে প্ল্যান করতে পারে? কেউ বিশ্বাস করবে না।

বিসিআই-এর প্রতিটি তরুণ এজেন্ট খালিদের শিষ্য ছিল, সবাই তার কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখেছে। খালিদ ভাই বলতে তারা সবাই অজ্ঞান ছিল। অথচ এই সম্পর্কের কথা তাদেরকে খুন করার সময় একবারও তার মনে পড়ল না?

প্রিন্সেস এখনও খুঁটিয়ে দেখছে রানাকে। 'চুরি যাওয়া জিনিস যে-কোনও ভাবে ফিরে পেতে চাইছ তোমরা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'হুট করে কিছু করে ফেলার কথা ভাবছ না তো?' জানতে

www.downloadpdfbook.com

চাইল প্রিন্সেস।

পায়চারি থামিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক কী বলতে চাইছ?'

'না, মানে, পর্তুগাল তো তার নিজের মাঠ নয়,' বলল প্রিন্সেস। 'পুলিশ যদি টাকা খেয়ে তাকে প্রোটেকশন দেয়, তুমি আরও বেশি টাকা দিয়ে সেই প্রোটেকশনে ফাঁক তৈরি করাতে পারো।'

'তুমি আমাকে পরখ করছ না তো, ওই লোকের প্রতিনিধি হিসেবে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'প্লিজ, রানা!' হাতজোড় করে ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গি করল প্রিন্সেস। 'তুমি আমাকে লাইলির পর্যায়ে নামিয়ে এনো না।'

'হোয়াট!' প্রায় চমকে উঠল রানা। 'তার কথাও তুমি জানো?'

রহস্যময় এক চিলতে হাসি দেখা দিল প্রিন্সেস দামিনীর সরু ঠোঁটে। 'আমাকে তোমার ছোট করে দেখা উচিত নয়, রানা। ভেবো না আমি একা মুভ করি।'

'মানে?'

'মানে আমার একটা বড়সড় নেটওঅর্ক আছে। সেখান থেকে নিয়মিত রিপোর্ট পাই আমি।'

কৌতূহল হচ্ছে রানার। 'যেমন? আর কী খবর জানো তুমি?'

'জানলেও সেটা এখনই বলছি না,' বলল প্রিন্সেস। 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তুমি এখনও তার জবাব দাওনি।'

'কী প্রশ্ন?'

'খালিদের বিরুদ্ধে হুট করে কিছু করে বসবে না তো?'

হাসল রানা। 'হুট করে? না। অন্তত যতক্ষণ টপ সিক্রেট ইনফরমেশনগুলো বাংলাদেশ ফেরত না পায়।'

এক পা এগিয়ে রানার একেবারে সামনে চলে এল প্রিন্সেস।

www.downloadpdfbook.com

তারপর সাবলীল ভঙ্গিতে ডান হাতটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'আমার ধারণা, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হতে পারে, রানা।'

'ধন্যবাদ।' বাড়ানো হাতটা ধরল রানা।

'গণপতিকে এখনই আমি কাগজ-পত্র রেডি করতে বলছি। ঠিক আছে?' তারপর এক সেকেন্ড কী যেন চিন্তা করল। 'এখানকার ফোন ব্যবহার করতে পারো তুমি। কথা দিচ্ছি যথেষ্ট নিরাপদ। একটু পরেই ফিরছি।' সিটিং রুমের শেষ মাথার একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

সরাসরি ঢাকায়, বসকে ফোন করবে কিনা চিন্তা করল রানা। সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, উচিত হবে না। প্রিন্সেস যতই বলুক তার ফোন নিরাপদ, যে-কোন হোটেলের ফোন কেউ না কেউ আড়ি পেতে শুনতেই পারে। তা ছাড়া, প্রিন্সেস দামিনীকেই বা সে বিশ্বাস করে কীভাবে? বোঝার কোনও উপায় আছে, ওর সঙ্গে তার আলাপ রেকর্ড করা হচ্ছে না? রানা চাইছে না বসের কণ্ঠস্বর আর কেউ শুনুক।

তার বদলে কাওসার দোস্তামকে ফোন করল রানা, কীভাবে কার সঙ্গে যোগাযোগ করে কী বলতে হবে বুঝিয়ে দিল তাকে।

খানিক পর ওকে ফোন করে কাওসার জানাল, মেসেজটা জায়গামত পৌঁছে দিয়েছে সে।

কাওসারের সঙ্গে আলাপ শেষ হয়েছে রানার, এই সময় ফিরে এল প্রিন্সেস। হেঁটে এসে একগাদা কাগজ ধরিয়ে দিল রানার হাতে। এমনি সময়ে টোকা পড়ল দরজায়। খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল হোটেলের তিনজন বয়। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই রানার।

ইংরেজিতে কমপিউটার কম্পোজ করা লেখার উপর দ্রুত চোখ বুলাল রানা। একটা বাদে বাকি সব পয়েন্টে সন্তুষ্ট ও। 'আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ব্যাপারটা এখানে বলা হয়নি।'

www.downloadpdfbook.com

প্রিন্সেস দামিনীর হাসিতে ধারাল ছুরির চকচকে ভাব দেখা গেল। 'নিলামে ওঠা একটা জিনিস সম্পর্কে চুক্তিতে পৌঁছেছি আমরা। তোমাদের সঙ্গে এটাই আমার ব্যবসা। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া–ওটাকে আমি অপ্রয়োজনীয় একটা ঝুঁকি বলে মনে করি...'

লালচে হয়ে উঠছে রানার চোখ-মুখ। 'প্রিন্সেস, তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে...'

'শ্-শ্-শ্, রানা!' ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে ফিসফিস করল প্রিন্সেস, রানার হাত থেকে প্রায় ছোঁ দিয়ে কাগজগুলো কেড়ে নিয়ে রেখে দিল টেবিলের এক ধারে। 'এ-সব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। উপকার পাল্টা উপকার দাবি করে, তার জন্যে চাই...ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।' রানার একটা হাত তুলে নিয়ে চুমো দিল প্রিন্সেস। তারপর ওকে টেনে তুলে মাথা রাখল ওর বুকে।

কড়া সেন্টের সুবাস উঠে এল রানার নাকে। কেমন একটু হতভম্ব হয়ে গেছে ও।

'চলো, খেয়ে নিই,' বলল ও মৃদুকণ্ঠে।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আগে দেহের খোরাক চাই।'

'তারপর?'

'তারপর পেটের।' খিলখিল করে হাসল প্রিন্সেস।

নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'এটা ধরো, ডিয়ার। আমাকে নিয়ে চলো।'

'কোথায়?' রানা বিস্মিত, আবার পুলকিতও বটে। মনে হলো ব্যাপারটা বাস্তবে নয়, স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে।

'যেখানে তোমার খুশি,' ফিসফিস করল প্রিন্সেস। 'তবে আমার বেডরুমটাও একেবারে খারাপ না।'

ঢোক গিলল রানা। 'তুমি শিওর?'

www.downloadpdfbook.com

'মোর দ্যান শিওর, রানা।'

'কিন্তু অব্যয়?' রানার দ্বিধা কাটছে না।

'অব্যয়? কে অব্যয়?' রানার বুকের সঙ্গে লেপ্টে এল প্রিন্সেস। 'ওই নামে কেউ কোনদিন ছিল নাকি?'

'ছিল না?' রানা হতবাক। 'তা হলে...'

'ওটা আমার একটা কাল্পনিক চরিত্র!' রানার কাঁধে চিবুক রেখে বলল প্রিন্সেস। 'যাকে ভালো লাগে সে-ই আমার অব্যয়। আর আমি যে এখনও কুমারী, পরীক্ষা করলেই বুঝবে, সেটা আমার একটা স্বপ্নবিলাস।'

সবল দুই বাহুর সাহায্যে মেঝে থেকে রাজকন্যেকে এক ঝটকায় বুকে তুলে নিল রানা। দৃঢ় পায়ে এগোল বেডরুমের দিকে। 'আমরা কিন্তু পয়েন্ট অভ নো রিটার্নে চলে যাচ্ছি!'

জবাবে আবেশে গুঙিয়ে ওঠার মত আওয়াজ করল প্রিন্সেস দামিনী। স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'তাতে ক্ষতি কী, অব্যয়!'

আট

সেন্ট জর্জেস দুর্গটা শহর আর হারবার থেকে অনেক উপরে; আকাশ ছোঁয়া সব স্তম্ভ, বহু মাত্রিক পাথুরে পাঁচিল, ছোটবড় ফটক, গভীর পরিখা, বৃত্তাকার দুর্গ-প্রাকারের বিভিন্ন স্তরের গায়ে কামান বসানোর ফাঁক আর অসংখ্য গম্বুজের সমষ্টি।

উঠানকে ঘিরে থাকা একটা অলঙ্কৃত রেইল-এর কাছে দাঁড়িয়ে

www.downloadpdfbook.com

শহরের উপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই টাগাস নদী পর্যন্ত লাল টালির ছাদ দেখতে পাচ্ছে। ওর বাঁ দিকে একদল উৎফুল্ল জাপানি ট্যুরিস্ট, তাদের ক্যামেরা ঝলকানি আর অফুরন্ত কথা থামছে না।

রানার ভিতরটা ভার হয়ে আছে। খালিদ ছিল বিশ্বস্ত বন্ধু। এখন শুধুই একজন বেঈমান সে। এটাই এখন নিজেকে জোর করে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করতে হচ্ছে। এবার সেই বেঈমানের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়েছে।

তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে রানা। এমনকী একটা ব্যাকুলতাও অনুভব করছে।

হারবারের দিকে পিছন ফিরে উঠানের দিকে তাকাল রানা। এদিকের ছবি তোলার পর দুর্গের ভিতর দিকে রওনা হয়েছে জাপানি ট্যুরিস্টরা, তাদের পায়ের আশপাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে এক ঝাঁক ময়ূর ও তিতির।

উঠানের আরেক দিকে ক্ষীণ নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখের কোণে। ওদিকে প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু দেখা যাচ্ছে পর্তুগালের প্রথম রাজা আলফনসো হেনেরিক-এর। রাজার পাশেই দাঁড়িয়ে প্রিন্সেস দামিনী। মাথায় সুদৃশ্য স্তূপ হয়ে আছে কালো চুল, ভরাট শরীরটা ঋজু, টান-টান। তার চারপাশে চারজন লোক, তাদের চোখে-মুখে বিভিন্ন মাত্রার উৎসাহ আর প্রত্যাশার ছাপ ফুটে আছে। সবাই সবাইকে অগ্রাহ্য করার ভাব দেখাচ্ছে, তবে সেটা প্রকাশ্যে; চুপিচুপি একজন আরেকজনের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী।

চারজনের মধ্যে তিনজনকে চেনে রানা। ওর ডানে, গোড়ালি দিয়ে বিরাট একটা কর্ক গাছের গোড়া খুঁড়ছে, জর্জ ইকো। রোগা, হাড়সর্বস্ব, এই জার্মান ম্যানুফাকচারার ইউরোপ ও আমেরিকার কমিউনিস্ট সরকারগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল। ইকোর সংগ্রহ

www.downloadpdfbook.com

করা যে-কোন গোপন তথ্য প্রথমে তারাই কেনার সুযোগ পায়।

স্ট্যাচুর বাঁ দিকে স্মার্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দেখা যাচ্ছে শাহবাজ খানকে। চৌকো কাঠামো তার, প্যারিসের নামকরা কোন টেইলারিং শপ থেকে বানানো সুটে দারুণ মানিয়েছে। পাকিস্তান ছাড়াও উগ্রপন্থী ইসলামী সরকারগুলোকে পছন্দ করে শাহবাজ। বাজারে গুজব, ফ্রি-লান্সার হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়েছে লিবিয়া।

স্ট্যাচুর পিছনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে অভিজিৎ রাঠোর। ছোটখাট আকৃতি, চেহারা-সুরতে বাইন মাছের মত পিচ্ছিল একটা ভাব আছে। বয়স চল্লিশের বেশি তো কম নয়, অথচ এখনও কলেজ ছাত্রের মত কাপড়চোপড় পরতে ভালোবাসে। বিশেষ কারও প্রতি তার কোন দুর্বলতা বা সহানুভূতি নেই, ভালো অফার পেলে দুনিয়ার যে-কোন সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করবে সে।

ফ্রি-লান্স জগতে এরাই সেরা।

গ্রুপের চতুর্থ লোকটাকে চেনে না রানা। ওর বাঁ দিকে। সবার কাছ থেকে একটু দূরে একা দাঁড়িয়ে আছে সে। কালো মোষ, ড্রাম আকৃতির বিশাল বুক। যেন আফ্রিকার গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে কোনও ট্রাইবাল চিফ।

রাজকুমারী, অর্থাৎ প্রিন্সেস দামিনীর দিকে তাকাল আবার রানা। তার চেহারা দেখে মনের ভাব বোঝার কোন উপায় নেই।

আজ বেলা তিনটের সময় প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা করে রানা, নিলামের জন্য নির্ধারিত সময় থেকে দু'ঘণ্টা আগে। কী কৌশল করলে নিলামে অংশ নিতে পারবে ও, তা নিয়ে আলোচনার জন্য ওদের দেখা হওয়াটা খুব জরুরি ছিল।

জানা গেল, প্রিন্সেস খালিদকে খবর দিয়েছে, নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশী এক লোক ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে তার সঙ্গে থাকতে পারে। জবাবে ভালো-মন্দ কিছুই জানায়নি খালিদ।

www.downloadpdfbook.com

এখনও বোঝা যাচ্ছে না, প্রস্তাবটা সে প্রত্যাখ্যান করবে কি না।

তার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। পাঁচটা বিশ। জিরো আওয়ারের পর বিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। খালিদ নিশ্চয়ই জানে এখানে যারা অপেক্ষা করছে তাদের মধ্যে কী রকম অনিশ্চয়তা ছড়াচ্ছে সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার হারবারের দিকে তাকাল ও।

মাত্র কয়েক মিনিট পর পায়ের শব্দ সবার মনোযোগ কেড়ে নিল। ঘাড় ফেরাতে তিনজন লোককে হেঁটে আসতে দেখল রানা। তিনজনই কালো সুট পরা, পিস্তলসহ হোলস্টার পরে থাকায় বগলের নীচটা ফুলে আছে।

দু'জন একটু দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে পড়ল, তাদের হাত জ্যাকেটের তলায় ঢোকার জন্য নিশপিশ করছে। তৃতীয় লোকটা এগিয়ে এসে প্রার্থীদের প্রত্যেকের সামনে একবার করে থামল।

পালা করে সবাইকে দেখে পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো লোকটা। তারপর, সবশেষে, এগোল প্রিন্সেস দামিনীর দিকে।

পাঁচিলের কাছ থেকে এতক্ষণে গ্রুপটার দিকে এগোল রানা। দেখতে চায় প্রিন্সেস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আন্তরিকভাবে ওকে সহায়তা করে কিনা।

তবে কোন সুযোগই পেল না রানা।

ইঙ্গিতে ওকে দেখিয়ে আবেদনের সুরে বলতে শুরু করল প্রিন্সেস, 'আমার পরিচিত, ভদ্রলোক অংশ নিতে ইচ্ছুক...'

এর বেশি এগোতে পারল না সে।

লোকটা হেঁড়ে গলায় বলল, 'আপনারা আমাকে অনুসরণ করবেন, প্লিজ। খানিকটা পথ হাঁটতে হবে। আপনাদের একটু কষ্ট হবে, সেজন্যে আমরা দুঃখিত।'

লোকটার দিকে এগোল রানা। খুক করে কেশে গলাটা

www.downloadpdfbook.com

পরিষ্কার করল, কী বলবে মনে মনে গুছিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওকেও থামিয়ে দেওয়া হলো।

'মিস্টার রানা! আপনিও, নিশ্চয়ই যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে?'

লোকটার মুখে নামটা শুনে একা শুধু রানা নয়, প্রিন্সেসের চোখ-মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটার পিছু নিল রানা, পাশ কাটাবার সময় প্রিন্সেসের একটা হাত মুঠোর ভিতর ভরে নিল।

ওদের পিছনে এক এক করে লাইন দিল সবাই। সশস্ত্র দুই সুট থাকল সবার পিছনে।

উঠান থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা, প্রিন্সেস চাপা স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। 'অথচ তুমি আমাকে বলেছ, তোমাকে নাকি দাওয়াত করা হয়নি!'

'আরে, আমি তো তাই জানতাম।'

'ভারী অদ্ভুত, রানা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে তোমার উপস্থিতি মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

কেল্লাকে পিছনে ফেলে ঢাল বেয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল ওরা। সামনে পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে খানিক দূর যেতেই আলফামা নামে একটা শহরের প্রান্তে পৌঁছাল ওরা।

এরচেয়ে ভালো জায়গা খালিদ আর পেত কিনা সন্দেহ। আলফামা শহরের প্রাচীনতম অংশটা দুর্গের নীচ থেকে ছড়িয়েছে। সরু, মোচড় খাওয়া অলিগলির সমষ্টি; একটা গোলকধাঁধা।

ঘন-ঘন বাঁক নিয়ে এগোচ্ছে ওরা। কেউ পিছু নিলে ধরা পড়তে বাধ্য সে, কিন্তু এই পথ মনে রাখা অসম্ভব।

একবার দেখা গেল কর্মব্যস্ত একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওরা–দেয়ালে ঝুলছে খাঁচায় বন্দি পাখি, মাথায় পানি ভরা পাত্র

www.downloadpdfbook.com

নিয়ে পাশ কাটাচ্ছে মেয়েরা, একদল বাচ্চা টেনিস বল নিয়ে ফুটবল খেলছে; তারপর বাঁক নিল, ধাপ বেয়ে পাহাড় থেকে আবার নামছে, ধাপগুলো এত সরু যে প্রিন্সেসকে রানার পাশে চলে আসতে হয়েছে।

যেখানেই ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হোক, বোধহয় এই একটাই রাস্তা, তা-ও গাইডের সাহায্য ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না। যারা হারবে তাদেরকে একদিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যে জিতবে তাকে আরেকদিকে। দুই পক্ষের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। নিরাপত্তা আর সুবিধে-অসুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে আয়োজনটা করেছে খালিদ।

খালিদ যদি জেনে থাকে রানাকে খুন করার প্রতিটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তা হলে অবশ্য আশা করা যায় যে নিলামে উপস্থিত থাকতে চাইবে ও।

ফাটল, শ্যাওলা আর নোনা ধরা প্রাচীন একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে ওরা। দরজার মাথায় কোন অভিজাত বংশের পাথরের তৈরি প্রতীক চিহ্নটা এখনও সবটুকু ভেঙে পড়েনি–হেলমেটটা আছে, আর আছে ঈগলের একটা অক্ষত ডানা। দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলল সশস্ত্র প্রহরীদের লিডার, ইঙ্গিত করল ভিতরে ঢোকার।

ভিতরের প্রথম কামরাটা সম্ভবত এককালে লিভিং রুম ছিল। কামরাটা প্রায় অন্ধকার, বাতাসে ভ্যাপসা একটা গন্ধ। আলো জ্বলছে শুধু সদর দরজা আর পিছন দিকের খিলানে। কামরার ভিতর দিকে আরও তিনজন লোককে দেখা যাচ্ছে। তাদের পরনে সুটের বদলে কালো আলখেল্লা, প্রত্যেকের হাতে একটা করে মেশিন পিস্তল।

কামরার দু'পাশে, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা হয়েছে কাঠের দুটো

www.downloadpdfbook.com

লম্বা বেঞ্চ। ভিতরে ঢোকার পর ওগুলোয় ওদেরকে বসতে বলা হয়েছে। প্রিন্সেস, শাহবাজ খান আর রানা বসল ডানদিকের বেঞ্চটায়। অপর বেঞ্চে বাকিরা। এই সময় পিছনের গার্ড দু'জন কামরায় ঢুকে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নীরবতা ভাঙল লিডার। 'কেউ যদি অস্ত্র নিয়ে এসে থাকেন, দয়া করে এখনই মেঝেতে রেখে দিন।'

কেউ নড়ল না। পর্তুগিজ ভাষায় গার্ডদের নির্দেশ দিল সে, সার্চ করো।

সার্চ চলছে, লিডার বলল, 'আপনারা সবাই এখানে হাজির হয়েছেন একটা ব্যবসা উপলক্ষে। ওপরতলার সিনর আশা করেন ভদ্র আর সম্মানজনক একটা পরিবেশে লেন-দেনের কাজটা চলবে। অস্ত্রের ব্যাপারে যদি জানা যায় আপনারা কেউ মিথ্যে বা চালাকির আশ্রয় নিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে তার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসা হবে।'

তবে সার্চ করে কারও কাছেই কিছু পাওয়া গেল না।

লিডার বলল, 'এবার আমি আপনাদের সবাইকে সমস্ত কাপড় খুলে ফেলতে বলছি।'

প্রতিবাদে মুখর হলো কেউ কেউ।

কিন্তু প্রহরীদের লিডার লোকটা কারও কথা শুনতে রাজি নয়। 'হয় কাপড় খুলবেন, নয়তো বিদায় নেবেন। সিদ্ধান্ত আপনাদের।'

কেউ যখন কিছু বলছে না, খুক করে কেশে নিয়ে নিজের মতামত দিল রানা। 'প্রশ্নটা আসলে এখানে মর্যাদার। আমার তো মনে হয়, নিজেদের মর্যাদার প্রমাণ আমরা রেখেছি।'

ঝট করে রানার দিকে ঘুরে গেল লোকটা, চোখে কঠিন দৃষ্টি। 'প্রশ্ন এখানে নিরাপত্তারও। আমাকে বলা হয়েছে, মিস্টার রানা, আপনিও নগণ্য এটা-সেটা থেকে মারাত্মক অস্ত্র বানাতে পারেন।

www.downloadpdfbook.com

নগ্নতা বেশ অনেকটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, অস্বীকার করতে পারেন?'

তর্ক করে লাভ নেই, বুঝতে পারল রানা। তবে ও কিছু বলার আগে প্রিন্সেস দামিনীর ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'আশা করি সবাই এখানে ভদ্রলোক, আর তাই ভুলেও আমার দিকে তাকাবে না।' ঝটপট নিজের কাপড় খুলে ফেলছে সে। ব্রা আর প্যান্টি রইল কেবল।

পুরুষদের রইল কেবল লাল-নীল-সবুজ আন্ডারওয়্যার। সবাইকে নিয়ে খোলা খিলানের ভিতর ঢুকল প্রহরীদের চিফ। দেখে মনে হলো, জায়গাটায় এক সময় রান্না হতো। ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন একজন করে ওদেরকে ডাকল সে। ভিতরে ঢোকার পর হাত তুলে নিজের ডানদিকের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিচ্ছে।

সরু ধাপ বেয়ে তিনতলায় উঠে এল ওরা।

দু'পাশের বড় আকারের জানালা দুটো খোলা থাকায় উপরের কামরায় আলোর কোন অভাব নেই। ঘরের মাঝখানে বিরাট টেবিল ফেলা হয়েছে, আটজনের বসার ব্যবস্থাসহ। পাঁচটা চেয়ারের সামনে একটা করে ছোট এনভেলাপ আর পেন্সিল দেখা যাচ্ছে। ছয় নম্বর চেয়ারের সামনে, টেবিলের উপর, কিছু নেই।

ছয়, সাত আর আট নম্বর চেয়ার রানার দৃষ্টি কাড়ল। পাঁচটা চেয়ার, পাঁচটা এনভেলাপ, পাঁচজন অংশগ্রহণকারী। ছয় নম্বর চেয়ারটা নিশ্চয় রানার, অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির।

সাত আর আট নম্বর চেয়ারে রানার মাথাব্যথার দুই কারণ বসে আছে। একটায় বসেছে খালিদ। তার গাঢ় চুলের কিনারা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে, চকচক করছে আলো লেগে, মুখের তামাটে চামড়া টান-টান, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

তার বাঁ দিকে বসেছে বিসিআই চিফের পার্সোনাল সেক্রেটারি

www.downloadpdfbook.com

লাইলি সাজিদ। বলাই বাহুল্য যে দু'জনেই কাপড় পরে আছে। গোটা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে।

এক এক করে ভিতরে ঢুকছে ওরা, হাত তুলে কার কোনটা আসন দেখিয়ে দিচ্ছে খালিদ। লাইলি সাজিদের বাঁ দিকটা দেখানো হলো রানাকে, তারপর প্রিন্সেস দামিনী আর আফ্রিকান নিগ্রো। উল্টো দিকে খালিদের পাশে বসল অভিজিৎ রাঠোর, শাহবাজ খান আর জর্জ ইকো।

সবাই যখন যে যার সিটে বসতে ব্যস্ত, রানা তখন খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে বিপথগামিনী মেয়েটিকে। লাইলি সাজিদ অসুন্দর নয়। তবে তার সবকিছু বড় বেশি স্পষ্ট। চৌকো মুখ যেন কিছুটা আক্রমণাত্মক, চেহারায় কেমন আড়ষ্ট একটা ভাব এনে দিয়েছে। তারপরেও তার মধ্যে আভিজাত্যের একটা ছোঁয়া আছে।

তার মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে শুধু চোখ দুটোয়, বিশেষ করে যখন সে খালিদকে দেখছে। চোখে পড়ার মত একটা সতর্কতা সেখানে।

ঘরের ভিতর দ্রুত সব স্থির আর নীরব হয়ে গেল। সবার দৃষ্টি টেবিলের মাথায়, খালিদের উপর। সবাই জানে এটা তার শো।

সাবেক বিসিআই এজেন্ট সময় নিচ্ছে। ডান দিক থেকে শুরু করে তার চোখ টেবিলটাকে ঘিরে ঘুরছে, পালা করে দেখে নিচ্ছে সবাইকে।

সবশেষে রানার দিকে তাকাল সে। দৃষ্টি ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে, নির্লিপ্ততার আবরণ ভেদ করে দেখে নিতে চাইছে একদম গভীরে কী আছে। তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল রানা, অনুধাবন করতে চাইছে এই ব্যক্তির রহস্যটা কী।

এই নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটল খালিদের ঠোঁটের

www.downloadpdfbook.com

কোণে ফুটে ওঠা ক্ষীণ হাসির রেখা আর ধরতে না পারার মত মাথা ঝাঁকানোর মধ্যে দিয়ে। তারপরই সবার উদ্দেশে মুখ খুলল সে।

'জেন্টলমেন,' শুরু করল খালিদ, তার পরিশীলিত আর মার্জিত কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, 'অ্যান্ড ডিয়ার প্রিন্সেস। ওয়েলকাম আমার এখানে এসে যে অসুবিধের মধ্যে পড়তে হলো আপনাদের, বিব্রত হতে হলো—সেজন্যে সত্যিই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখানে আমরা একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, সেজন্যেই আসলে অপ্রচলিত নিয়মের দরকার হচ্ছে।

'প্রথমেই বলে নিই, আমরা দলত্যাগী। দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইন্টেলিজেন্স সংস্থা বিসিআই ত্যাগ করে চলে এসেছি আমরা। বলার অপেক্ষা রাখে না, দু'জনের কেউই আমরা খালি হাতে আসিনি।

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো তালিকা নিয়ে এসেছি আমরা, তবে সেগুলোর জন্যে অন্য একদিন আরেকটা নিলামের ব্যবস্থা করা হবে। আজ এখানে নিলামে তোলা হচ্ছে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সমতল ভূমির ডিফেন্সকে ত্রুটিহীন করার একটা সিস্টেম প্ল্যান। এখানে বলে রাখি, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশী ভূখণ্ডের সঙ্গে মিল আছে এমন যে-কোন রাষ্ট্রেরই দরকার এই সিস্টেম প্ল্যান, কারণ তাদের ডিফেন্স সিস্টেমেও একই ধরনের ত্রুটি থাকার কথা।

'বুঝতেই পারছেন, এ-ধরনের একটা সিস্টেম প্ল্যান পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠবে দুনিয়ার বহু রাষ্ট্র।

'এবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলি। টাকা, টাকা আর টাকা। ব্যস, অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আমাদের এই নিলাম সবার জন্যই খোলা। ফ্রি-লান্সার হলেও, আমি জানি আপনারা কে কোন ব্লকের

www.downloadpdfbook.com

প্রতিনিধিত্ব করছেন। এমনকী বাংলাদেশের প্রতিনিধিকেও অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হয়েছে। নিলামের কী ফল হবে সেটা নির্ধারণ করবে টাকার অঙ্ক। আমি নিরপেক্ষতার গ্যারান্টি দিচ্ছি, কারও প্রতিই আমার কোনও পক্ষপাতিত্ব থাকবে না।'

জার্মান জর্জ ইকো হাত তুলল। খালিদ মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিতে প্রশ্ন করল সে, 'আপনি নিশ্চিত, এই সিস্টেম প্ল্যান স্বয়ংসম্পূর্ণ? আমরা কোন কিছুর অংশ বা টুকরো কিনতে যাচ্ছি না তো?'

'আপনাদের সবাইকে ইন্টেলিজেন্স-এর কিছু নমুনা আর ডিফেন্স প্ল্যানটার কিছু টেকনিকাল ডাটার কপি দেয়া হয়েছে,' জবাব দিল খালিদ নয়, লাইলি। 'ওগুলোর ওপর চোখ বুলালেই বুঝতে পারবেন, কোন রকম ফাঁকিবাজি বা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়নি। আমরা কথা দিচ্ছি, সম্পূর্ণ জিনিসই পাবেন আপনারা। কোথাও সামান্য কোন ফাঁক থাকবে না।'

অভিজিৎ রাঠোর হাত তুলেই শুরু করে দিল, অনুমতির জন্য অপেক্ষা করল না। 'বুঝলাম জিনিসগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু ফিকশন কিনা জানব কীভাবে?'

প্রশ্নটা কর্কশ স্বরে করা হলেও, সেটাকে হাসিমুখে গ্রহণ করল খালিদ। লাইলির দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। নীচের দিকে ঝুঁকে এক গাদা ম্যানিলা ফোল্ডার তুলে টেবিলে রাখল লাইলি।

প্রতিটি ফোল্ডারের উপর একটা করে নাম টাইপ করা। চেয়ার ছেড়ে ওগুলো বিলি করল লাইলি।

খালিদের দিকে তাকাল রানা। অবিশ্বাস্য তীব্রতা নিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে খালিদ।

শেষ ফোল্ডারটা ফেলা হলো রানার সামনে। কাভারে দৃষ্টি

www.downloadpdfbook.com

বুলাবার জন্য চোখ নামাল রানা। ফোল্ডারের কাভারে নামটা লেখা রয়েছে–মাসুদ রানা।

নামের নীচে হাতে লেখা একটা ব্যক্তিগত মেসেজ–'ধন্যবাদ, রানা। তোমাকে ছাড়া এই নিলাম খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য হতো না।'

নয়

'আপনাদের সামনে ইউনিক একটা ডিফেন্সিভ সিস্টেমের প্ল্যান সরবরাহ করা হয়েছে,' বলল খালিদ। 'দেখতেই পাবেন, প্ল্যানের বেশিরভাগই টেকনিকাল ডাটা। অসংখ্য গ্রাফ, চার্ট, ম্যাপিং–এমন ধরনের জিনিস, নকল করতে বা জাল করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। অর্থাৎ, কারও কথায় আস্থা না রেখে নিজেরাই যাচাই করে বুঝে নিন এ-সব ফিকশন হওয়া সম্ভব কি না। তারপরেও যদি কারও মনে সন্দেহ থাকে, তা হলে সসম্মানে তাঁকে বিদায় নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।'

নিলামে অংশগ্রহণকারী সবাই ফোল্ডার খুলে পড়তে শুরু করল। মাত্র চার কি পাঁচটি পাতায় নমুনা পরিবেশন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ সিস্টেমটার মাত্র ভগ্নাংশ দেওয়া হয়েছে এখানে, সবটুকু না জানি কী হবে, ভেবে সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

নিজের ফোল্ডারটা না খুলে চুপচাপ বসে আছে রানা। ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে খালিদ। কাগজের শব্দ শোনা

www.downloadpdfbook.com

গেল। যে-যার কাগজ ফোল্ডারে ভরে রাখছে। সেগুলো ফিরিয়ে নিল লাইলি।

আবার পালা করে সবার দিকে তাকাল খালিদ। 'আশা করি আপনারা উপলব্ধি করেছেন যে প্ল্যানটা জেনুইন।' হাসল সে। 'তারপরও যদি কারও মনে সন্দেহ থেকে থাকে, তিনি বিদায় নিতে পারেন। তবে তার আগে আমি তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করার পরামর্শ দেব। আপনাদের বাঁ দিকে রয়েছেন বাংলাদেশের একজন টপ এজেন্ট। চেহারা দেখে তাঁকে হয়তো চিনতে পারবেন না, তবে আমি নিশ্চিত তাঁর নাম আপনারা সবাই শুনেছেন–মাসুদ রানা।'

টেবিল থেকে মৃদু একটা গুঞ্জন উঠল।

কথা না বলে খালিদের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'ভদ্রলোককে মৌনব্রত অবলম্বন করতে দেখে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি আমি,' আবার শুরু করল খালিদ। 'মিস্টার রানার চুপ করে থাকার কারণ আছে। তাঁর ওপর দায়িত্ব চেপেছে সরকারী সম্পত্তি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার। ফলে আপনাদের সঙ্গে তিনিও ভাগ্য পরীক্ষা করতে চান। এ ছাড়া, দলত্যাগী হওয়ায় আমাকে শাস্তি দেয়াও তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাই বাধ্য হয়েই আপনাদেরকে আমি নির্দিষ্ট কিছু সাবধানতা গ্রহণ করতে বলেছি।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আমি ভুল কিছু বলছি না তো, রানা?'

'না,' ভোঁতা সুরে বলল রানা। 'সব ঠিক বলছ।'

হালকা একটু হাসির সঙ্গে আবার শুরু করল খালিদ। 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, বন্ধুরা, প্ল্যানটা জেনুইন–খাঁটি হীরার খনি। এবার কি তা হলে আমরা নিলামের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে পারি? মিস্টার রানা আপনাদের সাপ্লাইয়ারকে খতম করার

www.downloadpdfbook.com

আগেই?'

ইতিবাচক গুঞ্জন উঠল টেবিল থেকে। তবে শাহবাজ খান নরম সুরে জানতে চাইল, 'বেআদবি হলে মাফ চাই, কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে মিস্টার রানা যদি তাঁর দ্বিতীয় মিশনে সফল হন, নিলামের ফলাফলে কি তার বিরূপ প্রভাব পড়বে না?'

সবিনয়ে বাউ করে প্রশ্নটার গুরুত্ব স্বীকার করল খালিদ। 'অ্যান ইন্টেলিজেন্ট পয়েন্ট, শাহবাজ। উত্তরটা হলো: কোনও প্রভাবই পড়বে না। প্রথম কথা, মিস্টার রানা তাঁর দ্বিতীয় মিশনে সফল হবেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই সফল হলেন, তাতেও কিছু আসবে যাবে না–কারণ সিস্টেমটা এমন একটা পদ্ধতিতে বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ক্রেতা পাবেন টোটাল প্রোটেকশন। ক্ষতিগ্রস্ত সরকারের হাত থেকে প্রোটেকশন, প্রোটকশন যারা জিততে পারবেন না তাঁদের হাত থেকেও।'

দাঁড়িয়ে পড়ল খালিদ। কী এক উত্তেজনায় যেন অস্থির হয়ে পড়েছে সে। চেয়ারের পিছনের ফাঁকা জায়গাটায় পায়চারি শুরু করল। হঠাৎ করেই ঘামতে শুরু করেছে সে। একটু কি হাঁপাচ্ছে?

'পদ্ধতিটা বলছি। কারও বোকামি করার প্ল্যান থাকলে তাকে নিরুৎসাহিত করাও এই ব্যাখ্যার একটা উদ্দেশ্য। সিস্টেম প্ল্যানের ছবি, গ্রাফ, চার্ট, ম্যাপ, ক্যালকুলেশান, মাপজোক, এক্সপেরিমেন্ট, বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল, প্রজেক্ট প্রোফাইল, উপকরণের তালিকা ইত্যাদি সহ এত বিশাল যে সব মিলিয়ে পাঁচটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক লেগেছে ভরতে। কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

নেই।

ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার। রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে খালিদ। ভাব দেখাচ্ছে কিছু হয়নি, তবে বোঝা যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে তার। চোখ দুটোয় চকচকে একটা ভাব চলে এসেছে,

www.downloadpdfbook.com

যেন নেশা করেছে সে। দরদর করে ঘামছে।

'গুড। ওই ডিস্ক প্রতিটি আলাদা প্যাকেটে ভরে পাঁচটা আলাদা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়েছে,' চেয়ারে ফিরে এসে আবার শুরু করল খালিদ, কোন কারণ ছাড়াই চিৎকার করে কথা বলছে। একটু পরই পরিষ্কার হয়ে গেল, কণ্ঠস্বরের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। 'এই সব ব্যাঙ্কের নাম আর ঠিকানা শুধুমাত্র বিজয়ী ব্যক্তিকে জানানো হবে। তারপর ব্যাঙ্কগুলোকে জানিয়ে দেয়া হবে বিজয়ী ব্যক্তির পরিচয়। যে দরটা গ্রহণ করা হবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ টাকা জমা দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক তাকে প্যাকেটটা দিয়ে দেবে।'

খালিদের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। তার দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় কী যেন বলল লাইলি, উত্তরে কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল খালিদ।

'আজকের কাজ শেষ হবার এক ঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলোকে প্যাকেজ বিনিময়ের নিয়ম ব্যাখ্যা করা হবে। বিজয়ী ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা যেভাবে চান সেভাবেই প্যাকেটগুলো ডেলিভারি দিতে বাধ্য থাকবে প্রতিটি ব্যাঙ্ক। কাজেই, আবার আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে চাই, আমার ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, নিলামের ফলাফলে তার কোন প্রভাব পড়বে না।'

'ধন্যবাদ, হের খালিদ,' বলল জর্জ ইকো। 'টাকা দেয়ার আগে কি প্যাকেট খুলে দেখা যাবে ভেতরে কি আছে? মানে, পরীক্ষা করা যাবে?'

তার দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকাল খালিদ।

লাইলি তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই, হের ইকো, পরীক্ষা করা যাবে। তবে আমিও নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি আপনাদেরকে: আমরা জেনুইন জিনিসই বিক্রি করতে যাচ্ছি। এক্সকিউজ মি।'

www.downloadpdfbook.com

বলে খালিদের দিকে ফিরল সে। 'প্লিজ, খালিদ,' চাপা গলায় বলল সে, 'আমার মনে হয় এবার তোমার একটা ইঞ্জেকশন নেয়া দরকার।' ঘাড় ফিরিয়ে একজন প্রহরীকে ইঙ্গিত করল সে।

সঙ্গে সঙ্গে আলখেল্লার ভিতর থেকে ছোট একটা বাক্স বের করল প্রহরী। ধীর, সতর্ক পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে সে। বাক্সটা লাইলির দিকে বাড়িয়ে ধরল।

'না!' বলল খালিদ। 'না!' প্রহরীর দিকে তাকাল সে।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে কী দেখল প্রহরীই বলতে পারবে, জমে একেবারে পাথর হয়ে গেল লোকটা।

হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল লাইলি। তার দিকে ফিরে বিড়বিড় করে কি যেন বলল খালিদ। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সব কজন গার্ডকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করল সে।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, সার,' অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল শাহবাজ খান।

'ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করা হলে জবাব দিতে বাধ্য নই আমরা,' হঠাৎ চড়া গলায় বলল খালিদ, এখনও তার মধ্যে সুস্থ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 'আপনারা এটুকু জেনে সন্তুষ্ট থাকুন যে বিরল ধরনের একটা স্নায়ুরোগে ভুগছি আমি, তার সঙ্গে হাইপারটেনশান যোগ হওয়ায় কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তবে তারপরও পরিস্থিতিটাকে ডাক্তারেরা মারাত্মক বলছেন না। এই রোগের সবচেয়ে ভালো ওষুধ হলো একটা ইঞ্জেকশন। কিন্তু ওটা নিলে খুব বেশি ঘুম পায়, তাই একান্ত বাধ্য না হলে নিতে চাই না।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সার,' মৃদু হেসে বলল শাহবাজ খান। 'তবে এটা আমার প্রশ্ন ছিল না। আমি জানতে চাইছিলাম, নিলামের ঝামেলায় না গিয়ে সরকারগুলোর সঙ্গে আপনি নিজে

www.downloadpdfbook.com

কেন সরাসরি যোগাযোগ করেননি?'

'এর পিছনে দুটো কারণ আছে। এক, আমি চেয়েছি আমাদের চুরি করা জিনিসগুলো টাকা দিতে পারলে বাংলাদেশ কিনে নিক। চোর আমরা হওয়ায় নিজেদেরকে জটিল বিপদে না ফেলে সরাসরি বাংলাদেশকে প্রস্তাব দেয়া সম্ভব ছিল না। নিলামে আপনারা যেই জিতুন, জিনিসগুলো আপনাদের চুরি করা হবে না; কাজেই আমার মত একই ঝুঁকি আপনাদের নিতে হবে না। আপনারা বাংলাদেশী আইনের আওতা থেকে মুক্ত।'

'আরেকটা কারণ?'

জবাব না দিয়ে কোটের পকেটে হাত ভরে ছোট একটা ধাতব বাক্স বের করে লাইলির দিকে বাড়িয়ে ধরল খালিদ। আলখেল্লার ভিতর থেকে বের করা প্রহরীর বাক্সটাও হুবহু এরকম ছিল। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বাক্সটা নিয়ে খুলল লাইলি।

দ্রুত কোট খুলে, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে তৈরি হয়ে গেল খালিদ। 'এক্সকিউজ মি,' বিড়বিড় করল সে।

নিঃশব্দে নিজের কাজ করে যাচ্ছে লাইলি। বাক্স খুলে অ্যামপুল বের করল সে। সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে মাত্রাটা দেখিয়ে নিল খালিদকে, তারপর সাবধানে পুশ করল।

'দ্বিতীয় কারণ হলো...' নিজেকে আবার গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল খালিদ। ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে পাঁচ মিনিটও পার হয়নি, গলার আওয়াজ নিচু হতে শুরু করেছে তার, চোখ দুটোও ওগুলোর স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে পাচ্ছে। '...আমাদের সরকার আমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস, এখানে মিস্টার রানার উপস্থিতি দেখেই সেটা আন্দাজ করা যায়। শাস্তি এড়াবার জন্যে গায়েব হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। আর গায়েব হবার জন্যে দরকার সময়। আপনাদের সঙ্গে নেগোশিয়েশনের কারণে

www.downloadpdfbook.com

সেই সময়টা পেতে যাচ্ছি আমি।'

অভিজিৎ রাঠোর দ্রুত সামনের দিকে ঝুঁকল। 'তার মানে নেগোশিয়েট করার জন্যে অপেক্ষা করতে বাধ্য হব আমরা?'

'না,' জবাব দিল খালিদ। 'আলোচনা বা কাজ শুরু করতে আমরা দেরি করব না। তবে ট্র্যান্সফার প্রসেস কমপ্লিট করতে কিছু সময় তো লাগবেই। আমি মাত্র দু'এক সপ্তাহের কথা বলছি, তার বেশি নয়। এই সময়ের মধ্যে নিজেদের আমরা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে পারব, পারব নিজেদের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করে তুলতে। তাই না, লাইলি?'

হেসে উঠে লাইলি বলল, 'অভকোর্স!'

'কিন্তু তোমাকে খালিদ বিশ্বাস করে না!' মনে মনে বলল রানা। 'যাকে বিশ্বাস করে না তার সঙ্গে আবার ভবিষ্যৎ কী?'

আর কেউ লক্ষ করেছে কিনা বলতে পারবে না রানা, তবে ওর চোখে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে ব্যাপারটা—ইঞ্জেকশন সে-ই নিল খালিদ, কিন্তু ব্যবহার করল নিজের সঙ্গে থাকা ওষুধ; লাইলির কথায় প্রহরীর কাছে রাখা ওষুধ নয়।

'কারও যদি কোন প্রশ্ন না থাকে,' বলল খালিদ, 'এবার তা হলে নিলামটা আমরা শুরু করতে পারি।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসল সবাই। কারও কোন প্রশ্ন নেই।

'নিলাম এভাবে হবে। আপনাদের সবার সামনে একটা করে এনভেলাপ আর পেন্সিল আছে। এনভেলাপের ভেতরে যার যার নাম লেখা একটা করে কার্ড পাবেন। নামের নীচে খালি জায়গাটায় দর লিখবেন। এনভেলাপ নিয়ে নীচতলায় চলে যাবেন আপনারা।

'প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করে গার্ড দেয়া হবে। আপনারা

www.downloadpdfbook.com

...ড় পরার অনুমতি পাবেন। তারপর পথ দেখিয়ে কাছাকাছি আলাদা আলাদা খালি কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাদের। জিনিসগুলো কত টাকায় কিনতে চান ঠিক করার জন্যে যত খুশি সময় নিতে পারবেন। শুরু করার অঙ্কটা হলো–দুশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার দর সবচেয়ে বেশি হবে সে-ই নিলামে জিতবে। সব পরিষ্কার তো?'

জর্জ ইকো হাত তুলল। 'দর লেখার' পর আবার এখানে আমরা ফিরে আসব?'

'মোটেও না, বন্ধু আমার,' শান্ত হাসির সঙ্গে বলল খালিদ 'শুধুমাত্র বিজয়ীকেই এখানে ফিরে আসতে দেয়া হবে। বাকি সবাইকে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে আমার লোকজন যার যার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থেই বিজয়ীকে যতটা সম্ভব বেশি সিকিউরিটি দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি আমি।'

'মন্দ নয় আয়োজনটা,' বলে চেয়ার ছাড়ল প্রিন্সেস দামিনী। তার দেখাদেখি বাকি সবাইও উঠে দাঁড়াল।

'আর আমার ব্যাপারটা?' জানতে চাইল রানা।

ওর দিকে ফিরল খালিদ, আবেগহীন হাসিটা যেন আঠা দিয়ে কেউ সেঁটে দিয়েছে তার মুখে। 'তুমি নীচে নেমে কাপড় পরো। প্রয়োজন মনে করলে নিজের সহকারিণীর সঙ্গে দর নিয়ে পরামর্শ করতে পারবে। তারপর এখানে ফিরে এসে রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা করবে, মুড ভালো থাকলে হয়তো কিছু গল্পগুজবও চলতে পারে। প্যাসাডোনা তোমাকে ফিরিয়ে আনবে।'

দুর্গ থেকে যে লোকটা ওদেরকে পথ দেখিয়ে এনেছে, সিঁড়ির মাথায় নিঃশব্দে তার আবির্ভাব ঘটল খালিদের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে অতিথিদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য চেয়ার

www.downloadpdfbook.com

ছাড়ল রানা।

নীচে নেমে সবাই দ্রুত কাপড় পরে নিল।

নিজেদের প্রয়োজনেই এক হলো রানা আর প্রিন্সেস।

'কার্ডে কী দর লিখবে তুমি?' নিচু স্বরে প্রিন্সেসকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি বলে দাও।'

'লিখবে—"সবচেয়ে বড় দরের চেয়েও এক মিলিয়ন ডলার বেশি"।'

'বেশ। আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল প্রিন্সেস। 'কিন্তু সবাই যদি তাই লেখে, তা হলে তো এটা নিলামই হলো না।'

ভুরু কুঁচকে রানা বলল, 'নিলাম আসলেও হবে না।'

প্রিন্সেস চলে যেতেই রানার দিকে এগিয়ে এল প্যাসাডোনা. ইঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে ফিরতে বলছে।

সিঁড়ির মাথায়, বাঁ দিক ঘেঁষে পজিশন্ নিল প্যাসাডোনা। রানার ডান দিকে অলস ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে লাইলি।

এখনও টেবিলের শেষ মাথায় বসে রয়েছে খালিদ, চেহারায় ফুটে আছে দম্ভ আর জিদ। চোখাচোখি হতে মুখ খুলল সে। গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক শান্ত আর নরম, এই চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানন। 'হ্যালো, রানা। তুমি মিস করছ আমাকে?'

'হ্যাঁ, তবে তার কারণ এখনও তোমাকে গুলি করার সুযোগ পাইনি বলে,' রানার ঝাঁঝাল জবাব।

কর্কশ হাসি শোনা গেল খালিদের গলায়। 'তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা, তাই না? ওহ্, গড!' অকস্মাৎ দু'হাত তুলে নিজের মাথার খুলিটা দু'পাশ থেকে চেপে ধরল সে। 'ওহ. গড!' সিলিঙের দিকে তাকাল। মুহূর্তের মধ্যে চোখ দুটো লালচে

www.downloadpdfbook.com

হয়ে উঠেছে। আবার ঘামছে সে। হাঁপাচ্ছেও একটু। 'পাপ করেছি আমি! পাপ করেছি আপনজনদের সঙ্গে! ওহ্, গড!' অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'নিজের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছি আমি!'

তাকে এই অবস্থায় দেখে রানা হতচকিত। হঠাৎ করেই কয়েকশো প্রশ্ন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল, শুধু একটা বাদে। 'কেন, খালিদ? কেন?'

তার চোখ টেবিলে নেমে এল, হাত দুটো এক হলো সামনে। মুখ খোলার আগে দু'মিনিট পার হয়ে গেল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তার অবস্থা, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাচ্ছে। 'কী বলতে পারি, রানা? তুমি সহজ জবাব শুনতে চাও। কিন্তু তা তো নেই।'

'কোন কারণ থাকতে তো বাধ্য।'

'একটা কারণ? দশটা নয় কেন...কিংবা একশোটা? হয়তো এটা আমার জীবনের অন্য একটা রূপ। হয়তো অহঙ্কার। কিংবা একঘেয়েমি। হতে পারে প্রতিশোধ।' চেয়ারে সামান্য একটু ঘুরে বসে জানালার দিকে তাকাল, ওখানে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে লাইলি। 'তবে ভালোবাসা নয়,' একদম খাদে নামানো কণ্ঠস্বর। আবার সিধে হয়ে বসে রানার দিকে তাকাল। 'হতে পারে হতাশা, চ্যালেঞ্জ, কিংবা ভয় অথবা গর্ব। এত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকার কী, রানা? ধরে নিলেই তো হয় যে গোটা ব্যাপারটা টাকা নিয়ে।'

রানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঝট করে প্যাসাডোনার দিকে তাকাল সে। 'তোমার টহল শুরু করো। একবার দেখা দরকার ক্রেতারা কী করছে।' সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো লোকটা নার্ভাস দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পা নাড়ছে। 'যাও, প্যাসাডোনা। আমার কোন বিপদ হবে না,' আবার বলল খালিদ। 'এই ভদ্রলোক জবাব চান. খুন-খারাবি নয়। যাও,

www.downloadpdfbook.com

টহল দিয়ে এসো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল প্যাসাডোনা। সে চলে যাওয়ার পর রানার দিকে ফিরে হাসল খালিদ। 'খুন-খারাবি পরে শুরু হবে–ঠিক, রানা?'

শুনতে না পাওয়ার ভান করে আবার সেই আসল প্রশ্নটার উত্তর চাইল রানা। 'কেন, খালিদ?'

হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল খালিদ। 'কোত্থেকে শুরু করব আমি? উন্মত্ততা? গোটা দুনিয়াই উন্মাদ হয়ে গেছে, রানা। আর সেই দুনিয়ার ভেতর আমরা–তুমি আর আমি–এমন একটা পেশাকে মহিমা দান করার জন্যে প্রাণপাত করছি, যা থেকে অর্জন খুব সামান্য, সেই সামান্য অর্জনও খেয়ে ফেলছে লোভী পিঁপড়েরা। আগে হোক বা পরে, এর তো একটা প্রতিক্রিয়া আছেই।'

'কীভাবে? একটু ব্যাখ্যা করো।'

'দেশ স্বাধীন করে যা কিছু অর্জন করেছিলাম আমরা, স্বাধীনতাবিরোধী আর ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক শক্তি সব খেয়ে ফেলছে। দুনিয়া চলছে সামনের দিকে, আমরা যাচ্ছি পিছন দিকে। আমরা কিছু লোক ভালো থাকছি, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবছে না। এবার ঘরের বাইরে তাকাও। বুশ আর ব্লেয়ার দুনিয়াটাকে নরক বানিয়ে রেখেছে। কারও কিচ্ছুটি করার সাধ্য নেই। কোথায় ন্যায় বিচার? কোথায় বিশ্ববিবেক? কোথায় আল্লাহ?'

'তুমি জানো এ-সব প্রশ্নের কোন জবাব নেই, খালিদ,' বলল রানা। 'তবে আগেই বা কবে দুনিয়াটা এরচেয়ে আলাদা কিছু ছিল, বলো?'

'তুমিও তা হলে স্বীকার করছ এই দুনিয়ার সবাই আমরা

www.downloadpdfbook.com

পাগল?' খালিদের কণ্ঠে উল্লাস।

'না, কই! কেন স্বীকার করব!' প্রতিবাদ করল রানা।

'তা হলে আমার এই পাগলামির অন্য একটা কারণ খুঁজে বের করা যাক,' সহাস্যে বলল খালিদ। 'অহঙ্কার?'

'তোমার তো মিথ্যে অহঙ্কার করার দরকার করে না, খালিদ,' বলল রানা। 'যে-কোন কাজে হাত দিয়েই সাফল্য পেয়েছ তুমি।'

'সেই অহঙ্কারেই তো বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। তার সঙ্গে যোগ হলো একঘেয়েমি। ওই শালা বুড়োটা, যাকে নিজের বাপের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছি, শালা আমাকে জোর করে একটা ডেস্কে বসিয়ে দিল। ওখানে বসে মাসের পর মাস কী করছিলাম আমি? স্রেফ বুড়ো আঙুল চুষছিলাম।

'আমার চ্যালেঞ্জ দরকার ছিল, রানা, মেন্টাল এক্সারসাইজ নয়। ফিল্ডে টিকে থাকার জন্যে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হয়েছে আমাকে। স্ট্রাগল ছাড়া আমি কী? একটা মরা মানুষ–আ ডেড বডি। এর জন্যে ওই বুড়ো বাস্টার্ডটাই দায়ী। সে আমাকে, একটা জ্যান্ত মানুষকে, ডেস্কে বসিয়ে দিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলল।'

'তুমি অ্যাকটিভ ডিউটি চাওনি কেন?'

'বললাম না, আমার দরকার ছিল চ্যালেঞ্জ!' প্রায় গর্জে উঠল খালিদ। চোখ দুটো ক্রমশ আরও লাল হয়ে উঠছে। শুরু হতে যাচ্ছে শ্বাসকষ্ট। ঘামে চকচক করছে মুখটা। 'সত্যিকার শত্রু দরকার ছিল, রানা, সত্যিকার শত্রু। স্পাইরাই হলো আমার সেই শত্রু! স্পাইদের আমি ঘৃণা করি। ইচ্ছে করে চিবিয়ে খাই!'

'সেজন্যেই কি বিসিআই এজেন্টদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল খালিদ। 'ঠিক ধরেছ। হ্যাঁ, বন্ধু। ওদের ব্যর্থতা ক্ষমা করা যায় না। আর সেজন্যেই

www.downloadpdfbook.com

ওদেরকে আমি মেরেছি।'

খালিদের জবাব নাড়া দিয়ে গেল রানাকে। তা হলে তো দেখা যাচ্ছে ওর অনুমানই ঠিক! 'বিসিআই এজেন্টদের ব্যর্থতা, খালিদ? ঠিক বুঝলাম না তো।' না বোঝার ভান করছে ও। সন্দেহ নেই স্ত্রী তন্মনা আর একমাত্র সন্তান নিশ্চয়কে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে না পারার কথা বলছে খালিদ।

'ওই মেয়েটি আমার আকাশ ছিল, রানা—সেই নীলিমায় আমি উড়তাম। আমার সেই আকাশটাকে ওরা আগুনে পুড়ে যেতে দিল। অথচ ওদেরকে আমি বলে গিয়েছিলাম—দেখিস ভাই, তন্মনা আর নিশ্চয়কে আমি তোদের দায়িত্বে রেখে যাচ্ছি!

'আহ্! উহ্!' ব্যথায় মুখ বিকৃত করল খালিদ। 'হায়, নিশ্চয়! হায়, নিশ্চয়!' নিজের বুকটা দু'হাত দিয়ে খামচে ধরল। 'নিশ্চয় আমার ছেলে নয়, আমার অস্তিত্ব ছিল, রানা! ওকে নয়, ওরা আমাকে পুড়িয়ে মেরেছে। তন্মনা আর নিশ্চয় আগুনে পুড়েছে, আর আমার ভক্তরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে।'

'কারও কিছু করার ছিল না, খালিদ,' বলল রানা।

'মিথ্যে কথা! কিছু যদি করার না থাকবে, তুমি তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুনে ঝলসে গিয়েছিলে কেন?'

'কিন্তু আমিও তো কিছু করতে পারিনি!' বলল রানা। 'করা সম্ভব ছিল না!'

'অন্তত তুমি আর অংশ তো চেষ্টা করেছিলে, রানা! আগুনের ভেতর ঢুকে ওদেরকে তোমরা বের করে এনেছিলে। ওরা কেউ তা-ও তো করেনি।'

'হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিলাম বটে। কিন্তু তোমার এই স্বীকৃতির কী দাম? তুমি তো আমাকেও ছাড়োনি।'

'ছাড়িনি এ-কথা তুমি বলতে পারো না, রানা। না ছাড়লে

www.downloadpdfbook.com

এখানে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ কীভাবে? এখনও বেঁচে আছ কীভাবে?' একটু হাসল খালিদ। 'তোমার জন্যে ফাঁদ পাতা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমি জানতাম সেটাকে ফাঁকি দেয়ার দক্ষতা তোমার আছে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পাগল ছাড়া আর কারও মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায় না।'

'আরে, বোকা, তুমি তো একটা পাগলের সঙ্গেই কথা বলছ!' খকখক করে হেসে উঠল খালিদ। 'ব্রিফ করার সময় বুড়োটাও নিশ্চয় সে-কথা জানিয়েছে তোমাকে—আমি একটা পাগল! সত্যি তাই, রানা। আমি শুধু শত্রু খুঁজি। ইঞ্জেকশন নিতে দেখলে না, এই রোগেরই চিকিৎসা সেটা।'

'তোমার বউ-বাচ্চাকে যারা নিষ্ঠুরভাবে খুন করল, সেই শত্রুদের কী খবর?'

'শেষ, রানা। ওদের ঝাড়বংশ শেষ করে দিয়েছি চিরতরে। কিন্তু তাতে সারল না আমার অসুখ, বরং বাড়ল আরও। অবস্থা এখন এমনই দাঁড়িয়েছে, একবার যদি কাউকে শত্রু বলে চিনতে পারি, তাকে খুন করতে না পারলে আমি বাঁচব না। নিত্য-নতুন শত্রু না পেলেও আমি বাঁচব না! কারণ, শত্রু না পেলে আমি মারব কাকে?'

পেটের ভিতর আলোড়নটা অসুস্থ করে তুলল রানাকে। 'শত্রু খোঁজার জন্যে শেষ পর্যন্ত তা হলে তুমি এত থাকতে বিসিআই-কেই বেছে নিলে?'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবে খালিদ, এই সময় সিঁড়ির মাথা থেকে খুক করে কেশে উঠল প্যাসাডোনা। 'সিনর...'

'কী ব্যাপার, প্যাসাডোনা?' জিজ্ঞেস করল খালিদ।

'দরপত্র, সিনর।' খালিদের দিকে একটা হাত লম্বা করল

www.downloadpdfbook.com

প্যাসাডোনা, তাতে পাঁচটা এনভেলাপ।

নিলাম শেষ হয়েছে।

'চমৎকার!' প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল খালিদ। প্যাসাডোনার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল এনভেলাপগুলো, তারপর টেবিলের আরেক প্রান্তে সরে গিয়ে প্রথম এনভেলাপটা ছিঁড়ল।

একেকটা এনভেলাপ খুলে ভিতরের কার্ডে কী লেখা আছে পড়ছে খালিদ, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লাইলি। রানা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই কার এনভেলাপ কোনটা।

সবশেষে খালিদের হাতে মাত্র একটা এনভেলাপ রইল। লাইলিকে সেটা দেখাল সে। জবাবে মুখ তুলে তার দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল লাইলি, তারপর অনেকটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল।

একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে প্যাসাডোনাকে দেখানো হলো নামটা।

তারপর এনভেলাপগুলো ফিরিয়ে দিয়ে নির্দেশ দিল খালিদ। 'একটা বাদে বাকি দরপত্র পুড়িয়ে ফেলো। খবর দাও উইনারকে।'

দ্রুত ফিরে গেল প্যাসাডোনা। নিজের উরু চাপড়ে সন্তোষ প্রকাশ করল খালিদ। নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বসল সে। লাইলিও ফিরে এল তার চেয়ারে।

'তো বন্ধু,' রানাকে বলল খালিদ। 'অতীত নিয়ে অনেক কথা হলো। মোটিভ নিয়েও অনেক বকবক করলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎটা কী, রানা?'

'আমার ভবিষ্যৎ, আপাতত মনে হচ্ছে, তোমার হাতে,'

www.downloadpdfbook.com

শুকনো গলায় বলল রানা।

মাথা নাড়ল খালিদ। 'নিলামে অংশগ্রহণকারী হিসেবে, বাকি সবার মত একই বিবেচনা পাবে তুমি। এই অনুষ্ঠানে আমি সততা বজায় রাখছি, রানা।'

'সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া হবে। কথা দিচ্ছি। তুমি তোমার ভাড়া করা আততায়ীকে কথাটা জানিয়ে দিতে পারো। আমার হয়ে তাকে জানিয়ে দাও, সে আসলে একটা লাশ।'

খালিদের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটল। 'তোমার কোন ধারণা আছে, কে সে?'

'নাহ্। তবে সেটা জানা সময়ের ব্যাপার মাত্র। ভালো কথা, যাকে দিয়ে আমাকে খুন করাবার চেষ্টা করছ, সে কিন্তু তোমাকে প্রোটেকশন দিতে পারবে না, খালিদ।'

বুকে হাত বাঁধল খালিদ। হাসছে। 'তুমি কোনদিন তার নাগাল পাবে না, রানা। কারণ তার আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। আমি স্বার্থপর লোক, হে। তোমাকে আমি আর কারও সঙ্গে শেয়ার করতে পারব না। লোকটা আমিই, রানা।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'অনেক দিন হয়ে গেল দু'জন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, রানা। তোমার ফরম আমার জানা ছিল, তবু দেখার দরকার ছিল আরও কিছু উন্নতি হয়েছে কি না। তা ছাড়া, মাসের পর মাস ডেস্কে বসে থাকলে আমার গায়ে এক-আধটু মরচে তো ধরার কথাই, তাই না? খেলাটায় ফিরে আসার জন্যে খানিকটা প্র্যাকটিসেরও দরকার ছিল আমার।'

তারমানে এ এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে খালিদ। এরপর খেলাটা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলে নিলাম থেকে ওকে বিনা বাধায়

www.downloadpdfbook.com

বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করার আমন্ত্রণসহ।

এরপর খেলাটা হবে খালিদ আর রানার দু'জনের মধ্যে।

রানা তাকে বধ করবে।

মুখ তুলে দেখল খালিদ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, চোখে আশ্চর্য নরম দৃষ্টি। 'তোমার অনুভূতি কী, রানা? কেমন লাগছে তোমার?'

কিছু চিন্তা না করেই জবাব দিল রানা, 'দুঃখ লাগছে। কিন্তু আমি রেডি। তুমি?'

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল খালিদের ঠোঁটে। 'যেন এইমাত্র আমার পুনর্জন্ম হলো। দ্য বেস্ট অভ লাক, রানা। বেস্ট অভ লাক!'

তার পিছন থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। একজনেরই ফেরার কথা মাত্র, বিজয়ীর। চোখ মটকে চেয়ার ছাড়ল খালিদ, বিজয়ীকে অভ্যর্থনা জানাবে। তাকে দাঁড়াতে দেখে সিঁড়ির মাথার দিকে তাকাল রানা। জানে প্রিন্সেস দামিনীকে দেখতে পাবে।

পরমুহূর্তে কেউ যেন রানার গায়ে বরফ-শীতল পানি ঢেলে দিল। প্রিন্সেস নয়, বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে শাহবাজ খান।

দশ

ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না রানা। ওর অনুমান ভুল হয়েছে বলে নয়, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঘোর শত্রুদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে।

www.downloadpdfbook.com

খালিদের দিকে তাকাতে আরেকটা ধাক্কা খেল রানা। হকচকিয়ে গেছে সে। তার মানে শাহবাজ এখানে উঠে এসেছে কোন আমন্ত্রণ ছাড়াই!

'হোয়াট ইজ দিস? তুমি এখানে কী-?' শুরু করেও থেমে গেল খালিদ, চকের মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ।

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে শাহবাজের দিকে তাকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। সবাই ওরা চেকোস্লোভাকিয়ার জেডকে-৪৬৬ মেশিন পিস্তলের ফুটোবহুল ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'এভাবে হঠাৎ চলে আসায় মাফ চাই,' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল শাহবাজ, তার হাসিটা শুধু মুখ আর ঠোঁটের একপাশে সামান্য একটু ফুটল।

'বোকামি কোরো না, শাহবাজ,' হিসহিস করে উঠল খালিদ।

'বোকামি করছ তুমি, খালিদ!' কঠিন সুরে বলল শাহবাজ। 'সততা আর নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি আসলে ব্যঙ্গ আর অপমান করেছ আমাদেরকে। নিলামে তুমি একজনকে জিতিয়ে দিয়েছ। তাও কাকে জিতিয়েছ? যে কুকুরটা তোমাকে খুন করতে এসেছে। ওই কুত্তা আর তার রক্ষিতা...'

'একদম বাজে কথা বলবে না, শাহবাজ!' গর্জে উঠল রানা। 'সবাই জানে, এখানে আমি খালিদের বন্দি। তুমিও দেখতে পাচ্ছ। আমার সঙ্গে খালিদের কোনও চুক্তি হয়নি। দর লেখা হয়েছে গোপনে, ফলাফল সম্পর্কে তোমার মতই অন্ধকারে আছি আমি।'

আগ্নেয়াস্ত্রটা আরও জোরে আঁকড়ে ধরল শাহবাজ। 'তুমি মিথ্যুক!'

দ্রুত খালিদের দিকে তাকাল রানা। 'এ-সব কী হচ্ছে?'

www.downloadpdfbook.com

রানাকে চুপ করানোর জন্য শুধু একটা হাত তুলল খালিদ। তার এই ভঙ্গির মধ্যে কী ছিল বলা মুশকিল, শাহবাজের উত্তেজনা হঠাৎ যেন পানি হয়ে এল। মেশিন পিস্তলের ব্যারেলটা কয়েক ইঞ্চি নিচু হতে দেখল রানা।

'তুমি হয়তো সত্যি কথাই বলছ,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল শাহবাজ। 'কিন্তু তারপরও এই জায়গাটা মিথ্যায় ভরা।'

খালিদ একটা কথাও বলছে না। অগত্যা মুখ খুলতে হলো রানাকেই। 'কীভাবে?'

শাহবাজ জবাব দিচ্ছে খলিদের উপর চোখ রেখে, রানার দিকে নয়। 'আমি প্রতারণার গন্ধ পাচ্ছি। খুবই অস্পষ্ট, তবে আছে।'

'পাবলো কোথায়?' জানতে চাইল লাইলি।

'ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল শাহবাজ। 'সেজন্যে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতাই দায়ী। তোমরা সৎ নও, কাজেই তোমাদেরকে আমি সম্মান করতে পারি না।'

'কেন মনে হলো তোমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

এবারও ওকে লক্ষ্য করে নয়, খালিদকে লক্ষ্য করে জবাব দিল শাহবাজ। 'একজন মরুবাসীর মন আর মাথা কীভাবে কাজ করে জানো? তোমার গার্ড একশো গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে নিয়ে যাক আমাকে, তারপরও মনে রাখতে পারব আমি কোথা দিয়ে কোথায় এসেছি।

'তোমার লোক যখন দরপত্র চাইতে গেল, এনভেলাপটা বন্ধ করে তুলে দিলাম তার হাতে। তবে গার্ডকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। তার অস্ত্র নিয়ে ফিরে এলাম কী ঘটেছে দেখতে, তোমার আন্তরিকতা আর সততার প্রমাণ পেতে।' প্রচণ্ড ঘৃণার বিস্ফোরণ

www.downloadpdfbook.com

ঘটিয়ে হেসে উঠল সে। হঠাৎ সেটা থামিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'সততা! এনভেলাপগুলো তোমার কাছে ফিরে এল, বলা যায় শুধু শুধু, কারণ দরপত্রে যে অঙ্কই লেখা থাক তুমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছ কাকে বিজয়ী ঘোষণা করবে। তোমার এইড যখন আবার নীচে নামল, সে আমার কাছে ফিরল না। কাজেই আমার জন্য তুমি আর কোন বিকল্প রাখলে না। সততা বজায় রেখে যে জিনিস তুমি আমাকে দাওনি, আমি এখন সেটা জোর করে কেড়ে নিয়ে যাব।'

এতক্ষণে নীরবতা ভাঙল খালিদ। 'তুমি একজন স্পাই, বন্ধু, তা-ও আবার অ্যামেচার। তোমার মন আর মাথা যতই চালু হোক, আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই...'

শাহবাজের অস্ত্র ধরা হাতের পেশিতে আবার টান পড়ল। 'লেকচার থামাও! যেটা আমার প্রাপ্য সেটা নিয়েই এখান থেকে যাব আমি। ইনফরমেশনগুলো আমার হাতে তুলে দাও তুমি, আর যাদেরকে জানানো দরকার নিলামে আমি জিতেছি তাদেরকে জানিয়ে দিয়ো...'

'কিন্তু আমি যদি রাজি না হই?' শান্তভাবে জানতে চাইল খালিদ।

বোঝা গেল শাহবাজের কথার ভাণ্ডার খালি হয়ে গেছে। অকস্মাৎ মেশিন পিস্তলের ব্যারেলটা ঘোরাল সে, দ্রুত একবার ট্রিগার টেনে ছেড়ে দিল। লাইলির ডান পাশের চেয়ারটা বিস্ফোরিত হলো। চেঁচিয়ে উঠে বাঁ দিকে লাফ দিল লাইলি।

গুলির আওয়াজকে ম্লান করে দিল খালিদের হুঙ্কার। 'যথেষ্ট হয়েছে! তোমার কথাই রাখা হবে।' কোটের পকেটে হাত ভরে একটা এনভেলাপ বের করল সে, টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে দিল সেটা।

www.downloadpdfbook.com

এনভেলাপটা পিছলে নিজের দিকে চলে আসছে দেখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল শাহবাজ, তারপর দু'পা এগিয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল। প্রায় আদর করার ভঙ্গিতে গায়ে আঙুল বুলাচ্ছে। 'তুমি বুদ্ধিমান।' হাসছে সে। তারপর রানার দিকে তাকাল। 'যে সহযোগিতা পেলাম তার জন্যে তোমাকে আমার পুরস্কৃত করা উচিত। হয়তো যে মহামারী তোমার পিছু নিয়েছে সেটা থেকে তোমাকে আমি চিরকালের জন্যে মুক্তি দিতে পারি।' মেশিন পিস্তলটা সরাসরি রানার দিকে ঘুরে গেল।

রানা কিছু চিন্তা করারও সময় পেল না, তার আগেই আশ্চর্য একটা দৃঢ় আর ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা দেওয়ার মত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সম্ভবত খালিদের এই কণ্ঠস্বর শুনেই ম্যানুয়েল ফালা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। 'যদি গুলি করতে চাও, এখনই সময়।'

কামরায় মাত্র একটা বুলেট বিস্ফোরিত হলো। রানার জন্য গতি হারিয়ে অলস ভঙ্গিতে গড়াতে শুরু করল সময়, স্লো-মোশনে। ওর চোখ বন্ধ হয়নি, শরীর স্থান বদল করেনি। বরং নিজের প্রত্যাশিত মৃত্যু সাধারণ একজন দর্শক হিসাবে শান্তভাবে চাক্ষুষ করছে ও।

অস্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা বুলেটটাকে অনুসরণ করছে ওর চোখ, পরিষ্কার দেখতে পেল ব্যারেল থেকে সোজা ওর বুক লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে মানুষ এভাবেই দৃষ্টিভ্রমের শিকার হয়ে নিজের সমাপ্তি চাক্ষুষ করে।

মাংসের ফালি আর শিরা-উপশিরা ছিটকে পড়ল টেবিলের উপর। রানাকে যেটা সন্তুষ্টি এনে দিল—বুকটা শাহবাজের, ওর নয়।

লোকটা ঝাঁকি খেল, আতঙ্কে কোটর ছেড়ে যেন বেরিয়ে আসবে চোখ দুটো। টেবিলে মুখ দিয়ে পড়ল সে, তারপর হাঁটু

www.downloadpdfbook.com

দুটো ভাঁজ হয়ে যেতে ঢলে পড়ল মেঝেতে।

তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রিন্সেস দামিনী। মাথায় চুলের উঁচু স্তূপ এলোমেলো হয়ে ভেঙে পড়েছে, হাতের ছোট্ট পিস্তলটা থেকে সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনও। 'পরাজিত লোকের চেয়ে একঘেয়ে আর কিছু হয় না,' বলল সে।

'আর বিজয়ী বরাবরই উৎসবের উৎস।' নিঃশব্দে হাসল খালিদ।

চট করে একবার শাহবাজের লাশটা দেখে নিল প্রিন্সেস। 'ডিয়ার শাহবাজ। রাগ আর আবেগের শিকার। কেন তার মনে হলো সে-ই জিতেছে?'

'তার দরপত্রে লেখা অঙ্কটা,' জবাব দিল খালিদ, 'সবার চেয়ে অনেক বেশি।'

ধীর পায়ে, সহজ ভঙ্গিতে এগোচ্ছে রানা; টেবিলের নীচে পড়ে থাকা শাহবাজের অস্ত্রটাকে নাগালের মধ্যে পেতে চায়। কিন্তু প্রিন্সেসের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওকে।

'ডিয়ার রানা! নিজেকে সামলে রাখো, মাই ডিয়ার রানা।'

চোখ তুলে তাকাতে রানা দেখল ছোট্ট পিস্তলের ব্যারেলটা ওর দু'চোখের মাঝখানে তাক করে ধরেছে প্রিন্সেস।

'হুট করে কিছু করা হবে না, মনে নেই?' মৃদু হেসে এগিয়ে এল প্রিন্সেস, মেশিন পিস্তলটা মেঝে থেকে তুলে টেবিলে রাখল, তারপর ঠেলে দিল খালিদের দিকে। 'আমার ধারণা এটা তোমার, খালিদ।' এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল সে, তারপর টেবিল থেকে এনভেলাপটা তুলে নিয়ে বলল, 'আর এটা সম্ভবত আমার?'

খালিদের ঠোঁটে স্মিত হাসি। 'ইউ আর ওয়েলকাম, প্রিন্সেস। ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম।'

এনভেলাপটা হাতব্যাগে ভরে ফেলল প্রিন্সেস। তারপর চুলের

www.downloadpdfbook.com

ভিতর পিস্তলটা লুকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। খালিদ একটা প্রশ্ন করতে হাত দুটো স্থির হয়ে গেল তার।

'নিশ্চয়ই তোমার নিজের ডিজাইন করা, ধরে নিচ্ছি।'

'অস্ত্র ব্যবসার এটা হলো একটা ফ্রিঞ্জ বেনিফিট,' মিটিমিটি হাসির সঙ্গে জবাব দিল প্রিন্সেস, চোখে-মুখে গর্বের ভাব। 'সাধারণ একটা টু-শট ডেরিঞ্জার, আমার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মডিফাই করা। ছোট, হালকা, সহজে লুকানো যায়, তবে দশ গজ দূর থেকে একটা হাতিকেও থামিয়ে দেয়া যাবে।'

দ্রুত হাত চালিয়ে পিস্তলটা মাথার চুলে লুকিয়ে ফেলল সে। তারপর খালিদের দিকে ফিরে আবার বলল, 'আমার ওপর রাগ কোরো না, খালিদ। যতই শর্ত দেয়া হোক, সবারই আসলে প্রস্তুত থাকা দরকার। তুমি কী বলো?'

'ফার্নান্দেজের খবর কী?' জানতে চাইল লাইলি।

'গার্ড?' হাসল প্রিন্সের। 'সত্যি, কী মিষ্টি ছেলে! আহা! আমার পারফিউম তার এত ভালো লেগে গেল, শিশি খুলে তাকে আমি শুঁকতে দিলাম। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে জেগে ওঠার কথা তার। কথা দিচ্ছি, বহাল তবিয়তেই আছে সে।'

'আর প্যাসাডোনা?' জানতে চাইল খালিদ।

'সে বেচারার কপাল খারাপ। প্রচণ্ড রাগ নিষ্ঠুর করে তুলেছিল শাহবাজকে। এখানে আসার পথে আমি তার লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি।'

লাইলির কণ্ঠস্বরে খানিকটা অবিশ্বাসের সুর। 'তুমি আগে থেকেই এখানে বিপদের আশঙ্কা করছিলে?'

জবাব দেওয়ার আগে রানার দিকে ফিরে একটু হাসল প্রিন্সেস। 'ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব বলে স্থির করেছিলাম, কাজেই জানতাম নিলামে আমিই জিতব।' খালিদের দিকে ফিরল সে। 'কিন্তু

www.downloadpdfbook.com

নিলামে আর যারা অংশ নেবে, তারা যে ব্যাপারটা পছন্দ করবে না, এ-ও তো জানা কথাই। তা ছাড়া, এমনিতেও, এ-ধরনের ব্যবসাতে বিপদের ঝুঁকি থাকে। ভবিষ্যতে কথাটা মনে রেখো, খালিদ, তাতে নিজেরই উপকার করা হবে।'

হেসে ফেলল খালিদ। 'রাখব মনে, প্রিন্সেস, নিশ্চয়।'

'ভেরি গুড।' বারকয়েক মাথা ঝাঁকাল প্রিন্সেস। 'লিস্টটা পেয়ে গেছি। ধরে নিচ্ছি আমাকে একটা টাইমটেবিল ফলো করতে হবে?'

'এনভেলাপে দেয়া আছে সব।' বলল খালিদ, চেয়ার ছেড়ে প্রিন্সেসের দিকে এগোচ্ছে। 'সব কটা ব্যাঙ্ককে আজই আমি জানিয়ে দেব অ্যাকাউন্টগুলোর দায়িত্ব এখন তুমি নিচ্ছ নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিটি প্যাকেট ট্র্যান্সফার করবে ওরা–নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে। কংগ্রাচুলেশন্স! তুমি তোমার সঙ্গীকে নিয়ে এখন চলে যেতে পারো।'

দাঁড়াল রানা, প্রিন্সেসের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি···কিন্তু সে কী বলছে শুনে জমে পাথর হয়ে গেল।

'যে কথা দিয়েছ সেটা তুমি রক্ষা করবে তো, খালিদ? এ-সব আমি যার কাছে খুশি তার কাছে বেচতে পারব?'

এমন কী খালিদ পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। মুখের হাসি নিভে গেল দপ্ করে, দ্রুত রানার দিকে তাকাল। রানার চোখে-মুখে নিখাদ অবিশ্বাস দেখতে পেল সে।

প্রিন্সেসও তাকাল রানার দিকে। 'দুঃখিত, রানা। বুঝতেই পারছ, বিজনেস ইজ বিজনেস।'

খালিদ চুপ করে আছে, যেন কী বলবে বুঝতে পারছে না।

কামরায় নেমে আসা নীরবতাকে নিজের অনুকূলে একটা জবাব ধরে নিল প্রিন্সেস। 'ভেরি গুড,' বলল সে। 'সৎ আর

www.downloadpdfbook.com

ভদ্রলোকদের সঙ্গে ব্যবসা করার আনন্দই আলাদা। এবার তোমাদের কেউ একজন যদি দয়া করে পথ দেখাও...'

প্রিন্সেসকে বাধা দিল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসা কোন আতঙ্কিত লোকের পায়ের আওয়াজ। প্রিন্সেসের গার্ড ফার্নান্দেজকে সিঁড়ির মাথায় উঠে আসতে দেখা গেল। 'পারফিউম'-এর প্রভাবে ঘাড়ের উপর মাথাটা এখনও সামান্য নড়বড় করছে। হোঁচট খেয়ে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, পালা করে সবার দিকে তাকাচ্ছে আর বোঝার চেষ্টা করছে এখানে হচ্ছেটা কী।

'ওহ্, ফার্নান্দেজ! আবার দেখা হওয়ায় ভালো লাগছে!' প্রায় নাচতে নাচতে এগিয়ে গিয়ে দু'আঙুলে তার চিবুক ধরে আদর করল প্রিন্সেস। তারপর খালিদের দিকে ফিরল সে। 'লোক দেয়ার দরকার নেই। আমার গাইড পৌঁছে গেছে।' ফার্নান্দেজের হাতটা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে নিয়ে উজ্জ্বল হাসিতে ভরিয়ে তুলল মুখটা। 'রওনা হই আমরা?'

আচ্ছন্ন গার্ড খালিদের দিকে তাকাল, নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। খালিদকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাতে দেখল সে।

'প্রিন্সেস, এ কাজ তুমি কোরো না,' হিসহিস করে বলল রানা। 'আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছিল!'

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল প্রিন্সেস, চোখের দৃষ্টি দেখে ঠাণ্ডায় শিরশির করে উঠল রানার গা। 'চুক্তি লঙ্ঘন করার অভিযোগে পারলে মামলা করো গে, যাও,' বলল সে, হাসিটা বরফের মত ঠাণ্ডা। 'ওকে দেরি করিয়ে দাও, খালিদ। দেবে তো?'

সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে ফার্নান্দেজকে পথ দেখাল সে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খালিদের দিকে ফিরল রানা।

www.downloadpdfbook.com

কাঁধ ঝাঁকাল খালিদ। 'দুঃখিত, রানা। আমার পক্ষে প্রতিটি তাস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। লাইলি, এখানে অলস সময় না কাটিয়ে ব্যাঙ্কের ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলছ না কেন? ফার্নান্দেজ না ফেরা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব আমি, তারপর তোমার কাছে আসছি।'

এগিয়ে এসে খালিদের গালে হাত বুলাল লাইলি। 'ঠিক আছে, ডার্লিং, আমি যাচ্ছি। কিন্তু কথা দাও যে কোন অবস্থাতেই তুমি উত্তেজিত হবে না।'

'আরে, না...'

'আজ তুমি দু'বার অসুস্থ হয়ে পড়েছ, খালিদ,' সাবধান করে দেওয়ার সুরে বলল লাইলি। 'অথচ ওই ইঞ্জেকশন হপ্তায় একটার বেশি নেয়া নিষেধ।'

'ঠিক আছে, উত্তেজিত হব না। এবার তুমি যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল লাইলি।

তার চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল খালিদ, তারপর রানার দিকে তাকাল। আগ্নেয়াস্ত্রটা সহজ, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ধরে আছে সে; রানার কাছ থেকে তার দূরত্ব হামলার ঝোঁক নিরুৎসাহিত করার জন্য যথেষ্ট। 'রানা, প্রিন্সেসের ব্যাপারটা...'

'তার নাগাল আমি ঠিকই পাব, খালিদ। জিনিসগুলোও ফেরত নেব। বাড়তি টাকা দিতে হলেও।'

একটু বিরতি নিল খালিদ। 'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম...'

'কী বিষয়ে?...বেইমানী?' রানার গম্ভীর কণ্ঠস্বর প্রায় কর্কশ শোনাল। 'প্রয়োজন নেই, খালিদ।'

কাঁধ ঝাঁকাল খালিদ, তারপর অস্ত্রটা ভাঙতে শুরু করল। নতুন একটা ক্লিপ ভরল, চেক করল ট্রিগার মেকানিজম, তারপর

www.downloadpdfbook.com

কোলের উপর ফেলে রাখল।

এই সময় ফিরে এল ফার্নান্দেজ। তার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলল খালিদ, তারপর সিঁড়ির দিকে এগোল। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল সে, কথা বলল শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে।

'শুনতে তোমার ভালো লাগবে না, তবু বলি, রানা। দুটো কারণে আজ আমার এই অবস্থা। সবচেয়ে হারামী কারণ হলো, আমার দুরারোগ্য ব্যাধিটা–কাউকে শত্রু বলে মনে হলে তাকে খুন না করে আমার উপায় নেই।

'এই রোগের কথা জানার পর রাহাত খান মারাত্মক একটা অন্যায় করে বসলেন। তিনি আমাকে মেরে ফেললেন না। তার বদলে ফিল্ড থেকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ডেস্কে। আমার আত্মাটাকে ধীরে ধীরে পচাবার ব্যবস্থা করা হলো।

'আমি যে পথ ধরেছি তার সুবিধে হলো, মৃত্যু আসবে দ্রুত, এবং আশা করা যায় সে মৃত্যু হবে আনন্দের। তোমার মুখোমুখি হবার জন্যে আমি তৈরি থাকব, রানা। অন্য কোন আততায়ী নয়, নয় ভাড়াটে কেউ, শুধু আমি। তোমাকেও একা দেখতে চাই। রানা এজেন্সির ওই বন্ধুরা তোমার সঙ্গে যেন না থাকে।'

দোস্তামদের কথা তোলায় রানার ঘাড়ের পিছনের চুল সড়সড় করে উঠল। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খালিদের চোখ ভেদ করতে চাইছে।

মাথা ঝাঁকাল খালিদ। 'শুধু তুমি আর আমি, রানা। চ্যালেঞ্জ যেমন হয় আর কী!'

এক মুহূর্তের নীরবতা।

তারপর ইঙ্গিতে গার্ডকে দেখাল খালিদ, এই মুহূর্তে টেবিলের কিনারায় বসে অপেক্ষা করছে। এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলছিল, এবার বাংলায় বলল সে, ফার্নান্দেজ যাতে বুঝতে না পারে।

'আমি ওকে দশ মিনিট অপেক্ষা করার পর তোমাকে খুন

www.downloadpdfbook.com

করতে বলেছি'।' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাসল খালিদ। 'আমার কোন সন্দেহ নেই যে ব্যর্থ হবে ও। দশ মিনিটের মধ্যে দু'মিনিট আবার আমিই নিয়ে নিচ্ছি। যাই হোক, ওর হাত থেকে বাঁচার পর একটা ফোন খুঁজে বের কোরো, তারপর তোমার এজেন্সির ওদের দু'জনকে সাবধান করে দিয়ো। কাজটা আততায়ীদের বুঝিয়ে দেয়া হয়ে গেছে, এখন আর তাদের ফিরিয়ে নেয়ার উপায় নেই। তবে সময় মত তাদেরকে সাবধান করার সুযোগ এখনও বোধহয় হারিয়ে যায়নি। তাদেরকে ফেরত যেতে বলো, রানা। শুধু তুমি আর আমি। বুঝলে? তুমি আর আমি!'

বড় করে শ্বাস নিল রানা; তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'তোমার মত বেঈমান কেউ চ্যালেঞ্জ করলে, সেটা কি ফিরিয়ে দিতে পারি?'

'দ্বিতীয়, অর্থাৎ ওই নাম-ঠিকানার তালিকার নিলামে আর সবাই থাকছে, শুধু তুমি বাদে,' বলল খালিদ। 'তুমি বাদে, কারণ আশা করছি তার আগেই আমার হাতে মারা পড়বে তুমি।' আরও এক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল খালিদ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খালিদ নীচের ফ্লোরে পৌঁছাচ্ছে, এরই মধ্যে শুরু করে দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে গার্ডের দিকে তাকাল ও। টেবিলের ওপাশের কিনারায় নিতম্ব তুলে বসে রয়েছে লোকটা, এক পা মেঝেতে, ভাঁজ করা আরেক পায়ের হাঁটু টেবিলের উপর, শরীর বাঁকিয়ে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। হাতের অস্ত্র স্থির হয়ে চেয়ে রয়েছে রানার বুকের দিকে। রানা ঘুরে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিলেই ঝাঁঝরা করে দেবে পিঠ।

ধীর পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে এল রানা, যেন চেয়ারে বসবে। ওপাশে আরও একটু সতর্ক হলো ফার্নান্দেজ।

www.downloadpdfbook.com

কিন্তু বসতে গিয়ে চেয়ারটা মিস্ করল রানা, ঝপ্ করে নিচু হয়ে বসে পড়ল মেঝেতে; পরমুহূর্তে টেবিলের এদিকের কিনারা উঁচু হতে শুরু করল। কী ঘটছে বুঝতে পারল গার্ড, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে–উপলব্ধি করল, পতন ঠেকাবার উপায় নেই।

তবু তার প্রশংসা করতে হয়, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করল না। শরীরের সমস্ত ভার ডান পায়ে চাপিয়ে দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে চাইল সে। কিন্তু পিছলে গেল পা, মেঝেতে ধপ করে বসার ভঙ্গিতে পড়ল। তার উপর পড়ল উল্টানো টেবিল।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল গার্ড, তারপরও হাল ছাড়ল না, হাতের অস্ত্র রানার দিকে ঘোরাতে চাইছে। তবে ইতিমধ্যে আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছে। টার্গেটকে তখনও ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, তার অবাধ্য আঙুল ট্রিগার টেনে দিল। এক পশলা বুলেট প্রাচীন সিলিঙে একগাদা গর্ত তৈরি করল শুধু।

টেবিল টপকে ওপারে চলে এসেছে রানা ততক্ষণে। ধাঁই করে একটা লাথি চালাল ওর কনুই লক্ষ্য করে। ঝাঁকি খেয়ে আবার টান পড়ল ট্রিগারে। সিলিং থেকে দেয়ালে নেমে আসছে এক সারি গর্ত। তারপর ক্লিক শব্দে থামল আগ্নেয়াস্ত্র।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে গার্ড। হাতের কিনারা দিয়ে গুনে গুনে তিনটে চপ মারল রানা। দুটো ঘাড়ে, তৃতীয়টা কণ্ঠনালীর উপর। দড়াম করে পড়ে গেল লোকটা উপুড় হয়ে।

লাশের হিপ পকেটে স্পেয়ার ক্লিপটা পাওয়া গেল। চেম্বারে ভরছে সেটা, কাজ শুরু করে দিয়েছে মাথা। ওই সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ, দীর্ঘ পথ। অস্ত্রের স্ট্র্যাপ মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে জানালার দিকে ছুটল রানা, শার্সি সরিয়ে কারনিসে বসল, তারপর কারনিসের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল।

www.downloadpdfbook.com

ঝুপ্ করে পাথরে বাঁধানো একটা উঠানে খসে পড়ল রানা। ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার পর দেখল প্রায় ত্রিশ মিটার দূরে ছুটছে খালিদ। একটা গলির মুখে পৌঁছে গেছে প্রায়, এখনই ডান দিকে ঘুরে নিরাপদ আড়ালে চলে যাবে।

লাফ দিয়ে বাঁ দিকে সরে ফায়ার ওপেন করল রানা।

খালিদের পিছনের দেয়াল থেকে ছাল তুলল বুলেটগুলো। একটা হাত তুলে নাড়ল সে, যেন শুভেচ্ছা জানাল রানাকে, তারপর স্যাঁৎ করে গলির ভিতর ঢুকে পড়ল।

অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরে ছুটল রানা, কিন্তু গলির মুখে পৌঁছে খালিদকে কোথাও দেখতে পেল না।

গলির ভিতর ঢুকবে কিনা চিন্তা করছে। ধাওয়া করে লোকটাকে খুন করা গেলে আর কিছু চায় না ও, কিন্তু সে চেষ্টা করতে গেলে নষ্ট হবে অমূল্য সময়। খালিদের নির্বাচিত এলাকা এটা, বেরিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ তার জানা।

এখন প্রথম কাজ কাওসার আর সামিনাকে সাবধান করা।

অস্ত্রটা ফেলে দিয়ে ছুটল রানা, অস্থির দুই চোখ রাস্তার দুইপাশে ফোন বুদ খুঁজছে।

সময়মত সাবধান করতে হবে ওদেরকে।

মুখ তুলে উপর দিকে তাকাল রানা, টেলিফোনের ঝুলন্ত তার দেখতে পাওয়ার আশায়।

আছে! ওটাকে অনুসরণ করল। তারপর একটা দরজার সামনে থেমে কবাটে ঘুসি মারল।

সচকিত বুড়ো এক লোক দরজা খুলল। রানার মুখে পর্তুগিজ শুনে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। ভিতরে ঢুকে ছোঁ দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা, ডায়াল করল দ্রুত, প্রতিটি নিরুত্তর রিঙ বুকটাকে একটু একটু করে ভাঙছে।

www.downloadpdfbook.com

'প্লিজ! প্লিজ!' রিসিভারে বিড়বিড় করছে রানা। 'ফোন ধরো! সাড়া দাও! ওহ্, গড!'

অপর প্রান্তের নীরবতাই এখানে নির্মম একটা বার্তা বহন করছে। ফোন রেখে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল রানা খোলা দরজা দিয়ে।

এগারো

হোটেল রিজ-এ পৌঁছাতে রাত আটটা বেজে গেল। খবর যে ভালো নয় সেটা রানা লবিতে ঢুকেই বুঝতে পারল। ডেস্ক ক্লার্কের সঙ্গে হোটেলের একজন অ্যাটেনড্যান্টের উত্তপ্ত তর্ক হচ্ছে। একজন কর্মচারী কাজ ফেলে, কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়ায় অ্যাটেনড্যান্ট লোকটাকে ওভারটাইম খাটতে বলা হচ্ছে, কিন্তু সে রাজি নয়।

রানা ওদেরকে বলতে পারত কর্মচারী লোকটা হোটেলেই কোথাও আছে, সম্ভবত মৃত–হয় কোন ক্লজিটে বা বেযমেন্টের এক কোণে। তবে না, ওরা নিজেরা খুঁজে বের করুক। ওদের তর্ক শুনে রানা জানল, কর্মচারীটি যে-ই হোক, তার কাছে পাস-কি ছিল।

শান্ত পায়ে লবি পার হয়ে এলিভেটরে চড়ল রানা। পাঁচতলায় পৌঁছে করিডরটা ভালো করে দেখে নিল। ফাঁকা।

দ্রুত ৯০৫ নম্বর স্যুইটের সামনে চলে এল রানা। বি লেখা

www.downloadpdfbook.com

দরজার তালা থেকে চাবির একটা রিঙ ঝুলছে দেখে খুব একটা অবাক হলো না। কবাট ঠেলে সাবধানে ভিতরে তাকাল ও। কামরাটা প্রায় অন্ধকার, জানালা দিয়ে শুধু অস্তগামী সূর্যের আভা ঢুকেছে। চোখে অন্ধকার সয়ে আসতে দু-জোড়া পা দেখতে পেল রানা। একজোড়া খাট থেকে ঝুলছে, আরেক জোড়া খাটের পিছনের মেঝেতে পড়ে আছে।

দুই জোড়া পা-ই আড়ষ্ট, নিঃসাড়।

ধীর পায়ে, সাবধানে ঘরের ভিতর ঢুকল রানা। বিছানায় পড়ে থাকা শরীরটা ক্রমশ পুরোপুরি দৃষ্টি পথে চলে এল। উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে কাওসার দোস্তাম, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র সে, গোটা পিঠ গর্তে ভর্তি। আর সামনে এগোবার প্রয়োজন হয় না। বোঝাই যাচ্ছে একইভাবে খুন করা হয়েছে সামিনাকেও।

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে গ্রাস করতে উদ্যত আত্মগ্লানির সঙ্গে যুঝছে রানা। আধ মিনিট পর উঠল ও, ৯০৫-বির দিকে যাচ্ছে। এটাও প্রায় অন্ধকার, তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সার্চ করা হয়েছে। ওয়াল সুইচ-এর দিকে এগোল, কতটুকু কী ক্ষতি হয়েছে দেখার ইচ্ছে, এই সময় ওর মাথার পিছনে শক্ত কিছু প্রচণ্ড আঘাত করল।

মেঝেতে ঢলে পড়ল রানা, কোটরের ভিতর পাক খাচ্ছে চোখ, মনে হলো এখনই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। শরীরটা গড়িয়ে চিৎ হলো, হাত দুটো আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সামনে বাড়াল, চোখের চারপাশে আলোড়িত ঝাপসা একটা ভাবের ভিতর দিয়ে দেখতে পেল সাইলেন্সার লাগানো একটা পিস্তলের মাজল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'ছি, খালিদ! এরমধ্যে চ্যালেঞ্জ কোথায়?' বেসুরো গলায় খেঁকিয়ে উঠল ও, জানে মৃত্যু এসে গেছে।

কিন্তু মৃত্যু এল না।

www.downloadpdfbook.com

দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল পিস্তলটা, কুয়াশার মত ঝাপসা ভাবের ভিতর একটা মুখ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।

'ওহ্ গড!' একটা নারী কণ্ঠ।

তাকিয়ে থাকল রানা, নিশ্চিত নয় এরই মধ্যে মারা গেছে কিনা। গুলির শব্দ শোনেনি ও, বুলেটের ধাক্কাও অনুভব করেনি। কিন্তু যে জিনিস দেখতে পাচ্ছে তা তো জীবিত অবস্থায় দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

মুখটা সামিনার।

শরীরটাকে ঢিল করে দিল রানা। যুদ্ধ করার কোন অর্থ নেই। হয় মৃত্যুর পর ওদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, নয়তো জীবিত অবস্থায় নিরাপদেই আছে। অবস্থা যাই হোক না কেন, মগজে জমে ওঠা মাকড়সার জাল থেকে মুক্তি পেতে হবে ওকে। চোখ বুজল ও।

আবার চোখ খুলতে সে-ই সামিনাকেই দেখতে পেল—দিব্যি বেঁচে আছে, সেই আগের মতই সুন্দর। শুধু চোখের চারপাশে ফোলা একটা ভাব নতুন লাগল।

বিড়বিড় করল রানা, 'কী হয়েছিল?'

উত্তরে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সামিনা। তারপর বলল, 'আপনার কামরায় যেতে পারবেন? ওখানে ব্র্যান্ডি আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, সামিনার সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াল। মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে।

'আপনি যান,' বলল সামিনা। 'আমি আলোগুলো জ্বেলে আসছি।'

টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল রানা। একটু পর ভিতরে ঢুকে সামিনা দেখল, সরু একজোড়া গ্লাসে খানিকটা করে ব্র্যান্ডি ঢেলে অপেক্ষা করছে ও। বিছানার কিনারায় বসে ওর বাড়ানো হাত থেকে নিজের গ্লাসটা নিল সে।

www.downloadpdfbook.com

সামিনা যে কেঁদেছে, সেটা তার দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে। 'শুরু করো,' বলল রানা, বিছানায় তার পাশে বসল।

ব্র্যান্ডির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল সামিনা, বড় একটা শ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল।

'আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও আজ সকালে সিগারেট কিনতে একতলার লবিতে নেমেছিল কাওসার। ওখানে ওর সঙ্গে শাকিলার দেখা। শাকিলা ওর প্রেমিকা, দুজনের বিয়ে ঠিক-ঠাক। মাদ্রিদে থাকে, মা-বাবার সঙ্গে পর্তুগালে বেড়াতে এসেছে। লঁবিতে একা পেয়ে মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়, সোজা আমাদের কামরায় তুলে আনে তাকে।'

'তারপর?'

'গল্প করছিল ওরা, এক ফাঁকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সার্ভেইলান্স সিস্টেম অন করা ছিল, কিন্তু ওদেরকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকা গেল না। আমি কিচেনে ঢুকে শাকিলার জন্যে কিছু খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।'

খুদে মনিটর-এর দিকে তাকাল রানা, নিজেদের কামরাগুলোর উপর নজর রাখার জন্য দোস্তামরা বসিয়েছে। সম্ভাব্য সব দিক কাভার করার জন্য প্রতিটি কামরায় কয়েকটা করে ক্যামেরা আছে, প্রতিটিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় চ্যানেল ডায়াল-এর সাহায্যে। সেটটা কাওসারের কামরায় টিউন করা, তবে ভাগ্যক্রমে ফোকাস করেছে হল আর দরজার উপর...দেখা গেল পাস-কি সরিয়ে নেওয়ায় দরজাটা এখন ঠিকমতই বন্ধ হয়ে আছে।

'কিচেনে আমি ইচ্ছে করেই যথেষ্ট সময় নিই,' আবার শুরু করল সামিনা। 'তারপর ফিরে এসে মনিটরে তাকাই। দু'নম্বর ক্যামেরা অন করাই পাই, ঠিক যেভাবে রেখে গেছি, কিন্তু কাওসার আর শাকিলাকে মনিটরে নড়তে দেখলাম না। ওরা আছে

www.downloadpdfbook.com

কিন্তু নড়ছে না। ঠিক যেভাবে পেয়েছ তুমি ওদেরকে।'

সামিনার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা। সামিনার চোখে এখন পানি নেই, তবে বিষণ্নতায় ভরে আছে। 'ভেতরে ঢুকেছিলে?'

'চেষ্টা করেছিলাম,' বলল সামিনা। 'মাঝখানের দরজা পর্যন্ত যাবার পর দেখি আর পা তুলতে পারছি না। তাই এখানে ফিরে এসে স্ক্রিনের দিকে চোখ রেখে ঠায় বসে থাকি। মনে হচ্ছিল হঠাৎ কেউ "কাট" বলবে, আর অমনি অভিনয় ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াবে ওরা, পরস্পরের সঙ্গে হাসাহাসি করবে। কিন্তু না, কেউ চিৎকার করল না। তারপর এন্ট্রি লাইট মিটমিট করে উঠল দেখে ডোর ক্যামেরার সার্ভিস নিই। আলো ছিল না, তাই শুধু আপনার অস্পষ্ট কাঠামোটা দেখতে পাই। দুঃখিত, মাসুদ ভাই। আমি ভেবেছিলাম-আমার জন্যে ফিরে এসেছে ওরা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার জন্যে ফিরে আসবে না, সামিনা। ওদের আর তার দরকার নেই। তারা এরই মধ্যে তোমাকে মেরে ফেলেছে।

বুঝতে না পেরে কপাল কোঁচকাল সামিনা।

'ওদেরকে খালিদ পাঠিয়েছিল,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'সে চায় তার সঙ্গে একা লড়ব আমি...রানা এজেন্সির সাহায্য নিতে পারব না। কাওসারের কামরায় পাওয়া মেয়েটিকে, শাকিলাকে, মনে করেছে তুমি।'

হিলটনে পৌঁছাতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল ওদের। ইতিমধ্যে নিরাপদ টেলিফোনে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে কথা বলেছে রানা।

শ্বেত পাথরে মোড়া লবির ভিতর, মেইন ডেস্কে পরিচিত

www.downloadpdfbook.com

একটা কাঠামোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল–চশমা পরা, টেনেটুনে পাঁচ ফুট, নিরেটদর্শন গণপতি ঠাকুর। তার ঠিক পিছনেই তিনটে ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রিন্সেস দামিনী।

লবিতে ঢোকার আগে কাঁচের ভিতর দিয়ে চারদিকটা ভালো করে দেখে নিল রানা–সাবেক গুর্খা সৈনিকের উপর কেউ নজর রাখছে কিনা বুঝতে চায়।

চোখে চোখে রাখার জন্য বিসিআই চিফ রাহাত খান কাউকে যদি পাঠিয়েও থাকেন, তাকে রানা চিনতে পারছে না। সামিনার দিকে ফিরল ও। 'চোখ-কান খোলা রেখে পনের মিনিট অপেক্ষা করো লবিতে,' বলল তাকে। 'খেয়াল রাখো আমাদের পিছু নিয়ে কেউ এসেছে কিনা। তারপর প্রিন্সেসের স্যুইটে গিয়ে নক করবে।

মাথা ঝাঁকাল সামিনা। 'জী, মাসুদ ভাই,' বলে দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে পড়ল সামিনা।

তার পিছু নিয়ে রানাও ভিতরে ঢুকল, সোজা হেঁটে এসে উঠে পড়ল এলিভেটরে।

এলিভেটর থেকে বেরিয়ে করিডরটা ফাঁকা পেল রানা। নক করতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল প্রিন্সেস। সাদা একটা সুট পরেছে সে, মুখে কোন মেকআপ নেই। 'হাই!' ভাব দেখে মনে হলো রানা আসবে জেনে তৈরি হয়ে আছে, ইচ্ছে বিরাট একটা সারপ্রাইজ দেবে। পরমুহূর্তে হতাশ দেখাল তাকে। 'কী ব্যাপার, রানা, তোমার হাতে পিস্তল কই?'

'কেন, পিস্তল দিয়ে কী হবে?' চেহারায় সুবোধ ভাবটি ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাহ্, আমাকে হুমকি দিতে হবে না? আমি তোমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলাম, সিস্টেম প্ল্যানটা এখন তোমাদের বড় কোন

www.downloadpdfbook.com

শত্রুর কাছে বেচতে যাচ্ছি...'

'তুমি যদি আমাকে কোন সারপ্রাইজ দেয়ার কথা ভেবে থাকো, তা হলে সেটা ভুলে যাও, দামিনী,' বলল রানা। 'কারণ আমি জানি, তুমি কে।'

'তুমি জানো? হাউ? নো, ইমপসিবল!'

'তুমি আমাদেরই লোক,' বলল রানা, হাসছে। 'বিসিআই-এর একজন এজেন্ট।'

এক মুহূর্ত মুখে কোন কথা যোগাল না, তারপর ঝাঁঝের সঙ্গে বলল প্রিন্সেস,'এটা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন, একমাত্র বস্ ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়। তুমি কি বসের কাছ থেকে জেনেছ?

হেসে ফেলল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'না। জানিনি, আন্দাজ করেছি।'

'অসম্ভব. তা কী করে হয়?'

'দুইয়ে-দুইয়ে চারের মত সহজ,' বলল রানা। 'বস্ আমাকে তোমার সাহায্য নিতে বলেছিলেন। পরে একসময় এ-কথা বলে আশ্বস্ত করেন নিলামের ডাক আর মধ্যস্থতার ব্যাপারটা তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি যেন শুধু খালিদের ওপর খেয়াল রাখি। তারপর, আজ এই খানিক আগে, তাঁকে যখন জানালাম যে খালিদের দেয়া এনভেলাপটা নিয়ে চলে গেছ তুমি—আমাকে চিন্তা করতে নিষেধ করলেন। এ-সব থেকে কী বোঝা যায়, তুমিই বলো।'

ভাব দেখে মনে হলো সারপ্রাইজ দিতে না পেরে রানার উপর রেগে গেছে প্রিন্সেস। 'এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ঘুমাও কীভাবে?'

'অনেক বকবক হয়েছে, এবার কিছু কাজের কথা হোক,' বলল রানা। 'বলো, দ্বিতীয় নিলামটা কোথায় হচ্ছে।'

'আলগার্ভ প্রদেশের প্রাচীন একটা দুর্গের কাছাকাছি, পোড়ো

www.downloadpdfbook.com

একটা বাগানবাড়িতে,' বলল প্রিন্সেস। 'রাজধানী ফারো থেকে বেশি দূরে নয়। ঠিক কোথায় আমি জানি, ম্যাপ দেখে চিনে রেখেছি।

'কবে?'

'আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন পর, শনিবার, বিকেল তিনটেয়।'

'ম্যাপটা বের করে আমাকেও জায়গাটা চিনিয়ে দাও।'

পরদিন সকালেই ট্রেনে চড়ে রাজধানী ফারোয় চলে এল রানা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সামিনাকে সঙ্গে নিতে হয়েছে। কাওসারের লাশ প্লেনে তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কাবুলে, ওই একই প্লেনে সামিনারও ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে পর্তুগাল ত্যাগ করতে রাজি হয়নি সে।

তার যুক্তি হলো, 'এই মিশনে এসে আমি আমার ভাইকে হারিয়েছি, মাসুদ ভাই। কাজেই মাঝপথ থেকে আপনি আমাকে সরিয়ে দিতে পারেন না। আমার শরীরে আফগান রক্ত বইছে; খুনের বদলে খুন চাই আমি, ব্যস!'

'লোকটা মাস্টার স্পাই, সামিনা,' বোঝাবার চেষ্টা করল রানা। 'অপ্রয়োজনে খুন করে সে, অসুস্থ একজন...'

'এ-সব আমার জানা আছে, মাসুদ ভাই। তারপরও আমি আমার ভাইয়ের খুনের বদলা নিতে চাই।'

'ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, সামিনা,' বলল রানা। 'যুদ্ধটা শুধু আমাদের দু'জনের–খালিদ আর আমার।'

'হ্যাঁ, বেশ তো,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সামিনা, 'কিন্তু খালিদের সঙ্গে লাইলি থাকতে পারলে আপনার সঙ্গে আমি কেন থাকতে পারব না, বলুন?'

এরপর আর কথা চলে না, শোকে কাতর একটা মেয়েকে

www.downloadpdfbook.com

নিয়েই খালিদের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়াতে হবে রানাকে।

ফারো শেরাটনে উঠল ওরা।

বোধহয় শোক কাটিয়ে ওঠার জন্যই লাঞ্চের পর মুর সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন দেখতে বেরিয়ে পড়ল সামিনা। এভাবে একা রওনা হওয়ায় মোটেও অবাক হয়নি রানা, কারণ মেয়েটা ওকে আগেই জানিয়েছে, আর্কিওলজিতে বিশেষ আগ্রহ আছে তার।

রানাও বেরুল। প্রাচীন মুরদের দুর্গটাকে পাশ কাটিয়ে এসে একটা পাহাড়ে চড়ল ও, চূড়ার খানিক নীচে থেমে চোখে বিনকিউলার তুলল। নিলামের জায়গাটা খুঁজে বের করতে বেশ সময় লাগল ওর। কিছুক্ষণ ভালো করে দেখার পর বুঝতে পারল চারদিকে ঘন জঙ্গল থাকায় কারও চোখে ধরা না পড়ে বাগানবাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব নয়।

সন্দেহ নেই খালিদ নিজের আর তার ক্রেতাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে জঙ্গলের ভিতর প্রচুর সশস্ত্র লোকজন রাখবে।

পরদিনও বেরুল ওরা, প্রথমদিনের মতই যে-যার পথে একা।

ট্যুরিস্ট কোম্পানির ছাপ মারা একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে বাগানবাড়িটার উপর দিয়ে দু'বার উড়ে গেল রানা। ইঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, কাঁধে অটোমেটিক রাইফেল ঝুলছে। আকাশে চোখ তুলে কপ্টারটাকে একবার দেখল সে, তারপর আবার ফিরে গেল।

হোটেলে রানার জন্য একটা সারপ্রাইজ নিয়ে অপেক্ষা করছিল সামিনা। স্যুইটে ডিনার আনিয়ে খাওয়া শেষ করেছে ওরা, রুম সার্ভিস টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে চলে গেছে, এই সময় কথাটা পাড়ল সে।

'লাইলিকে দেখলাম, মাসুদ ভাই।'

'হোয়াট! কোথায়?'

www.downloadpdfbook.com

'শহরের পুবদিকে একটা আর্কিওলজিক্যাল সাইট আছে,' বলল সামিনা, 'ওখান থেকে মাইলখানেক দূরের ছোট একটা চ্যাপেলে। নান সেজেছে লাইলি, গেট দিয়ে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল। ছোটখাট হলে কী হবে, ওটাকে সাধারণ কোন চ্যাপেল বলা যাবে না।'

'কিন্তু কথাটা আমাকে তুমি আরও আগে জানাওনি কেন? আমি হোটেলে ফিরেছি প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল।'

'আপনি ফিরে কী দেখলেন? আর্কিওলজিক্যাল সাইট, পুরানো চ্যাপেল আর মানুষের কঙ্কালের ফটো দেখছিলাম, তাই না? আসলে বোঝার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা। তারপর তো ডিনারই চলে এল। খাওয়ার সময় কি কথা বলতে আছে?'

'চ্যাপেলটাকে কেন তোমার অসাধারণ মনে হলো?'

'এটা একটা কারমালাইট চার্চ, তৈরি করা হয়েছে নান আর ভ্রাম্যমাণ ধর্ম প্রচারকদের জন্য। এ-ধরনের চ্যাপেলকে অসিউয়েরি বলে, আবার রাক্ষুসে চ্যাপেলও বলা হয়। চ্যাপেলের ভেতর দিকের দেয়ালে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত শুধু তাক আর তাক, সে-সব তাকে শুধু মানুষের হাড় আর খুলি–হাজার হাজার।'

'কিছু জানতে পেরেছ, ওখানে কি করছিল সে?'

'কি করছিল মানে? ছদ্মবেশ নিয়ে ওখানেই তো গা ঢাকা দিয়েছে ওরা–ভারতের কেরালা রাজ্য থেকে ভিজিটিং ফাদার আর নান হিসাবে। বললাম বটে ওখানে গা ঢাকা দিয়েছে, তবে ওরা কিন্তু ওই চ্যাপেলে থাকে না–থাকে বেশ দূরের একটা বাড়িতে। য়তদিন ওখানে থাকবে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ওরাই পরিচালনা করবে। ভেতরে ঢুকে চ্যাপেলটাও ভালো করে দেখে এসেছি।'

'খালিদকে দেখোনি?'

মাথা নাড়ল সামিনা। 'চ্যাপেলে ছিল না সে। তবে সাদা

www.downloadpdfbook.com

জোব্বা পরা কেউ একজন ছিল ট্যাক্সিতে, হয়তো খালিদই।'

'তোমাকে ওরা কেউ দেখে ফেলেনি তো?'

'কী যে বলেন না, মাসুদ ভাই! আমি কী অত কাঁচা কাজ করব?'

'এত কথা তুমি জানলে কীভাবে?'

'একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে ভেতরে ঢুকেছিলাম। কাউকে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করতে হয়নি, একজন ব্রাদার নিজেই বকবক করে সব বলছিল...'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'ঠিক আছে, কাল ওখানে বিয়ে করতে যাচ্ছি আমরা।'

একাধারে বিস্ময় আর কৌতুকে সামিনার চোখ বড় হয়ে উঠছে দেখে আবার বলল রানা, 'বর আর কনে, এটাই আমাদের কাভার। চলো, কিছু কেনাকাটা করি–কাল ছদ্মবেশ নিতে লাগবে।'

'চলুন।'

বারো

চার্চ বা চ্যাপেলটার নাম–ইগরেজা ডু কারমো। রাজধানীর কাছাকাছি ক্রিশ্চানদের একটা স্যাঙ্কচিউয়ারি, পবিত্র স্থান। বাইরে থেকে জোড়া টাওয়ার আর ধূসর অবয়ব দেখে যে-কোন সাধারণ দালানের মতই মনে হবে এটা।

www.downloadpdfbook.com

দালানটার সামনের খোলা চৌরাস্তায় বেশ কয়েকটা রেস্তোরাঁ রয়েছে। ওখানে বসে কফির কাপে চুমুক দেওয়ার সময় অনেকেই ওটার দিকে ভালো করে তাকায় না। কারণ তাদের জানা নেই বাড়িটার চারদেয়ালের ভিতর কী লুকিয়ে আছে।

এটাই সেই চ্যাপেল অভ বোন। এখানেই বসে রয়েছে রানা আর সামিনা। ইটালিয়ান ট্যুরিস্ট, পর্তুগালে বেড়াতে এসে বিয়েটা সেরে ফেলতে চায়, তারপর মিষ্টি-মধুর হানিমুনে যাবে–এটাই ওদের কাভার।

মাঝখানে আইল, ডানে আর বাঁয়ে বিশ্বাসীদের জন্য লম্বা বেঞ্চ–ওরা বসে আছে ডানদিকের একটা বেঞ্চে। দেয়াল থেকে চোখ সরাতে পারছে না রানা। যেদিকেই তাকাচ্ছে, সারি সারি তাকের উপর শুধু খুলি আর হাড় দেখতে পাচ্ছে। ধবধবে সাদা ওগুলো, চ্যাপেলের অন্ধকার ভাব দূর করছে।

'মাসুদ ভাই!' পাশ থেকে হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল সামিনা। 'আসছে!'

ঘাড় ফেরাল রানা। তারপর সামিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে আরেকদিকে তাকাল। ওক কাঠের ভারী দরজা খুলে চ্যাপেলে ঢুকছে খালিদ আর লাইলি–প্রিস্ট আর নানের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে তারা।

ওদের পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল নান আর ব্রাদারদের একটা বাহিনী।

কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটার স্পর্শ নিল রানা, তবে জানে এখন এটা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। গোলাগুলি শুরু হলে ওদের মধ্যে কে বাঁচবে কে মরবে বলা মুশকিল, বরং নিরীহ একদল মানুষের প্রাণ হারাবার ভয় আছে।

বেঞ্চ থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়াল রানা, ভাঁজ করা দুই হাঁটু

www.downloadpdfbook.com

মেঝেতে রেখে নিখুঁত ভঙ্গিতে পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। খালিদ আর লাইলি সবার আগে রয়েছে, তাই তাদের পায়ের আওয়াজ আলাদা ভাবে চিনতে পারছে ও। ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

নির্দেশ দেয়া আছে, এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে জানে সামিনা।

এবার তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

সামিনার প্রতিটি পদক্ষেপের আওয়াজ কান পেতে শুনছে রানা, কল্পনার চোখে দেখছে তিনজনের মাঝখানের ফাঁক কীভাবে কমে আসছে, ভাবছে পদক্ষেপগুলো ওর নিজের হলে কী ভালোই না হত। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, প্রার্থনা করার ভঙ্গিতে এক হলো হাত, খালিদের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য কান চলে গেছে পিছন দিকে।

প্রথমে কথা বলল সামিনা, তার গলার আওয়াজ আশ্চর্য রকম মার্জিত আর শান্ত, বাচনভঙ্গিতে প্রবল ইটালিয়ান টান। 'কমপ্রিনডো মাল ও পর্তুগুয়েস। ফালা ইটালিয়ানো...ফালা ইঙ্গলেস?'

'সিম,' জবাব দিল খালিদ, তার বাচনভঙ্গিতে পর্তুগিজ টান। 'আই স্পিক...ওহ্...লিটল ইংলিশ।'

'আমরা বিয়ে করব, ফাদার...' শুরু করল সামিনা।

'আমরা এখনও খুলিনি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে জানাল খালিদ। 'চ্যাপেল নির্দিষ্ট সময় ধরে খোলে আর বন্ধ হয়। খোলা হোক, তখন আসবেন, কেমন?'

রানা অনুভব করল খালিদের তীব্র দৃষ্টি ওর পিঠে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। 'একজন প্রার্থনা করছেন,' বিড়বিড় করল সে। 'উনিই কী বর?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আরেকটা প্রশ্ন করল, 'আর

www.downloadpdfbook.com

আপনি কনে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সামিনা। 'উনি প্রার্থনা করছেন।' বিরতির মধ্যে ইতস্তত একটা ভাব থাকল। 'প্রার্থনা করছেন আমাদের বিয়েটা যাতে সুখের হয়।'

রানা অনুভব করল পিঠ থেকে সরে গেল দৃষ্টিটা। এক সেকেন্ডের একটা বিরতি, তারপর জোর করা উৎসাহ দেখিয়ে উচ্চারণ করা হলো কথাগুলো। 'প্রার্থনা করি সুখী হন আপনারা। আজ রাতে আসুন। এই আটটার দিকে। তখনই বিয়ে পড়ানো হবে। তা হলে রাতে দেখা হচ্ছে, কেমন? গো উইথ গড, সিনোরা। গো উইথ গড।'

খালিদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা, ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সে।

ফিরে এসে রানাকে ডাকল সামিনা। 'বিয়েটা রাতে হবে, ডারলিং। চলো, এই ফাঁকে হানিমুনের কেনাকাটা সেরে ফেলি।'

চ্যাপেলের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ওরা। ইতিমধ্যে চ্যাপেলের অন্য একটা দরজা দিয়ে ভিতর দিকে কোথাও হারিয়ে গেছে লাইলি আর খালিদ।

অন্ধকার চৌরাস্তায় বেশ জোরাল একটা বাতাস উঠল। সীমানা পাঁচিল টপকে এসে চ্যাপেলের উঠানে দাপাদাপি করছে বাতাসটা, উঁচু চাতালে রেন্ট-আ-কারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সামিনার পরনের গাউনটাকে ফুলিয়ে দিচ্ছে। মাত্র সিকি মাইল দূরে হারবার। বোঝাই যাচ্ছে সাগর আজ বেশ অশান্ত। সামিনার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানাও। এইমাত্র পৌঁছেছে ওরা।

উঠানে কোনও লোকজন নেই, শুধু একধারে দুটো গাড়ি পার্ক করা।

www.downloadpdfbook.com

চার্চের টাওয়ার থেকে বেশ কিছুক্ষণ আগেই সাতটা বাজার ঘণ্টা পড়েছে। এখন রাত সাড়ে সাতটা। মুখ তুলে তাকাল রানা। টাওয়ারের পাশেই হেলে রয়েছে চাঁদটা।

'মন খারাপ?'

পাঁচিলের উপর দিয়ে চৌরাস্তায় গিয়ে পড়ল রানার দৃষ্টি। দূরে খানিকটা আলো দেখা যাচ্ছে, সেই আলোয় একটা বার থেকে দু'জন মাতাল বেরিয়ে এল। 'হ্যাঁ।'

'অনেক দিনের জানাশোনা, তাই? পুরানো বন্ধু? বলুন আমাকে। বলে হালকা হন।'

দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করার জন্য একটু বিরতি নিতে হলো রানাকে। ক্ষীণ একটু হাসল ও। 'তার কোন প্রয়োজন নেই। মানে, নিজের কর্তব্য কী, জানি। সে ব্যাপারে আমি অটল।'

'আপনি তৈরি?'

'আমি তৈরি।'

'ঠিক আছে। তবু শুনি।'

'ওর দেশপ্রেম, সামিনা,' বলল রানা। 'তার বুঝি কোন তুলনা হয় না। বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়, সময়ও নেই, শুধু এটুকু বলি–সামরিক অফিসার হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে, আর ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হিসেবে বিদেশের মাটিতে অন্তত একশোবার দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে খালিদ।'

সামিনার চোখে পলক পড়ছে না।

'দেশে এমন অসংখ্য কীর্তিমান পুরুষ আছেন যাঁরা খালিদের মৃত্যু সংবাদ পেলে শোকে পাথর হয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা কেউ বিশ্বাসই করবেন না যে ও একজন বিশ্বাসঘাতক।'

'তাদেরকে তা হলে কী বলা হবে, মাসুদ ভাই?'

এবার আর দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করা গেল না। 'সামিনা,' বলল

www.downloadpdfbook.com

রানা। 'এ এমন একটা লাশ, কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে দেশের মাটিতে, চোখের জলে কবর দিতে হবে নিজ হাতে।'

নিজের অস্ত্রগুলো ঠিক জায়গা মত আছে কিনা দেখে নেওয়ার একটা তাগাদা অনুভব করল রানা। বগলের নীচে, হাতের ভিতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ছুরিটা। পিস্তল রেখেছে ওয়েস্টব্যান্ডে, সাইলেন্সার কুঁচকির কাছাকাছি উরুতে। 'তোমার পিস্তলটা সঙ্গে আছে তো?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সামিনা।

'চলো তা হলে, কাজটা সেরে ফেলি।'

মাথা ঝাঁকাল সামিনা। 'আপনি ভেতরে ঢুকে প্রার্থনার ভান করুন, আমি খবর পাঠাই ফাদারকে।' রানার পিছু নিয়ে চ্যাপেলের ভিতর ঢুকল সে-ও

আইল ধরে দ্রুত এগোচ্ছে রানা। চ্যাপেলের ভিতর, খুলি আর হাড়ের স্তূপে, আশ্চর্য এক ভৌতিক নীরবতা। নিভু নিভ মোমের আলোয় দেয়ালের খুলিগুলোকে মনে হলো হাসছে, কী ঘটতে চলেছে তা যেন জানে ওগুলো।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে আইলের দিকে পিছন ফিরল রানা, হাঁটু গাড়ল বেদির সামনে। বেল্ট থেকে হাতের তালুতে চলে এসেছে ওয়ালথার। মাথাটা প্রার্থনারত ভঙ্গিতে নিচু হয়ে আছে।

চ্যাপেলের দরজা ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল। রানা শুনতে পেল মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ওদের ভুয়া ফাদারকে ফাঁদের ভিতর টেনে আনছে সামিনা। তার কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, তবে স্বরটা চেনা যাচ্ছে। তারপর আত্মবিশ্বাসী হাসি শোনা গেল, এ-ও পরিচিত কণ্ঠ–খালিদের। তার হাসির সঙ্গে যোগ হলো লাইলির হালকা স্বর।

www.downloadpdfbook.com

ওদের হাসাহাসি থেমে গেল পায়ের আওয়াজ রানার পিছনে পৌঁছাতেই।

ইতিমধ্যে পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো হয়ে গেছে রানার।

'ফাদার?' উৎসাহ আর আগ্রহ উপচে পড়ছে লাইলির গলা থেকে। 'আমরা তৈরি, ফাদার।'

মেঝে থেকে নিজেকে তুলল রানা, পুরোপুরি সিধে হলো, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল ওদের দিকে, ঘোরার সময় অস্ত্রসহ হাতটা সরিয়ে নিল পিছনে। চ্যাপেলের ভিতর ওরা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই।

প্রথমে লাইলির দিকে তাকাল রানা, তারপর খালিদের দিকে।

খালিদ হাসছে, তবে হাসিটা দ্রুত ম্লান হয়ে গেল, চেহারা হয়ে দাঁড়াল বিস্ময়ে বিমূঢ়। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় তার ইন্সটিঙ্কট অসম্ভব ধারাল হয়ে উঠেছে।

খালিদ ভুরু কোঁচকাচ্ছে।

রানা পিস্তল দেখালে লায়লীর চেঁচিয়ে ওঠার কথা, তবে তার গলা থেকে বিষম খাওয়ার মত একটা আওয়াজ বেরুল শুধু।

'না, খালিদ!'

স্যাঁৎ করে শোলডার হোলস্টারের দিকে যাচ্ছিল খালিদের হাত, রানার কথা শুনে স্থির হয়ে গেল মাঝপথে। তারপর খসে পড়ল শরীরের পাশে। সন্দেহ নেই, উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে সম্ভাব্যতা বিবেচনা করছে তার মন। রানার মনে হলো এই মুহূর্তে সে কী ভাবছে জানে ও–রানা এখনও গুলি করেনি আমাকে। যতক্ষণ করবে না ততক্ষণ আশা আছে। কথা বলাই ওকে, সুযোগের অপেক্ষায় থাকি।

'তো, রানা,' বলে হাসল খালিদ। 'দেখা যাচ্ছে বেশ দ্রুতই মুভ করেছ। যতটা ধারণা করেছিলাম, তারচেয়ে নিখুঁতভাবে।'

www.downloadpdfbook.com

তার কথায় কান না দিয়ে সামিনাকে নির্দেশ দিল রানা, 'সার্চ করো ওদেরকে।'

প্রথমে খালিদকে সার্চ করল সামিনা। তার ঢোলা জোব্বার ভিতর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল সে। রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল খালিদের কাছে আর কিছু নেই। এরপর লাইলিকে সার্চ করল সে।

লাইলি নিরস্ত্র। ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

সামিনার দিকে তাকিয়ে আছে খালিদ, কীভাবে কী ঘটেছে অঙ্ক কষে বের করার চেষ্টা করছে। 'একা নও দেখতে পাচ্ছি,' হিসহিস করল সে, তারপর ঝট করে মাথা ঘোরাল রানার দিকে। 'তুমি আমাকে হতাশ করলে, রানা।'

'সেটা কীভাবে?' রানার গলা গম্ভীর।

'আমি ভেবেছিলাম নিয়ম মেনে নিয়েই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে তুমি। আমি নিজের আন্তরিকতার প্রমাণ রেখেছি। সাবধান করে দিয়ে বলেছি তোমার এজেন্সির লোকদের ওপর হামলা হবে। সময় মত তাদের কাছে পৌঁছাতে পারোনি তুমি, সেজন্য আমি দুঃখিত, কিন্তু এটা তো অস্বীকার করতে পারবে না যে তাদেরকে আমি বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম।

'তাই ভেবেছিলাম চুক্তিটাকে অনার করবে তুমি, আমাদের লড়াইটা হবে ম্যান-টু-ম্যান। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি আরেকজন সহকারিণীকে জুটিয়েছ।'

ঠাণ্ডা সুরে কথা বলছে রানা। 'না, খালিদ, নতুন কোন সহকারিণী নয়। ও আগের এজেন্টই। তবে ওর ভাইকে আমরা হারিয়েছি। তোমার খুনিরা ভুল একটা মেয়েকে খুন করেছে।'

দ্রুত একবার লাইলির দিকে তাকাল খালিদ, চোখে তীব্র অসন্তোষ। রানা ভাবল—ও, আচ্ছা, খুনিদের সঙ্গে তা হলে

www.downloadpdfbook.com

লাইলিও ছিল!

এরপর সামিনার দিকে তাকাল খালিদ। কিন্তু সামিনা তাকিয়ে আছে লাইলির দিকে। রানার মত সে-ও বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা–কাওসার আর শাহনাজকে খুন করেছে লাইলি।

এই সময় গমগমে ভারী গলায় খালিদ বলল, 'তা হলে কী ট্রেনিং পেয়েছ তুমি, লাইলি? সঙ্গে অভিজ্ঞ লোক দিলাম। তাও ভুল একটা মেয়েকে খুন করে এলে? তুমি তা হলে শিখেছটা কী–টপ সিক্রেট ইনফরমেশন চুরি করে শত্রুদের কাছে বিক্রি করা ছাড়া?'

প্রচণ্ড বিস্ময়ে লাইলির মুখ ঝুলে পড়ল। 'তু-তুমি...' তোতলাতে শুরু করেছে, কিন্তু এগোতে পারছে না। আতঙ্কে ঘামছে সে; তার ছদ্মবেশ, মুখের রঙ ধুয়ে যাচ্ছে ঘামে।

'নিজের পক্ষে সাফাই গাইছি না,' রানার দিকে ফিরে বলল খালিদ। 'তবে রেকর্ড ঠিক রাখার খাতিরে লাইলি বেঁচে থাকতে থাকতে কথাটা তোমাদের জানা দরকার।'

'খা-খা-খা...' পুরো নামটা উচ্চারণ করতে পারছে না লাইলি। হাঁটু দুটো পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

'লিসবনে কাজ করার সময় বিদেশী স্পাইদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় লাইলির,' বলল খালিদ। 'তখন থেকেই ছোটখাট তথ্য বেচতে শুরু করে। তারপর ঢাকায় ডাক পড়ে তার। বিদেশী স্পাইদের সঙ্গে চুক্তি করে সে–ইন্টারনেটের মাধ্যমে টপ সিক্রেট ইনফরমেশন পাঠাবে, বিনিময়ে তার নামে সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে ওরা।

'আমার চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ে বছরখানেক আগে।' হাসল খালিদ। 'ধরা পড়ার পর পা জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! আমি অবশ্য ওকে কিছুই বলিনি, বরং উৎসাহ দিয়েছিলাম, প্রস্তাব

www.downloadpdfbook.com

দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে হাত মেলাবার।'

'কারণ তুমিও তো লাইলির মতই একটা বেঈমান,' বলল রানা।

জবাবে খালিদ কিছু বলল না, ভান করল রানার কথা শুনতে পায়নি। লাইলির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে।

লাইলি করুণ সুরে বলল, 'প্লিজ। আমাকে বাঁচার একটা সুযোগ দাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল খালিদ। 'আমাকে নয়, লাইলি, ওদেরকে বলে দেখো। আমি যত দূর জানি, যেখানে যত বেঈমান আছে সবাইকে খতম করতে বেরিয়েছে ওরা।'

'রানা,' মিনতি করল লাইলি। 'সুইস ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমি ফিরিয়ে দেব...'

'কিন্তু আমি কি আমার ভাইকে ফেরত পাব?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল সামিনা।

চ্যাপেলের ভিতর ঠাণ্ডা একটা নীরবতা নেমে এল। সেই নীরবতা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল পর পর তিনটে বুলেটের গর্জনে। আর্তচিৎকার শোনা গেল শুধু প্রথম গুলিটা হওয়ার পর। দ্বিতীয় গুলিটা ধাক্কা দিয়ে লাইলিকে আইল-এ ফিরিয়ে নিয়ে গেল। আর তৃতীয়টা ঠেলে দিল প্রথম বেঞ্চটার গায়ে।

চ্যাপেলের ব্রাদার আর সিস্টাররা আধ মাইল দূরে থাকে, কাজেই গুলির আওয়াজ শুনে তাদের কারও ছুটে আসার ভয় নেই।

কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে লাশটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে খালিদ। 'আহা, তাই বলে এভাবে হঠাৎ...'

'আমি আমার কাজ শেষ করেছি,' রানার দিকে ফিরে বলল সামিনা। 'এবার আপনার পালা, মাসুদ ভাই।'

www.downloadpdfbook.com

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল লাইলির লাশটার দিকে এগোচ্ছে খালিদ। প্রথমেই ওর ইচ্ছে হলো এই মুহূর্তে গুলি করে ঝামেলাটা শেষ করে দেয়।

উচিত ছিল সেই ইচ্ছে পূরণ করা।

দৃশ্যটা যতই আবেগের জন্ম দিক, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু একটা আছে বলে মনে হলো–হাঁটু গেড়ে বসে লাইলির চোখ দুটো সযত্নে বন্ধ করে দিল খালিদ, তারপর প্রাণহীন দেহটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

ব্যাপারটা বিদ্যুতের ঝলকানির মত ধরতে পারল রানা, তবে এক সেকেন্ড দেরিতে। খালিদ লাশের মাথায় হাত বুলাচ্ছে না, চুলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে কী যেন খুঁজছে!

বেঞ্চের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে সিধে হলো খালিদ, কবজির সামান্য ঝাঁকিতে ছোট্ট কী যেন একটা ছুঁড়ে দিয়েছে সরাসরি রানার দিকে। কামরার নিস্তেজ আলো গায়ে লাগতে চেনা গেল জিনিসটাকে।

ছোট্ট একটা গ্যাসবোমা! লাইলিকে সার্চ করার সময় খুঁজে পায়নি সামিনা। মেঝেতে পড়ে ঠাস করে ফাটল সেটা রানার পায়ের কাছে।

'গ্যাস! দম আটকাও!' সামিনার উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠেই ডাইভ দিল রানা।

উড়ে গিয়ে ডায়াসে পড়ল ও, সেখান থেকে গড়িয়ে কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে নেমে এল চ্যাপেলের মেঝেতে। দ্রুত একবার পিছন দিকে তাকাল ও, দেখতে চাইছে ধোঁয়াটা কোন দিকে বইছে।

গ্যাস বোমাটা বেদির উপর পড়েছে, সেখান থেকে ঘন সাদা মেঘের মত ধোঁয়া উঠছে সোজা উপর দিকে, এখনও চারদিকে

www.downloadpdfbook.com

ছড়াচ্ছে না।

কিন্তু গ্যাসবোমায় কোন বিপদ না হলেও সর্বনাশ ঘটে গেছে অন্যদিকে। এরই মধ্যে চ্যাপেলের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে খালিদ, সামিনাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে সে–এক হাতে তার গলাটা পেঁচিয়ে ধরে পিছু হটছে, আরেক হাত দিয়ে নিজের পিস্তলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

রানাকে আইল ধরে ছুটে আসতে দেখে হেসে উঠল খালিদ। তার এই হাসির অর্থ রানার জানা আছে।

সামিনার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে প্রথমত বাতাসের অভাবে, দ্বিতীয়ত রানা গুলি করে খালিদের সঙ্গে তাকেও মেরে ফেলতে পারে ভেবে।

তাই হয়তো করত রানা, কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে সামিনার নিজের পিস্তলটাও বের করে নিয়েছে খালিদ। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে রানার দিকে পর পর দুটো গুলি করল সে–লাগাবার জন্য নয়, এখনকার উদ্দেশ্য দূরে সরিয়ে রাখা। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত ওগুলো সোজা গিয়ে লাগল দেওয়ালের তাকে সাজানো মড়ার খুলি ও হাড়ের গায়ে।

হঠাৎ সামিনাকে ছেড়ে দিল সে, ছেড়ে দিয়েই তার পিঠে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল।

দরজা খুলে চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে গেল খালিদ। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতে ভোলেনি।

ছিটকে এসে আইলের মাঝখানে পড়ল সামিনা।

ছুটছে রানা। লাফ দিয়ে সামিনাকে টপকাল। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, ছুটে এসে সেটার গায়ে কাঁধের ধাক্কা মারল ও। খুলল না। শুনতে পেল উঠানে স্টার্ট নিল একটা গাড়ি।

মরিয়া হয়ে আবার পিছিয়ে এসে ছুটল রানা, এবার সর্বশক্তি

www.downloadpdfbook.com

দিয়ে ধাক্কা মারল। ছিটকিনি ভেঙে খুলে গেল দরজা।

চাতালে বেরিয়ে এসে রানা দেখল খোলা গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কালো মার্সিডিজ। চাতালের কিনারা থেকে পর পর দুটো গুলি করল রানা। কিন্তু একটাও লাগাতে পারল না মার্সিডিজের চাকায়।

তিন লাফে ধাপগুলো টপকে উঠানে নামল রানা, গেটের দিকে ছুটছে।

গেট দিয়ে প্রায় অন্ধকার চৌরাস্তায় বেরিয়ে এসে কী কারণে যেন মাতলামি শুরু করেছে কালো মার্সিডিজ। ফুটপাথ টপকে মূল সড়কে পড়ার সময় আড়াআড়ি হয়ে গেছে গাড়ি, খালিদ সেটাকে সিধে করে নিচ্ছে না দেখে রানা ভাবল–তবে কি গুলি খেয়েছে সে?

তির্যক একটা পথ ধরে রাস্তা পেরোল মার্সিডিজ, তারপর একটা বাড়ির দেয়াল ভেঙে উঠানের ভিতর ঢুকে পড়ল অর্ধেকটা।

স্টার্ট বন্ধ হয়নি। গাড়ি থেকে কেউ নামছেও না। সাবধানে ওটার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা।

কিছুই নড়ছে না। স্ট্রিট ল্যাম্পের নিস্তেজ আলোয় গাড়ির ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে রানা।

হঠাৎ বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

এই মুহূর্তে ডালে বসা পাখির মতই সহজ শিকার ও। দড়াম করে আছড়ে পড়ল রানা রাস্তার উপর।

গাড়ির ভিতর নেই খালিদ। ছিলই না সে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে, সম্ভবত একটা ইটের সাহায্যে অ্যাকসিলারেটার আটকে রাখার ব্যবস্থা করে, তারপর গাড়ি ছেড়ে দিয়ে প্যাসেঞ্জার সিট হয়ে লাফ দিয়ে নেমে গেছে।

অর্থাৎ কাছাকাছি কোন গাঢ় ছায়ার ভিতর রানার দিকে পিস্তল

www.downloadpdfbook.com

তাক করে দাঁড়িয়ে আছে খালিদ। রানাকে বোকা বানাতে পেরে হাসছে বিদ্রূপের হাসি।

যেন রানার ধারণাকে সমর্থন করেই পরপর দুটো গুলির আওয়াজ হলো। রানার পাশে পাথর বাঁধানো রাস্তার ছাল তুলল ওগুলো। এক গড়ান দিয়ে ফুটপাথের পাশে চলে গেল রানা, পাল্টা গুলি করার জন্য তৈরি। তবে তার প্রয়োজন হলো না।

আর কোনও গুলি নয়, তার বদলে গাঢ় ছায়ার ভিতর থেকে ভরাট গলার হাসি ভেসে এল। তারপর খালিদ বলল, 'এই একবারই তুমি রেহাই পেলে, রানা। তোমাকে খুন করার প্রথম সুযোগটা পেয়েও কাজে লাগালাম না। কারণ, এর মধ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। তবে এরকম সুযোগ আর পাবে না। পরের বার তুমি আমার!'

এতক্ষণে রানা ভালোভাবে উপলব্ধি করল ব্যাপারটা, সত্যি লোকটার সবকিছু উলটপালট হয়ে গেছে। খালিদ আসলেই বদ্ধ উন্মাদ।

কথা শেষ করেই ছুটল খালিদ। তারপর দূর বাঁকের কাছে পলকের জন্য তার চওড়া কাঁধটা একবার দেখা গেল, স্ট্রিট ল্যাম্পের তলা দিয়ে একটা গলিতে ঢুকছে। এত দূর থেকে গুলি করে লাভ নেই। তা ছাড়া সময়ও পাওয়া গেল না।

চ্যাপেলে ফেরার পথে চিন্তা করছে রানা। নিজের রোগ সম্পর্কে খালিদের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। নিজেকে পাগল বলে চিনতে পারলেও, যে-কোন কারণেই হোক আত্মহত্যা করতে পারছে না সে।

খালিদ চাইছে কেউ তাকে খুন করুক। এটাকেই সে তার রোগের একমাত্র চিকিৎসা বলে মনে করছে। আর চিকিৎসক হিসাবে বেছে নিয়েছে রানাকে।

www.downloadpdfbook.com

কাজেই রোগটা সারাবার জন্য ডাক্তারের কাছে আবার আসতে হবে রোগীকে।

তেরো

চ্যাপেলে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। যেখানে ছিটকে পড়েছিল এখনও সেখানেই শুয়ে আছে সামিনা। তার নিঃশ্বাস আর পালস পরীক্ষা করল ও। দুটোই স্বাভাবিক।

দু'হাতে তাকে বুকে তুলে নিল রানা, বয়ে নিয়ে এল চ্যাপেলের সামনের দিকে। প্রথম বেঞ্চটায় নামাল তাকে, ভাবছে গোলাগুলি শুরু হলে মোটা কাঠ খানিকটা নিরাপত্তা দেবে।

বেঞ্চে তাকে লম্বা করে শোয়াচ্ছে রানা, বার কয়েক কেঁপে চোখ দুটো খুলে গেল। 'মারা গেছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সামিনা। জিভে সামান্য আটকে যাচ্ছে কথা, চোখে এখনও পরিষ্কার দেখছে না।

'না,' জবাব দিল রানা, সামিনার মাথায় হাত বুলাল। 'দৌড়ে পালিয়েছে। পিছু নিয়েছিলাম,' কাঁধ ঝাঁকাল। 'গুলি করেছিল, কিন্তু লাগাবার জন্যে করেনি।'

'মানে, মাসুদ ভাই?' মাথায় হাত দিয়ে ফুলে ওঠা খুলিটা অনুভব করছে সামিনা।

'মানে, বলে গেল, পরের বার আর সুযোগ দেবে না।'

'এখন সে কোথায়?'

www.downloadpdfbook.com

'পালাচ্ছে…কোথাও।'

'আপনারও তার পিছু নেয়া উচিত ছিল না?'

'না, ছিল না। কিছুটা সময় পালিয়ে থাকবে সে, তারপর ফিরে আসবে এখানে।'

সামিনার চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি। 'কীভাবে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন, মাসুদ ভাই? যদি না আসে?'

হাসল রানা। 'আসবে। তুমি দেখো।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সামিনা। তারপর ভুরু কোঁচকাল সে। 'আপনি কিন্তু খুব ভালো একটা সুযোগ পেয়েছিলেন, মাসুদ ভাই। সে যখন আমাকে নিয়ে পিছু হটছিল। কিন্তু আপনি গুলি করলেন না।'

'গুলি যে আমি করব না, খালিদ সেটা জানত,' বলল রানা। 'সেজন্যেই হেসে ওঠে সে।'

'আমি মারা যেতে পারি, এই ভয়ে আপনি গুলি করেননি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সামিনা। 'আপনার এ-ধরনের দুর্বলতার কথা জানে বলেই হেসে ওঠে সে।'

সামিনার চোখের উপর দিয়ে যেন একটা মেঘ সরে গেল, মুছে দিয়ে গেল একটু আগের সিরিয়াস ভাবটুকু। সে কথা বলল টান টান ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। 'ধরে নিন সে ফিরে এসেছে।'

'হ্যাঁ…কী?'

অকস্মাৎ সামিনার চোখের মণি লাফ দিল, সেই সঙ্গে নড়বড়ে হয়ে উঠল মাথাটা, শরীরটাও যেন নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছে। ঝুঁকে তাকে ছুঁলো রানা, কিন্তু প্রাণের কোন সাড়া পেল না। 'সামিনা!'

পরমুহূর্তে পিছন থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ঢুকল কানে।

শব্দটা এল চ্যাপেলের যেখানটায় মূল চার্চের সঙ্গে যোগাযোগের দরজাটা লুকানো আছে. সেদিক থেকে। আগন্তুক

www.downloadpdfbook.com

পৌঁছে গেছে, আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দ্রুত যেভাবে জ্ঞান হারাবার সিদ্ধান্ত নিল সামিনা, তার পরিচয় সম্পর্কে কোন সংশয় নেই।

ডাক্তারের কাছে ফিরে এসেছে রোগী।

দাঁড়াতে শুরু করল রানা, কিন্তু পিছন থেকে ভারী কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল ওকে। 'ধীরে, রানা। সাবধানে। এতটুকু ভুল কোরো না। আগেই বলেছি, আর কোন সুযোগ তুমি পাবে না।'

তার নির্দেশ পালন করল রানা, নিজের হাত দুটো মেলে দিয়ে দেখাল। 'হাই, খালিদ।'

'পিস্তলটা ফেলে দাও,' বলল খালিদ। 'পেছন দিকে, বেঞ্চগুলোর দিকে ফেলো–যেন বেশ দূরে পড়ে। আর ছুরিটাও। ধীরে ধীরে, রানা।'

ওয়ালথারটা ছুঁড়ে দিল রানা, ওটার ছুটে যাওয়া দেখল–বেঞ্চগুলোর মাঝখান দিয়ে চ্যাপেলের পিছন দিকে চলে গেল, থামল প্রায় পনেরো ফুট দূরে।

পিস্তলের পথ অনুসরণ করল ছুরিটা।

'ঘোরো,' নির্দেশ দিল খালিদ।

ঘুরছে রানা, ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টি পথে চলে আসতে দেখছে খালিদকে। তার চেহারায় লেখা রয়েছে বিজয়ের গর্ব। লাল হয়ে উঠেছে আবার চোখ দুটো। জ্বলজ্বল করছে। মুখের হাসিটা টান টান। অসুস্থ হয়ে পড়েছে আবার।

'ভাবছিলাম তুমি ফিরে আসতে পারো।'

'তোমাকে ওরকম ভাবার সুযোগ দেয়া হয়েছে,' ধমকের সুরে বলল খালিদ। 'তবে বোঝাই যাচ্ছে যে আশা করোনি পিছনের দরজা দিয়ে আসব। এটা তোমার একটা অবহেলা, রানা। চার্চের কোনও অংশে যাবার পথ মাত্র একটা কখনও হয় না। তোমার জানা উচিত ছিল।'

www.downloadpdfbook.com

'খেলাটা এখানেই শেষ,' বলল রানা। 'আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমার ধারণা তুমিও। তুমি তো অনেক লোককে মারলে। এবার আমার পালা।'

'আগে যেমন বলেছি, রানা, নানা দিক থেকে গোটা ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। বুঝতেই পারছ, এই খেলার পরিণতি যাই হোক না কেন, জিত সেই আমারই হবে।'

'জানি, খালিদ। কীভাবে, তা-ও জানি; অঙ্কটা আমি মেলাতে পেরেছি। তোমার আসলে সাহস নেই কাজটা করার, তাই না? সেজন্যেই আমাকে নিজের খুনি হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছ তুমি–তোমার নিয়ন্ত্রিত ঘটনার কারণে আজ আমি এখানে, তাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছ বলছি। আবার, তোমার সমস্যা হলো, তুমি এ-ও চাও না যে সহজে আমি তোমাকে খুন করতে পারি। তাতে তোমার আহত অহংবোধে আরও ব্যথা লাগবে।'

'তোমার শেষ হয়েছে?'

'আর একটু। আমি যদি ব্যর্থ হই, নিজের কাছে প্রমাণ করতে পারবে তুমিই সেরা। সেটা স্বেচ্ছানির্বাসনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রেরণা যোগাবে তোমাকে। তোমার সম্পর্কে আমি কি ভাবছি শুনতে চাও, খালিদ?'

'শুনছিই তো...আর হয়তো দশ সেকেন্ড।'

'আমার ধারণা তুমি বদ্ধপাগল, খালিদ। এমনি-সেমনি নয়, বদ্ধ উন্মাদ। এর কোন চিকিৎসাও নেই, খালিদ। কাজেই তোমার মরাই উচিত।'

খালিদের চেহারা লালচে কালো হয়ে উঠল।

'ফাদার!' দরজার বাইরে থেকে কে যেন ডাক দিল। অপ্রত্যাশিত, আচমকা ডাক, ঝট করে সেদিকে তাকাতে গেল খালিদ। যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে

www.downloadpdfbook.com

খালিদকে লক্ষ্য করে লাফ দিল।

খালিদের পিস্তল-ধরা হাতটা পিছনের দেয়ালে ঠুকে দিতে চাইছে রানা।

খালিদের হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে এল পিস্তলটা, সেটা খপ্ করে ধরে মেঝের উপর দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল রানা। তার চিবুকের নীচে হাত বাধিয়ে চাপ দিল ও, ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে ধরল তাকে। 'এইবার, খালিদ,' রানার কণ্ঠস্বর কর্কশ। 'শুধু তুমি আর আমি। বাঁচার চেষ্টা করো! লড়ো আমার সঙ্গে!' এক কি দু'পা পিছিয়ে এল রানা, পিছাবার সময় মেয়েটির উদ্দেশে চেঁচাল। 'বেরিয়ে যাও, সামিনা। ওকে আমি একা চাই!'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল সামিনা, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

তার পিছনে দরজাটা যখন বন্ধ হচ্ছে, খালিদের চোখে উত্তেজনার আগুন জ্বলে উঠতে দেখল রানা। কোমরে হাত চাপড়াল সে, পরমুহূর্তে দেখা গেল ভোজবাজির মত একটা ছুরি পেয়ে গেছে।

চোখ মিটমিট করল রানা।

তাই দেখে হেসে উঠল খালিদ। 'সার্চ করার সময় মিস করেছে মেয়েটা। এর মধ্যে চালাকি আছে, তাই না? আমার একজন মেধাবি বন্ধু এটা শিখিয়েছিল আমাকে–কীভাবে কোমরে ছুরি লুকাতে হয়।'

এক পা যথাসম্ভব সিধে করে, আরেক পা বাড়িয়ে দিয়ে ছুরি ধরা হাতটা রানার দিকে লম্বা করল খালিদ, রানার ক্ষতি করার চেয়ে নিজের রিফ্লেক্স টেস্ট করাই যেন আসল উদ্দেশ্য। রানাও নিজের ভূমিকা পালন করল। হাত দুটো উঁচু করে প্রতিরোধের ভঙ্গি নিয়েছে, একই সঙ্গে পিছিয়ে এনেছে শরীরটাকে।

এরপর রানার পেট লক্ষ্য করে কোপ মারার ভান করল

www.downloadpdfbook.com

খালিদ, তা না মেরে ছুরির ফলা দিয়ে নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করল ওর গলার।

'দারুণ, রানা,' বলল খালিদ, উত্তেজনায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার মুখ। 'ভালো ফর্মে আছ। চমৎকার রিফ্লেক্স। ভঙ্গিটাও নিয়েছ দারুণ।' হাসল সে। 'বেশ বুঝতে পারছি, নিয়মিত চর্চা করো।'

টোপটা গিলতে রাজি নয় রানা। সাইকোলজিক্যালি সুবিধে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে লোকটা, কিন্তু রানা তাকে সাহায্য করবে না।

ক্ষিপ্রগতিতে ছুরিটা উড়ে তার বাঁ হাতে চলে গেল–এটা একটা কৌশল, উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষ যাতে আক্রমণকারী নয়, ফলার দিকে দৃষ্টি দেয়।

ছুরি নয়, তার বদলে খালিদের পায়ের দিকে রানার চোখ, নজর রাখছে শরীরের ভর কোন পায়ে চাপাচ্ছে। যে লাথিটা চালাল খালিদ তাতে প্রচণ্ডতার অভাব ছিল, ফলে এড়ানো গেল সহজেই। এখনও নিজের সামর্থ্য টেস্ট করছে সে।

'সত্যি ভালো! তারিফ না করে পারছি না,' ভারী গলায় বলল খালিদ, তার জানা আছে অন্যের প্রশংসা করলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। 'নিজের স্ট্যাটাস তুমি ধরে রেখেছ।'

'তোমার পাগলামি সহ্যের সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে, খালিদ,' বলল রানা। 'এবার ইতি টানা দরকার। হয় তুমি শুরু করো, তা না হলে তোমার এই নাটক থেকে বিরক্ত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হব আমি।'

চোহারা আরও গাঢ় হয়ে উঠল খালিদের। 'বেশ, তুমি যখন চাইছ। পারবে তো, রানা?'

'এসো, দেখা যাক।'

স্থির হলো খালিদ, পরমুহূর্তে এক পা বাড়িয়ে ছুরি চালাল।

www.downloadpdfbook.com

কিন্তু ছুরিটা চালানো হয়েছে রানাকে নাগালের মধ্যে না পেয়েই।

সেই একই মুহূর্তে শরীরটাকে মোচড়াল খালিদ, মেঝে থেকে উপরদিকে বৃত্ত তৈরির ভঙ্গিতে রানার মাথা লক্ষ্য করে উঠে এল লাথিটা।

লাথিটাকে এড়াবার উপায় আছে, কিন্তু রানা উপলব্ধি করল সেই উপায় কাজে লাগাতে গেলে ছুরির ফলাটা সহজেই ওর কণ্ঠনালীর নাগাল পেয়ে যাবে।

হাত উঁচু করে লাথিটাকে কনুইয়ের উপর লাগতে দিল রানা, কাঁধ পর্যন্ত উঠে এল তীব্র ব্যথা। লাথির আঘাতে ঘুরে গেল ও, ছুরির ফলা ওর পা সামান্য একটু চিরে দিয়েছে দেখে স্বস্তি বোধ করল। দিক পরিবর্তন না করলে গলার ভিতর সেঁধিয়ে যেত ফলাটা, তার বদলে উরুর এই সরু ক্ষত অনেক ভালো।

এবার রানার পালা।

খালিদ রক্তপাত ঘটাতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে নিজেকে তার রানার সামনে মেলে ধরতে হয়েছে। তার লাথির আঘাতে ঘুরে যাচ্ছে রানা, সেটাকে থামতে না দিয়ে নিজেও এবার একটা লাথি চালাল ও।

বেশ কয়েক মাস ডেস্কে বসা, তারপরেও নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট রেখেছে খালিদ। আঘাতটা পুরোপুরি এড়াতে না পারলেও, অকস্মাৎ পিছাতে শুরু করায় ধাক্কাটা যথেষ্ট জোরে লাগল না।

রানার লাথি তার বুকে লেগেছে। টলতে টলতে পিছু হটল সে।

ভারসাম্য ফিরে পেল খালিদ, ফুসফুস খালি হয়ে যাওয়ায় ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে। 'হ্যাঁ...তুমি কোয়ালিফাই করেছ, রানা। কাজেই এখন তা হলে ফাইনাল, কী বলো?'

ছুরিটা উড়ে চলে এল ডান হাতে। খালিদ এগিয়ে এল স্যাৎ

www.downloadpdfbook.com

করে। কিন্তু নাগাল পাওয়ার জন্য রানার যথেষ্ট কাছে আসছে না সে, কারণ জানে রানা তা হলে অফেন্সিভ-এ নেমে পড়বে। প্রতিটি আক্রমণ সামলাচ্ছে রানা, বলা যায় সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে ও।

এভাবে হামলা বা হামলার ভান চালিয়েই যাচ্ছে খালিদ, একটু একটু পিছু হটতে বাধ্য করছে রানাকে, কখনও শরীরটাকে ডানে কাত করাচ্ছে, কখনও লাফ দেওয়াচ্ছে বামে–কিন্তু দ্রুত খুন করার জন্য সরাসরি কাজের হামলা নয় একটাও। তার এই আচরণের পিছনে উদ্দেশ্যটা আঁচ করতে শুরু করেছে রানা, এই সময় এ-সব থেকে আকাঙ্ক্ষিত সুবিধেটা পেয়ে গেল সে।

খালিদ ওকে চ্যাপেলের ডান দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কারণটাও এখন ধরতে পারছে ও। খালিদের লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির ফলে মড়ার খুলি ওহাড়ের যে টুকরোগুলো খসে পড়েছিল, সেগুলো ওদিকের মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। ওগুলো দেখতে পাচ্ছে সে, রানা পাচ্ছে না।

মেঝেতে একটা পা শক্ত করল রানা, নিজের নড়াচড়ার গতি আর দিক বদলাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে খালিদের প্ল্যানটা কাজে লাগল।

হাড়ের ছোট্ট একটা টুকরো জুতোর তলায় আটকাল, ফলে দিক পরিবর্তনের প্রবল ঝোঁকটা লক্ষ্যচ্যুত হলো রানার, শরীরের নীচ থেকে ছিটকে সরে গেল পা-টা। ওর এই পিছলানো এমন আকস্মিক যে শরীরটাকে ভারসাম্য ফিরিয়ে দেওয়া গেল না।

পিছন দিকে বেঁকে গেল পিঠ, মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়বে।

সুযোগ পেয়ে খালিদ সময় নষ্ট করার পাত্র নয়। যেই দেখল পিছন দিকে হেলে পড়ছে রানা, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল। তার আঙুলে মোচড় খেল ছুরিটা, তারপর আলুতে স্থির হলো, সোজা গেঁথে দেবে রানার বুকে।

www.downloadpdfbook.com

খালিদের ভার গায়ের উপর চাপতে যাচ্ছে, এই সময় কোন রকমে তার ডান কবজি চেপে ধরল রানা। ভারী বস্তার মত মেঝেতে পড়ল ওরা।

ছুরিটা রানার গলার একদম কাছে নেমে এল, তবে শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে কোম রকমে সেটাকে কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে দিতে পারল ও। গোঙাচ্ছে খালিদ, সে-ও ছুরিটা আবার নামিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার ঘামের ফোঁটাগুলো টপ-টপ করে ঝরে পড়ছে রানার মুখে।

খালিদের বাম হাত ছুটে এসে রানার চিবুকের নীচে আঘাত হানল, তারপর বাধ্য করল মাথাটাকে পিছিয়ে নিতে, চরম আঘাত করার জন্য খোলা পেয়ে গেল গলাটা।

ডান হাত দিয়ে খালিদের কবজি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, তবে লাথি খাওয়ায় এই হাতটায় শক্তি নেই বললেই চলে। তবু লড়ে যাচ্ছে ও, মেঝেতে মোচড়াচ্ছে শরীরটা, চেষ্টা করছে শক্রুর প্রচণ্ড চাপ নিজের উপর থেকে কোনভাবে সরিয়ে দেওয়ার জন্য।

এই মোচড় খাওয়ার সময়ই জিনিসটা অনুভব করল রানা। পাঁজরে তীক্ষ্ণ কিছু একটা বেঁধার ব্যথা। ও যদি খালিদের দুটো হাতই দেখতে না পেত, নিঃসন্দেহে ধরে নিত আরেকটা ছুরি বের করেছে সে।

শরীরটা মুচড়ে মেঝেতে একটু কাত হলো রানা। ওর ডান হাতের আঙুল খালিদের কবজি ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে, জানে এই হাতটা সরিয়ে নিলেই তার মনে প্রশ্ন জাগবে।

খালিদের মুখটা ভালো করে দেখল রানা। তার সমস্ত মনোযোগ ওর গলার উপর, সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে চোখ টা কঠোর হয়ে উঠেছে।

ছুরির ফলাটাকে ধীরে ধীরে নামতে দিচ্ছে রানা। ছুরি যত

www.downloadpdfbook.com

টার্গেটের কাছাকাছি চলে আসছে, ওর ডান হাতের ব্যস্ততাও তত বাড়ছে। ছুরিটার প্রতি এক চুল নেমে আসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় আর ক্ষুধার্ত হয়ে উঠছে খালিদের চোখ। রানার ডান হাত যখন মেঝেতে খসে পড়ল, ব্যাপারটা টেরই পেল না সে।

মাত্র এক সেকেন্ড হাতড়াতেই জিনিসটা বিঁধে গেল রানার কবজিতে। হাতটা পিছিয়ে এল, আঙুলগুলো সাত ইঞ্চি লম্বা একটা ভাঙা হাড়কে পেঁচিয়ে ধরল। হাড়ের ভাঙা ডগা অত্যন্ত ধারাল।

মাথাটা শেষবারের মত মুচড়ে, এই অন্য রকম ছুরিটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চালাল রানা। খালিদের পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ঢুকে গেল ওটা, হৃৎপিণ্ডের দিকে পথ করে নিচ্ছে।

চিৎকারটা কানের পরদা ফাটাচ্ছে, খালিদের ইস্পাতের ছুরি খসে পড়ল রানার মাথার পাশে মেঝেতে। সামান্য একটু ধাক্কা দিতেই এক পাশে কাত হয়ে গেল সে।

হাড়টা ছেড়ে দিয়ে খালিদের দিকে তাকাল রানা। হাঁ হয়ে গেছে মুখ, চোখ দুটো যেন অসম্ভব চওড়া কাঁচ। রানার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে সে, ঠোঁট বাঁকা হয়ে হাসি ছড়াতে যাচ্ছে।

খালিদের মুখে চওড়া হলো হাসিটা। 'তুমি জিতলে, রানা,' বলে রানার বুকে একটা আঙুল তাক করল সে, তারপর সেই আঙুলই ঘুরিয়ে তাক করল নিজের বুকে। '...আমিও জিতলাম!'

পরমুহূর্তে তার শরীরটাকে একটা ঝাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেল শেষ নিঃশ্বাসটা।

খালিদকে সার্চ করে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল রানা। ওর জোব্বার ভিতর কোমর থেকে ঝুলছে মুখ বাঁধা একটা সুতি কাপড়ের থলে। তার ভিতর থেকে বের হলো দুটো কাগজে আলাদা করে লেখা দেশি-বিদেশি স্পাইদের নামের তালিকা, আর

www.downloadpdfbook.com

সেই পাঁচটা মহামূল্যবান সিডি।

ওগুলো কোনও ব্যাঙ্কে জমা রাখেনি উন্মাদটা। কারও কাছে বিক্রিও করেনি। বেঈমানি করেনি আসলে খালিদ! সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, ওকে খুন করে যেন রানা ওগুলো দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

দুচোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল রানার। তারপর হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল ও বাচ্চা ছেলের মত। সামিনা ফিরে এসে দেখল, খালিদের পাশে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ওদের প্রাণপ্রিয়, দুর্ধর্ষ মাসুদ ভাই।

www.downloadpdfbook.com